



টেকসই উন্নয়ন অভ্যন্তরীণ (SDGs): উন্নয়ন অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ

টেকসই উন্নয়ন অভ্যন্তরীণ (SDGs): উন্নয়ন অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



LEAVE NO ONE BEHIND

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মে, ২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও
শেরে-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮১৫৬৫, ই-মেইল: info@ictd.gov.bd

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs): উন্নয়ন অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



LEAVE NO ONE BEHIND

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মে, ২০২১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

সিনিয়র সচিব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ই-১৪ এন্ড, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

www.ictd.gov.bd

কম্পোজ

ইসরাত অনামিকা (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)

শারমিন খাতুন (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)

আন্তর্জাতিক বিষয় ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত শাখা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা কমিটি

প্রকাশনা কমিটি	কমিটি	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা
বিকর্ণ কুমার ঘোষ, অতিরিক্ত সচিব	আহ্বায়ক	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ আখতারুজ্জামান, যুগ্মসচিব	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফারখান্দা জাবীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য	স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড
মোঃ মনির হোসেন, উপসচিব	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই, উপসচিব	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সালমা সিদ্দিকা মাহতাব, উপসচিব	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, উপসচিব, পরিচালক	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
মোঃ তবিরুর রহমান, উপসচিব	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
কাজী আবেদা গুলশান, সহকারী নিয়ন্ত্রক	সদস্য	সিসিএ কার্যালয়
মোঃ গোলাম সারওয়ার, ম্যানেজার (অপারেশন)	সদস্য	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
ফারজানা ইয়াসমিন, সহকারী সচিব	সদস্য	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ শফিক উদ্দীন ভুঁইয়া, রিসার্চ অফিসার	সদস্য	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
মোছাঃ ফারজানা খান তমা, সহকারী পরিচালক	সদস্য	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
মোঃ যাকী ফয়সাল, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট	সদস্য	এটুআই
নাহিদ সুলতানা মল্লিক, উপসচিব	সদস্য সচিব	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন: নাহিদ সুলতানা মল্লিক

মুদ্রণ:

adfair design & supply

Tell: 01713014933, 9553163, 7117897

www.adfairbd.com

প্রকাশকাল: মে, ২০২১



টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDG): উন্নয়ন অভিযাত্রা



স্বাধীনতার মহানায়ক

“ সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে।
তঁারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।
তঁারা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান।
তঁাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। ”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



“ আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। ”

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ ভাদ্র ১৪২৭

০২ সেপ্টেম্বর ২০২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি প্রকাশনা বের করছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তিনি বিশ্ব দরবারে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং মানব কল্যাণে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তাঁর সেই আহ্বানের একটি পরিপূর্ণরূপ।

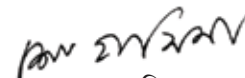
বৈশ্বিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের মতো, এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সফল ও অগ্রগামী দেশ হবে; এ লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংযুক্তিকরণ, এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্ম-দায়িত্ব বণ্টন তথা এমডিজি ম্যাপিং জাতীয় সমন্বয়ক নিয়োগ এবং এসডিজি ট্র্যাকিং সৃষ্টি-এরই অন্যতম প্রতিফলন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালের সরকার গঠনের পর থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে কানেক্টিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথের দাম কমানো হয়েছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সংযোগ এবং বেসরকারি খাতে ৬টি টেরেস্ট্রিয়াল কেবলের সুবিধা দেয়া হয়েছে। ফলে ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সহজলভ্য হয়েছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস করার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সহজ হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্জন ও সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রসার এবং উদ্ভাবনী ধারণা কাজে লাগাতে আমরা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রেখেছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করতে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রণয়ন ও চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে কর্ম-পরিকল্পনা প্রকাশের এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক


(শেখ হাসিনা)



প্রতিমন্ত্রী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি প্রকাশনা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ডিজিটাল বাংলাদেশে SDG অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। তথ্যপ্রযুক্তির পদচারণা এখন পৃথিবীর সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে এসডিজি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ ইশতেহারের ৩টি বাতিঘর এসডিজি অর্জনকে সহজতর করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর পরামর্শে SDG অর্জনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।


ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক হচ্ছে SDG অর্জন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে একটি প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে তোলাই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল উপজীব্য বিষয়। এ লক্ষ্যে সারা দেশে দ্রুত গতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ Info Sarker Phase-3 ও দুর্গম এলাকায় তথ্য-প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্পসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসসমূহকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইড দূর করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে দ্রুত গতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪১৭৩টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৫০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইসিটি শিল্প বিস্তার, বিদেশি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মেধানির্ভর জাতি গঠনের লক্ষ্যে সারাদেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক ও ৬৪টি জেলায় ৬৪টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/প্রবিধি প্রণয়ন করা হচ্ছে। আইটি খাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Learning and Earning Development Project, মোবাইল গেইম ও এপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, লিভারজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ও জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। উদ্ভাবনী প্রসার এবং প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোক্তা বিকাশের লক্ষ্যে “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্প” ও তার “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” সরকারি খাতে এক্সিলারেটর ও ভেঞ্চার ক্যাপিটালের প্রবর্তন করা হয়েছে। SDG অর্জনের জন্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রাধিকারের ভিত্তিতে এ বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

আমি বিশ্বাস করি Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়ন বিষয়ক এ প্রকাশনা থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আগামী দিনের কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে সকলে অবহিত হবেন। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

“মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার
প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার”

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক


(জুনাইদ আহমেদ পলাক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী



জুয়েনা আজিজ

মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সম্মুখ রেখে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সোনার বাংলা রূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে চলছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের নেওয়া অতীষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো: ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অতীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অতীষ্ট (এমডিজি) ও রূপকল্প ২০২১ সফলভাবে অর্জিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় 'টেকসই উন্নয়ন অতীষ্ট ২০৩০' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমরা জানি এসডিজিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিভিন্ন অতীষ্টে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এসডিজি'র সকল অতীষ্ট বাস্তবায়নেও আইসিটি খাত একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় করে ইতোমধ্যে যে সাফল্য পেয়েছে ও এসডিজি বাস্তবায়নে আগামী দিনের পথ নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে যথাযথ প্রকল্প প্রণয়নে এটি সহায়ক হবে। এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'টেকসই উন্নয়ন অতীষ্ট ২০৩০' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে তথা উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আরও প্রত্যয়ী হবে এবং এ প্রকাশনা হবে তারই পথ নির্দেশক। আশা করি আইসিটি বিভাগের আলোচ্য পথ পরিক্রমা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট হবেন।

সকলকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা।


(জুয়েনা আজিজ)



এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন যার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। জাতির পিতার সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের সুযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা ও সমায়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় এক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি-এর সঠিক নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ৪টি মূল স্তম্ভ-অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশকে কেন্দ্র করে আর্ভিত হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম।

‘রূপকল্প ২০২১’ এর লক্ষ্য পূরণে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। তথ্য-প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে সমন্বয় করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করছে। প্রণয়ন করা হচ্ছে যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা/বিধি/প্রবিধি ইত্যাদি। SDG-এর অধিকাংশ লক্ষ্য মাত্রা আমাদের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া উক্ত পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে প্রত্যেকটি বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পথনকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সে পথনকশা অনুযায়ী সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ বিভাগ SDG অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা, ডাটা গ্যাপ বিশ্লেষণ, অর্থায়ন কৌশল এবং SDG বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এখন সময় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এভাবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ প্রকাশনা থেকে SDG বাস্তবায়ন বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাবেন বলে আশা করি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।



(এন এম জিয়াউল আলম)



মুখবন্ধ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে SDGs বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রার উপর ভিত্তি করে “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) উন্নয়ন অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ” শীর্ষক প্রকাশনাটি হতে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম, কর্ম-পরিকল্পনা এবং অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্য একটি প্রকাশনা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রকাশনাটি ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। **১ম অধ্যায়ে** রয়েছে ভূমিকা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের পরিচিতি ও কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি। **২য় অধ্যায়ে** রয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারসমূহ। **৩য় অধ্যায়ে** বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ১০০+ কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। **৪র্থ অধ্যায়ে** রয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চার স্তম্ভ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা। **৫ম অধ্যায়ে** টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৫টি পিলার; ডিজিটাল বাংলাদেশের ৪টি পিলারের আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ২০৩০ সাল নাগাদ গৃহীত কর্মপরিকল্পনা; লিড, কো-লিড ও এসোসিয়েট বিভাগ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। **৬ষ্ঠ অধ্যায়ে** বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding (MoU) এবং হালনাগাদ তথ্যাদিসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশ করা হয়েছে। **৭ম অধ্যায়ে** GED Mapping (২০১৬) অনুযায়ী আইসিটি অ্যাকশন প্ল্যান সংযুক্ত করা হয়েছে। **৮ম অধ্যায়ে** করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বশেষ **৯ম অধ্যায়ের** উপসংহারে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Challenges) ও এ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ (Way Forward) খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ প্রকাশনাটি সফলতার মুখ দেখার পিছনে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর সানুগ্রহ অনুমোদন ও উৎসাহ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বশেষ, বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় সার্বক্ষণিক তাঁর পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা এবং এ প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ প্রকাশনাটির উদ্যোগ এ বিভাগের উপসচিব সালমা সিদ্দিকা মাহতাব ও উপসচিব মোঃ সাবেত আলী কর্তৃক গৃহীত হয়। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরবর্তীতে অনিবার্য কারণবশত: প্রকাশনাটির কার্যক্রম কিছুটা বিলম্বিত হলেও নাহিদ সুলতানা মল্লিক, উপসচিব (আন্তর্জাতিক বিষয় ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত শাখা) এ উদ্যোগটির হাল ধরেন। তিনি তার মেধা, নিরলস শ্রম ও অতিরিক্ত সময় দিয়ে প্রকাশনার কাজটি দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেজন্য আমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এছাড়াও এ প্রকাশনাটির জন্য গঠিত কমিটির সকল সদস্য তাদের অক্লান্ত শ্রম, পরামর্শ, তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সকলকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি, এ প্রকাশনাটি সাফল্যের মুখ দেখার পেছনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবারও অভিনন্দন এবং এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিকর্ণ কুমার ঘোষ
অতিরিক্ত সচিব ও
আহ্বায়ক,

এসডিজি প্রকাশনা কমিটি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সূচিপত্র

বাণী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	৭
বাণী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৯
বাণী, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১১
বাণী, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৩
মুখবন্ধ	১৫

১. প্রথম অধ্যায়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাবলি ১৯-৩৩

১.১ ভূমিকা	২০
১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২১
১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	২২
১.৪ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	২৩
১.৫ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	২৪
১.৬ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	২৬
১.৭ কন্ট্রোলার অফ সার্টিফাইং অথরিটি	২৭
১.৮ এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i)	২৮
১.৯ বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড	২৯
১.১০ স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০

২. দ্বিতীয় অধ্যায়: আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারসমূহ ৩৫-৪১

২.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারসমূহ	৩৬
--	----

৩. তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন আইসিটি বিভাগের ১০০+ কৌশল ৪৩-৫০

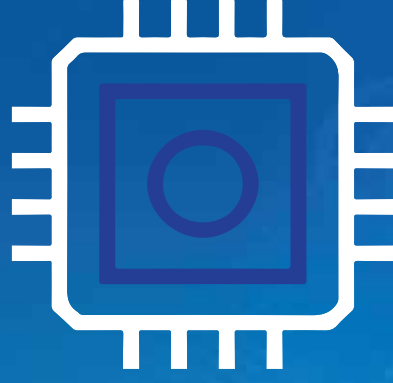
৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম (১০০+ কৌশল)	৪৮
--	----

৪. চতুর্থ অধ্যায়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১-৯৪

৪.১ Historical Background of SDGs	৫২
৪.২ Paradigm shift from MDGs to SDGs	৫৪
৪.৩ SDG Results Tracking Through SDG Tracker	৫৫
৪.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্তকরণ	৫৭
৪.৫ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) অর্জনের চার বছর	৫৮
৪.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ- ৯ ও ১৭	৫৯
৪.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ	৬২
৪.৮ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চার স্তর অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম	৬৪
৪.৮.১ কানেস্টিভিটি ও অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৫

৪.৮.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	৬৮
৪.৮.৩ ই-গভর্নেন্স	৮৩
৪.৮.৪ আইসিটি শিল্পের বিকাশ বা ইভাস্টি প্রমোশন	৮৬
৫. পঞ্চম অধ্যায়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা	৯৫-১৮৩
৫.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) ও পথনকশা	৯৬
৫.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs)-এর পাঁচটি Theme/Pillar	৯৭
৫.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বাংলাদেশ	৯৭
৫.৪ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা	৯৮
৫.৫ SDG-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	১০১
৫.৫.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	১০১
৫.৫.২ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	১১১
৫.৫.৩ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	১৩০
৫.৫.৪ কন্ট্রোলার অফ সার্টিফায়িং অথরিটি	১৩২
৫.৫.৫ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	১৩৬
৫.৫.৬ এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i)	১৪০
৫.৫.৭ স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড	১৪৫
৫.৫.৮ বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড	১৪৭
৫.৬ SDG Implementation Review (Upto September 2020) according to GED Guideline	১৪৯
৫.৭ Lead Targets for ICT Division	১৫০
৫.৮ Co-Lead Target for ICT Division	১৫৭
৫.৯ এসোসিয়েটে বিভাগ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম	১৬৭
৫.১০ Best Practices/Innovative Cases of Information and Communication Technology Division	১৭১
৬. ষষ্ঠ অধ্যায়: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৮৫-১৯৪
৬.১ MoUs with different countries	১৮৭
৬.২ Inputs for the 47th Session of the Council of Foreign Ministers held in the Republic of Niger, dated 27-28 November, 2020	১৯০
৭. সপ্তম অধ্যায়: GED Mapping and 8th FYP 2021-2025	১৯৫-২৪৮
৭.১ SDG Action Plan of ICTD (2016)	১৯৬
৭.২ 8th Five Year Plan 2021-2025: Acts, Guidelines, Rules and Policies by ICT Division	২১৩

৮. অষ্টম অধ্যায়: কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন	২৪৯-২৬০
৮.১ পোস্ট কোভিড-১৯ জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	২৫২
৮.১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান	২৫২
৮.১.২ পোস্ট কোভিড-১৯ জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ	২৫২
৯. নবম অধ্যায়: উপসংহার	২৬১-২৬৪
৯.১ প্রতিবন্ধকতাসমূহ/ Challenges	২৬২
৯.২ উত্তরণের উপায়সমূহ /Way Forward	২৬৩
পরিশিষ্টসমূহ:	২৬৫-২৮৭
পরিশিষ্ট-ক আদ্যাক্ষর শব্দাবলী	২৬৫
পরিশিষ্ট-খ চলমান প্রকল্পসমূহ ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ	২৬৭
পরিশিষ্ট-গ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নির্দেশিকার তালিকা	২৭১
পরিশিষ্ট-ঘ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)/ ১ম স্থান অর্জন (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)	২৭৩
পরিশিষ্ট-ঙ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইভেন্ট বিষয়ক ক্যালেন্ডার জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১	২৮৪
পরিশিষ্ট-চ তথ্যপঞ্জি/ Bibliography	২৮৬



অধ্যায়-১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও
অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাবলি



অধ্যায়-১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাবলি

১.১ ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের ফসল আজকের বাংলাদেশ। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠা করেই বঙ্গবন্ধুর কাজ শেষ হয়ে যায়নি। স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত নানামুখী দূরদর্শী উদ্যোগ ও প্রয়াস লক্ষ্য করলে বিষয়টি খুব সহজে অনুধাবন করা যায়।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি-নির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি। তিনি অনুধাবন করেছিলেন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হতে পারে সবচেয়ে বড় অনুঘটক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা বোঝা যায় ১৯৭৪ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেয়া তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেন, “আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।”

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘোষণা করেন রূপকল্প-২০২১। তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শ্রেণিপেশার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এটি ছিল একটি পরিপূর্ণ সনদ। ডিজিটাল বাংলাদেশ আসলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ। বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর সমাধান।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং প্রয়োজনীয় আইন, নীতিমালা, কৌশলপত্র ইত্যাদি প্রণয়ন করছে। এ বিভাগের কার্যক্রম আবির্ভূত হচ্ছে ৪টি স্তরকে ঘিরে- কানেক্টিভিটি, ই-গভর্নেন্স, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) শিল্পের উন্নয়ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার নির্দেশনায় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়-এর নেতৃত্বে এ বিভাগ নিজেদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত তিনটি বাতিঘর- “আমার গ্রাম আমার শহর”, “তারুণ্যের শক্তি”, “সুশাসন” -এর আলায়ে সারাদেশকে আলোকিত করার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। ইতোমধ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের নিজ নিজ অ্যাকশন প্ল্যান ও ম্যাপিং প্রস্তুত করেছে। নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রয়োজন মার্কিন অতিষ্ঠ নির্ধারণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বহুরাষ্ট্রিক কর্ম-পরিকল্পনা (এপিএ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার, এসডিজির লক্ষ্য অনুসারে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের অর্থনীতির মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে “ভিশন ২০২১” রূপকল্প ঘোষণা করে। ২০১৮ সালে ২০১৪.১৩ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক মোট দেশীয় পণ্য (জিডিপি), ৮.১% প্রবৃদ্ধির হার এবং বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর কার্যক্রম করতে সরকারের নানামুখী কার্যক্রম বাংলাদেশকে এশিয়ায় দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলির মধ্যে একটি হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিযোগিতামূলক মজুরি কাঠামোতে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ

মানবসম্পদের সহজলভ্যতা, দেশীয় বাজারের চাহিদা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বিনিয়োগকারী দেশি-বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক অনুকূল নীতি কাঠামো ইত্যাদি, বাংলাদেশকে প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় বাজারে পরিণত করে।

বর্তমান সরকার আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের এ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি সেক্টরকে যুগোপযোগী করা, সেবাসমূহকে প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশ্ববাজারে ট্রিলিয়ন ডলারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮-তে উক্ত খাত থেকে ০৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় ও ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ আইসিটি খাতে ২০১৮ সালে ১ (এক) বিলিয়ন ডলার রপ্তানি এবং ৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যেমন- বৈষম্য দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সময়মতো তথ্য প্রাপ্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশের ইকোসিস্টেম রক্ষা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঠিক সেবা নিশ্চিত করা এবং মানসম্মত অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

এরই মধ্যে এসডিজি অর্জন প্রক্রিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং এ সময়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন উদ্যোগগুলো ফলদায়ক হয়েছে, কোনগুলো পরিমার্জন করা প্রয়োজন, কোনগুলো বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন রূপরেখা নির্ধারণে সর্বাঙ্গিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত সময়ে কাজের অভিজ্ঞতা ও নীতি সংশ্লেষের অভিজ্ঞতা আগামী বছরগুলোয় এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে (GED, 2020)।



১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২০০২ সালে “বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি” মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে “বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়” নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সেক্টরের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICTD) গঠন করা হয়। ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পৃথকভাবে “তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়” গঠন করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের গতি আরও বেগবান ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে সরকার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে আগ্রহী বাংলাদেশ সরকার এবং উচ্চ নীতি-নির্ধারণকারীগণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্বকে অনুধাবন করেই দেশের এ পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এ পরিবর্তন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের কার্যক্রমে নতুন উদ্দীপনা যোগ করেছে।

রূপকল্প (Vision):

- সোনার বাংলা বিনির্মাণে জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা।

নিম্নে বর্ণিত ৫টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে :

- (১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
- (২) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
- (৩) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
- (৪) ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
- (৫) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম কাজ করছে। এছাড়া এ বিভাগের আওতায় নিম্নোক্ত দু'টি কোম্পানি আছে:

- (১) বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড
- (২) স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান; রক্ষণাবেক্ষণ; বাস্তবায়ন; সম্প্রসারণ মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' গঠন করা হয়।

রূপকল্প (Vision):

- জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

- ১) দেশের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক্স সংযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।
- ২) সারা দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যথাযথ অবকাঠামো সৃষ্টি করা।
- ৩) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন।
- ৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো হতে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ।
- ৫) সরকারি পর্যায়ে দক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রফেশনাল সৃষ্টির লক্ষ্যে আইসিটি সার্ভিস সৃষ্টি।
- ৬) দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ৭) সরকার ও জনগণের সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ।
- ৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ও প্রমিতকরণ প্রস্তুতকরণ।
- ৯) আইসিটি সেবা ও পণ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্টার-অপারেবিলিটি সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ১০) গবেষণা, নিত্য-নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

কার্যাবলি:

- ১। সরকারি দপ্তরে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ২। সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
- ৩। মাঠ পর্যায়ে পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান;
- ৪। সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির কারিগরি ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর;
- ৫। তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ৬। তৃণমূল পর্যায়ে পর্যন্ত জনগণকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ;
- ৭। আইসিটি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার, কানেক্টিভিটি, স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
- ৮। সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আভীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
- ৯। আইসিটি শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তাকরণ;

- ১০। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তাকরণ;
- ১১। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- ১২। মাঠ পর্যায়ে বিশেষত: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তাকরণ;
- ১৩। মাঠ পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরে ওয়েবপোর্টাল ও নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান; এবং
- ১৪। জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিজিটাল কেন্দ্রসমূহে যথাযথ তথ্য সরবরাহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ওয়েব পোর্টাল চালু রাখতে সহায়তাকরণ।



১.৪ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

আইটি/আইটিইএস সেক্টরের উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে। ঢাকার আগারগাঁওস্থ, আইসিটি টাওয়ারের ১০ম তলায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি)/আইটি ভিলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

রূপকল্প (Vision):

- বাংলাদেশে 'আইটি/হাই-টেক শিল্পের বিকাশ'

অভিলক্ষ্য (Mission):

- তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো/স্থাপনা প্রতিষ্ঠা; তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায়ের অনুকূল ও টেকসই পরিবেশ এবং ইকোসিস্টেম সৃষ্টি। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল সেবা একটি পয়েন্ট থেকে প্রদান করা।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্ক স্থাপন।
- পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
- বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ।
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- হাই-টেক পার্ক বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা পালন।

১.৫ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা, কানেস্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন, আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে। প্রথমে ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত ধাপে বিসিসি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়:

জাতীয় কম্পিউটার কমিটি: ১৯৮৩

জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড: ১৯৮৮

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অধ্যাদেশ: ১৯৮৯

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন: ১৯৯০

জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন বলে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ডকে রূপান্তরিত করে “বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল” নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০১১ হতে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- স্বচ্ছতা নিরাপত্তা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাইজেশন এবং আইটি শিল্পের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন;
- ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন
- তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- গবেষণা ও উন্নয়ন;
- তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণ;

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

বিসিসি'র কার্যাবলি:

- (১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;
- (২) ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফিকেশনস নির্ধারণ করা;
- (৩) সফটওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;
- (৪) জাতীয় ডেটা সেন্টার, পাবলিক সি এ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ডেটা সেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডেটা সিকিউরিটি ইনট্রুশান চিহ্নিত করতে সার্ট (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- (৫) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা, আইটি স্কিল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি এবং আইটি/আইটিএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে অ্যাসোসিয়েশনসমূহ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;
- (৬) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় শিক্ষা ও দক্ষতার বিশ্বমান নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশি নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- (৭) তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা;
- (৮) তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- (৯) সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;
- (১০) তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা করা;
- (১১) কাউন্সিলের কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশি ও বিদেশি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা;
- (১২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোনো বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে তা পালন করা;
- (১৩) সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;
- (১৪) সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
- (১৫) উপযুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।



**DIGITAL
SECURITY
AGENCY**

১.৬ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর “ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি” গঠিত হয়েছে এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা ১২ অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে আগ্রহী বাংলাদেশ সরকার এবং উচ্চ নীতি-নির্ধারণকারীগণ ডিজিটাল নিরাপত্তার গুরুত্বকে অনুধাবন করেই “ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি” গঠন করেন। একটি নিরাপদ ডিজিটাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করাই ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’র উদ্দেশ্য।

রূপকল্প (Vision):

- বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- জাতীয় নিরাপত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা।

প্রধান কার্যাবলি:

১. জাতীয় নিরাপত্তা, বহিঃসম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা বা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার হুমকি পরিলক্ষিত হলে প্রতিকারের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং উহার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা ও উহাতে উৎসাহ প্রদান;
৩. এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. দেশে ডিজিটাল ডিভাইস এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়;
৫. ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকির উৎস পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কীকরণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান সংক্রান্ত শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ শিল্পে জড়িত ব্যক্তির দক্ষতা ও পেশাগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৭. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব হতে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহক্রমে বাংলাদেশে তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা ও তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
৮. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
৯. ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজনসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
১০. ডিজিটাল নিরাপত্তার দুর্বলতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা লঙ্ঘন ও ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

১.৭ কন্ট্রোলার অফ সার্টিফায়িং অথরিটি

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ) হলো ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংস্থা। ২০১১ সালের মে মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ এর অধীন এ সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান করা সমীচীন। এ জন্য সরকার ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ পাস করে। এ আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ এ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু করা হয় যা ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ) এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ এর ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

রূপকল্প (Vision):

- নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

কার্যাবলি:

- সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) এর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এবং তথ্যপ্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা ২০১০ অনুসারে সিএ লাইসেন্স ইস্যু বাতিল এবং স্থগিতকরণ।
- Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- PKI এর জন্য বিধি বিধান, অনুসৃতব্য কর্মপন্থা (Guide line) প্রণয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে সাইবার অপরাধ তদন্ত পূর্বক সাইবার ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন।
- আইটি অডিটের জন্য অডিট ফর্ম নির্ধারণ।
- তথ্যপ্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা ২০১০ অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর মূল্য নির্ধারণ।

ভিশন: ২১, ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে দেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপক প্রসারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ভিশন: ২১ অর্জনের জন্য সরকার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তার একটি হলো দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও "পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (PKI)" উন্নয়ন সাধন করা। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ) হতে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

১৮ এপ্রিল ২০১২ সালে “রুট কি জেনারেশন সেরিমনির” মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের অন্যতম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

- ১। পেপারলেস গভর্নমেন্ট করেসপনডেন্স
- ২। ই-গভর্নমেন্ট

- ৩। ই-কমার্স
- ৪। ই-প্রকিউরমেন্ট
- ৫। ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সাইনিং
- ৬। ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং
- ৭। ডিভাইস ও সার্ভার সাইনিং
- ৮। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ

পূর্বের চেয়ে আজকের পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে সবকিছুতে আরো বেশি আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং কঠিন কাজ দ্রুত সমাধান করতে পারছে। কিন্তু পাশাপাশি সাইবার সন্ত্রাস বা কম্পিউটার ও অনলাইন ভিত্তিক নানা অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। এ সকল হুমকির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে গঠিত সাইবার ডাই ব্লুনালা দ্বারা সাইবার অপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে।



১.৮ এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম

রূপকল্প (Vision):

- নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবন সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে দ্রুততরকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- সরকারি সেবায় উদ্ভাবনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জবাবদিহি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা তৈরি এবং কার্যকরভাবে সেবা প্রদানে সহায়তাকরণ, এবং সরকারি সেবা প্রক্রিয়ার সার্বিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ।

কার্যাবলি:

- শহর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রামে নাগরিক-সেবা সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা প্রদান;
- সমন্বিত সেবা কাঠামোর আওতায় ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন;
- নাগরিকের হাতের মুঠোয় সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- আর্থিক সেবা সহজীকরণ এবং পেমেন্ট ডিজিটাইজেশনে সহায়তা প্রদান
- সরকারের সকল পর্যায়ে উদ্ভাবন চর্চার প্রসার;
- উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান;
- ৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি

১.৯ বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার “রূপকল্প-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের তথ্য উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন গুণগত মানসম্পন্ন ই-সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা দেশে একটি ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক কালিয়াকৈর, গাজীপুর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ০৭.০০ একর জমির উপর ক্লাউড কম্পিউটিং ও জি-ক্লাউড প্রযুক্তিতে Uptime Institute কর্তৃক Certified Tier IV ডেটা সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডেটা সেন্টার যার ডাউন টাইম শূন্যের কোঠায় এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক Uptime Institute থেকে Tier Certification of Operational Sustainability সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে টিয়ার ফোর (Tier-IV) গোল্ড ফল্ট টলারেন্ট ডেটা সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের একমাত্র ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টারটি গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে যুক্তরাজ্যভিত্তিক Data Center Dynamics সংস্থা কর্তৃক “Data Center Construction Team of the Year” ক্যাটাগরিতে এশিয়া প্যাসিফিক “DCD-APAC Award 2019” অর্জন করেছে। এ ডেটা সেন্টারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো: ২,০০,০০০ স্কয়ার ফিট বিশিষ্ট ডেটা সেন্টারের মূল দ্বিতল ভবন, দুই পাশে দুইটি ইউটিলিটি ভবন এবং সম্মুখে একটি রিশেপশন ভবন; ডেটা সেন্টারের নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রিডাভেন্সি। এছাড়া এখানে ক্লাউড কম্পিউটিং, ক্লাউড ডেস্কটপ, ক্লাউড স্টোরেজ, ডেটা স্টোরেজ ও ব্যাকআপ, ডেটা সিকিউরিটি ও কো-লোকেশন সার্ভিস রয়েছে। অত্যন্ত সফলভাবে নির্মিত আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক এই ডেটা সেন্টারটি গত ২৮.১১.২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।

জাতীয় ডেটা সেন্টারটির গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক Uptime Institute হতে ৩টি সার্টিফিকেট নিতে হবে। এর ১ম ও ২য় সার্টিফিকেট অর্থাৎ ডেটা সেন্টার ডিজাইন ডকুমেন্টস (Design Documents) ও কনস্ট্রাকটেড ফ্যাসিলিটি (Constructed Facility) এর উপর সার্টিফিকেট যথাক্রমে বিগত জুন ২০১৭ এ এবং মার্চ ২০১৯ এ পাওয়া গেছে। ৩য়টি অর্থাৎ অপারেশন এবং সাসটেইনেবিলিটি (Operation & Sustainability) এর উপর সার্টিফিকেট অর্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে এ ডেটা সেন্টার থেকে ই-ফাইলিং, a2i, সোনালী ব্যাংক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও মহামারী কোভিড-১৯ এর <https://corona.gov.bd/> এর হোস্টিং সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অন্যান্য ব্যাংকসমূহ, অর্থ বিভাগের IBAS++, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, নির্বাচন কমিশন, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের সিপিটিউ (CPTU), কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যসমূহ এ ডেটা সেন্টারে অ্যাকটিভ অথবা ব্যাকআপ হিসেবে রাখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ডেটা সেন্টারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে “বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)” শীর্ষক কোম্পানি গঠনের প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে “বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)” শীর্ষক কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ২৩.১১.২০২০ খ্রি. তারিখে নিরাপদ তথ্য সেবার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL) এর সাথে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর সাথে সার্ভিস সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়েছে; যার মাধ্যমে ডেটা সংরক্ষণ ও নিরাপত্তায় বাংলাদেশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হলো।



১.১০ Startup Bangladesh Limited

Startup Bangladesh Limited– *flagship venture capital fund, Information and Communication Technology (ICT) Division, Government of Bangladesh.*


Bangladesh is one of the youngest countries in the world, with more than half of its population being under 25. The nation is transitioning towards becoming a middle-income country by 2021. Startups have complemented GoB efforts in building the digital infrastructure in: **transportation, logistics, essential goods and services, payments, food & agriculture, entertainment, health and education.**

Venture capital investments spur innovation, create employment, and make a significant contribution to economic growth. With our population growing, globalization rapidly changing the international business climate, and sometimes making it uncertain, a culture of innovation can provide its own energy for Bangladesh by affording us opportunities for our young entrepreneurs. Where done correctly, the impact of government intervention in fostering an innovation economy has successfully created venture capital ecosystems in many countries.

Under the visionary guidance of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Startup Bangladesh Ltd. (“the Fund”) - the first and only venture capital fund sponsored by the Government of Bangladesh started its journey on March 2020 with an allocated capital of Tk 500 crores. With this inaugural venture fund, the Government recognizes the opportunity to continue promoting talent and innovation within key sectors that advance Bangladesh’s vision for and position in a new global economy. Startup Bangladesh Limited will enable the nation to innovate faster, create new jobs, develop technical skills, and realize the vision of Digital Bangladesh.



ছবি: ২৫.১১.২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।



It will provide investment in the form of equity, convertible debt and/or grants in pre-seed, seed and growth stage startups. It would invest thru co-investments, as a fund-of-funds and asset manager and provide other in-kind support to startups and stakeholders. The Fund will focus on supporting technology-based innovation, creating new employment opportunities, developing technical skills, promoting under-represented tech groups, connecting with non-resident Bangladeshis, fostering an entrepreneurship culture, and attracting foreign investment and expertise.

The Board of Directors of the fund comprises of distinguished senior government officials - N M Zeaul Alam, Senior Secretary, ICT Division as the Chairman. He is joined by honorable Board members Md. Moinul Kabir, Secretary, Legislative and Parliamentary Affairs Division; Parthapratim Deb, Executive Director and Additional Secretary, Bangladesh Computer Council; Biswajit Bhattacharya NDC, Additional Secretary, Finance Division and Md. Shamsul Arefin, Additional Secretary, Cabinet Division.

Startup Bangladesh Ltd. is being led by Tina F. Jabeen, Managing Director and Chief Executive Officer.

Additionally, iDEA (Innovation Design & Entrepreneurship Academy) is going strong with 157+ idea stage startups. Through iDEA Project, the Information and Communication Technology (ICT) Division will nurture innovative ideas in the areas of Education, Agriculture, Health, Financial Services, e-Commerce, e-Governance, Environment, Transport, and Infrastructure. Create Industry/Academia/Government partnerships to stimulate innovation, sustain transformational efforts. Promote Bangladesh as a global hub for novel startups, and create the appropriate regulatory framework to support bold dreams.

Under the steadfast leadership of the Architect of Digital Bangladesh and ICT Advisor to the Honorable Prime Minister, Mr. Sajeeb Wazed, the startup ecosystem is forging ahead like a roaring Royal Bengal Tiger. With strong stewardship and support from Honorable State Minister Mr. Zunaid Ahmed Palak MP, the ecosystem sustained and expanded even during the Covid-19 pandemic.

Riding on solid fundamentals the startup ecosystem is coming of age - with more than USD 250 million+ in foreign direct investment made in Startups over the last 7 years. Startups have been instrumental through innovation in the pursuit of Vision 2021 and Digital Bangladesh. (Source: *Bangladesh Startup Consortium*).

The key factors working for startup ecosystem in Bangladesh

- A. *Solid Fundamentals*: Coupled with consistent GDP growth (5 to 8% over a decade plus recording positive growth even within the COVID Pandemic) Bangladesh has a tech adaptable young population (62%+ under 35 years), a population of 165 million (8th largest in the world) with high density (1200 people/Sq. Km). Middle and Affluent consumers are growing at 10% per annum to reach 34 million by 2025, 98% mobile phone connections, 62% internet penetration, 102 million+ people on the internet with 94 million connected via mobile devices and another 94 million with registered mobile financial services accounts. The pandemic has also accelerated the use of ICT technology, including in digital commerce, education, healthcare, and agriculture. All these are creating a bedrock on which the startups can build and scale their services - as the saying goes "*In Bangladesh consumers aren't just leapfrogging laptops to go into mobile devices, but actually moving into FinTech products and side-stepping traditional banking systems.*"

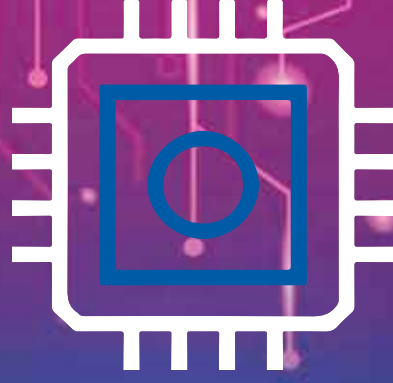
- B. *Entrepreneurial Talent*: The country not only has a density divided but also enjoying a demographic bulge with the right skill sets. The country generates 5,000+ IT graduates each year creating a strong group of entrepreneurial waves focused on solving critical problems, including those during the pandemic. The country's median age of 27.9 years means more young people are willing to take risks and explore innovations in the economy. With limited opportunities from STEM graduates (due to the absence of large scale industrialization except for RMG/Textile, which is still more labor-intensive than automation) – they are looking into forming ICT enabled companies and Startups. NRBs (Non-Resident Bangladeshis) are also returning, bringing in both investment capital and knowledge remittance.
- C. *Inflection Point*: The Bangladesh Entrepreneurship Ecosystem is at an inflection point with an excess of US\$ 280+ million in international investments from big-name corporate investors and venture capitals (with big names like *Ant Financials*, *Sequoia Capital*, *IFC*, *Gojek*), investing in industries like FinTech, Logistics and Mobility, e-commerce over the last five years. The emergence of active Angel Investment Networks (like Bangladesh Angels Network), Impact Investments by projects like UNDP YouthCO:Lab, SDGi Accelerator, UNCDF Women MSME Platform, Biniyog Briddhi by SDC, ROI and Light Castle Partners and investments from corporate foundations like Gates Foundation and Omidyar Network, and a host of local and international operating accelerators/ incubators propelled 2,500+ active Startups, generating 1.5 million+ employment – embracing products and services of Startups as part of the country's everyday life. Additionally, B-SEC (Bangladesh Securities and Exchange Commission) in addition to passing the alternative investment fund (AIF) rule, has also approved small-cap stock exchange guidelines, which is a big step towards providing investors with Startup exits.



২০১২ সাল থেকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড শীর্ষক একটি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে এবং ২০১৭ সালের ৬-৯ ডিসেম্বর সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ মেলা আয়োজন করা হয়।

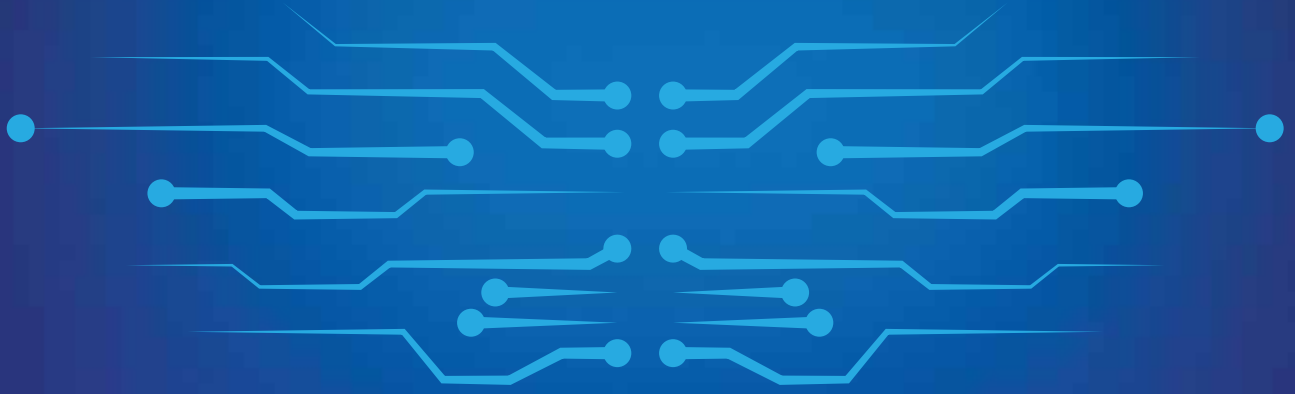
Startup Bangladesh Limited will create a national entrepreneurship platform to enable Bangladesh to innovate faster, create new opportunities, develop technical skills, and help realize the vision of Digital Bangladesh.





অধ্যায়-২

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও
পুরস্কারসমূহ



অধ্যায়-২

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারসমূহ

২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী তথা ৫০ বছর পূর্ণ হবে। এ সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণই ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ তথা ডিজিটাল সমাজ ও উত্তম সরকারি সেবা সমৃদ্ধ একটি ডিজিটাল জাতি, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এসবের সমন্বয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নই আমাদের দেখিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, “একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করবে”।



২.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কারসমূহ

এতদলক্ষ্যে, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি অনেকটা শূন্য থেকেই আরম্ভ হয়েছিল একটি উন্নয়নশীল দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের দুঃসাহ্য কাজটি, আজ মাত্র এক দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশ বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ হিসেবে। দীর্ঘ একযুগব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সম্পাদিত ব্যাপক কর্মসূচির স্বীকৃতিস্বরূপ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করেছে অসংখ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার। যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

০১. WSIS (World Summit on the Information Society) অ্যাওয়ার্ড তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্তর্জাতিক একটি স্বীকৃতি। WSIS কর্তৃক আয়োজিত ‘WSIS Prizes 2020’ প্রতিযোগিতায় বিসিসি’র অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি (erecruitment.bcc.gov.bd) ই-এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে WINNER পুরস্কার অর্জন করে। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ ভার্সুয়ালি অনুষ্ঠিত “WSIS Forum 2020 Prizes Awards Ceremony” অনুষ্ঠানে International Telecommunication Union (ITU) এর মহাসচিব এ ঘোষণা দেন।



০২। তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব আইটি (ডব্লিউসিআইটি) সম্মেলনে প্রতিবছর পৃথিবীজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য এই খাতের বিভিন্ন মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে WITSA সম্মাননা প্রদান করে। ২০২০ এ WITSA অ্যাওয়ার্ডের ৯টি বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ছয়টি আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করে। এর মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিভাগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি (iDEA) প্রকল্প এবং কোভিড-১৯ টেক সলিউশনস ফর সিটিজ অ্যান্ড লোকালিটিজ বিভাগে আইসিটি বিভাগের এটুআই ও সিনেসিস আইটি লিমিটেড এর যৌথ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।



চিত্র: উইটসা অ্যাওয়ার্ড সেলিব্রেশন ২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক



চিত্র: সম্মাননা গ্রহণ করছেন আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

২. এটুআই ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় ই-মিউটেশন পদ্ধতি প্রচলন করার জন্য 'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ক্যাটাগরিতে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জাতিসংঘের 'United Nations Public Service Award-2020' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৩. হংকংয়ে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০ এর প্রথম আয়োজনে মোট ৬টি পুরস্কারের মধ্যে বাংলাদেশের তরুণরা ২টি পুরস্কার লাভ করে। ৩ জুলাই ২০২০ হতে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ১২টি দলের প্রত্যেকটি অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট অর্জন করে। আগামী বছর বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

৪. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের ৬টি প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পেয়েছে। এরমধ্যে আইসিটি বিভাগের এটুআই কোভিড-১৯ টেক সলিউশনস ফর সিটিজ অ্যান্ড লোকালিটিজ এবং ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে। বাংলাদেশ ৪টি বিভাগে রানারআপ ও ২টি বিভাগে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে। উল্লেখ্য iDEA প্রকল্প ২০১৯ সালে অ্যাসোসিও পুরস্কার লাভ করে।



চিত্র: গত ২৯ এপ্রিল ২০১৯ WSIS 2019 Champion পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

০৫. বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তথ্য প্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত WITSA (The World Information Technology and Services Alliance) Chairman Award-2019, চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছে।

০৬. বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সকল কাজে ও সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করছে বিধায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক ISO 9001: 2015 সার্টিফাইড হয়েছে।

০৭. টানা ৬ বছর তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার' অর্জন করেছে এটুআই-এর বিভিন্ন প্রজেক্ট। ২০১৯ সালে 'শিক্ষক বাতায়ন' এবং 'মোবাইল বেইজড এইজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট', ২০১৮ সালে 'মুক্তপাঠ' ও 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম', ২০১৭ সালে 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক', 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিমেডিসিন প্রকল্প', 'নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার' ও 'ই-নথি', ২০১৬ সালে 'সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ-এসপিএস', 'শিক্ষক বাতায়ন', 'কৃষকের জানালা', এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের 'অনলাইন ছাড়পত্র', ২০১৫ সালে 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন', এবং ২০১৪ সালে 'ডিজিটাল সেন্টার ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS)' পুরস্কার অর্জন করেছে।



০৮. সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের ই-গভর্নমেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় 'ই-রিজুটমেন্ট সিস্টেম' প্ল্যাটফরম উদ্ভাবনকে 'Open Group Kochi Awards 2019' প্রদান করা হয়;

০৯. ২০১৯ সালে বাংলাদেশের 'বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড' Uptime Institute হতে Constructed Facilities সার্টিফিকেট এবং সফলভাবে ডেটা সেন্টার নির্মাণের জন্য একই সালে 'DCD (Data Center Dynamics) APAC-2019' পুরস্কার অর্জন করে।



চিত্র: জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত 'DCD APAC Award 2019' পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১০. বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পেরই-গভর্নেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় BNDA এর GeoDASH platform টি জানুয়ারি ২০১৯ The Open Group থেকে 'Award of Distinction' অর্জন করেছে;
১১. গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-2019 এ অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - iDEA প্রকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ও আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্পটি এই পুরস্কার অর্জন করে।
১২. এটুআই-এর টেলিমেডিসিন সেবা, 'তৃতীয় কমনওয়েলথ ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড-২০১৮' অর্জন করে।
১৩. এটুআই-এর একশপ, ২০১৮ সালে 'ইউএন ফ্যাসিলিটি ফান্ড' পুরস্কার অর্জন করে।
১৪. দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণে অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ২০১৮ সালে ডিজিটাল দিবসে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮ প্রদান করা হয়েছে।
১৫. এটুআই-এর একসেবা প্ল্যাটফর্ম, ২০১৮ সালে এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA Award) অর্জন করে।
১৬. 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড': এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবনের জন্য গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ভারতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' টি বিসিসি'কে প্রদান করেন;
১৭. এটুআই-এর শিক্ষক বাতায়ন, পি এন পি কে, রয়াম্প পাম্প, ইউজড কুकिং ওয়েল, স্মার্ট হোয়াইট ক্যান এবং একশপ ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে 'International Innovation and Technology Exhibition Award-2018' অর্জন করে।
১৮. "ইনফো- সরকার ৩য় পর্যায়" প্রকল্প, বিসিসি'র মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ২৬০০ ইউনিয়নে গ্রামের সাধারণ জন মানুষের নিকট ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ 'ASOCIO Digital Government Award 2018' প্রদান করা হয়;
১৯. সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য আইসিটি'র সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করায় ২০১৭ সালে World Summit on the Information Society Award from ITU কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে 'Global Mobile Government Award 2017' পুরস্কার প্রদান করা হয়।
২০. ২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানের তাইপেতে Asia Pacific Council for Trade Facilitation and

Electronic Business (AFACT) কর্তৃক আয়োজিত e-Asia Award-2017 অনুষ্ঠানে ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে বিসিসি ইনফো-সরকার প্রকল্পকে e-Asia Award-2017 প্রদান করা হয়।

২১. এটুআই-এর জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ই-নথি (অফিস ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক) ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন অ্যান্ড এক্সিলেন্স' কর্তৃক যথাক্রমে 'President Award' / 'Award of Distinction' অর্জন করে।

২২. ২০১৭ সালে এটুআই-এর 'অটিজম বার্তা', বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড ও এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি এলায়েন্স অ্যাওয়ার্ড (APICTA Award) অর্জন করে এবং একই বছরে এটুআই-এর 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক' অর্জন করে, Henry Viscardi Achievement Awards.

২৩. ২০১৭ সালে Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ICT Education Award-2017 পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২৪. যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত 'Mobile Gov. World Summit 2017' শীর্ষক ইভেন্টে "Excellence in Designing the Future of e-Government" ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'Global Mobile Gov. Award 2017'-এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়।

২৫. আইসিটি প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-কে 'WITSA Award 2017' প্রদান করা হয়।

২৬. কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' পুরস্কার লাভ

২৭. গভর্নেন্স প্রসেস ডিজিটাইজ করার জন্য Asian-Oceania Computing Industry Organization (ASOCIO)-২০১৬ এর পক্ষ থেকে বিসিসিকে 'Digital Government Award' ২০১৬ প্রদান করে;

২৮. সুদূর প্রসারী উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিশ্বের মহাসড়কে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদকে ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্নেন্স অ্যান্ড কম্পিউটিভনেস, প্ল্যানট্রিফিনো, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি অব নিউ হ্যাভেনের স্কুল অব বিজনেস' যৌথভাবে 'Development Award for ICT' পুরস্কার প্রদান করে।

২৯. তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (আইটিইউ) ২০১৫ সালে 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করে।

৩০. ডিজিটাল সিস্টেম ও শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান করা হয়।

৩১. ২০১৩ সালে এটুআই-এর দুটি ইনোভেশন প্রজেক্ট 'ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (ISIF ASIA) অ্যাওয়ার্ড' এবং 'জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন' অর্জন করে।

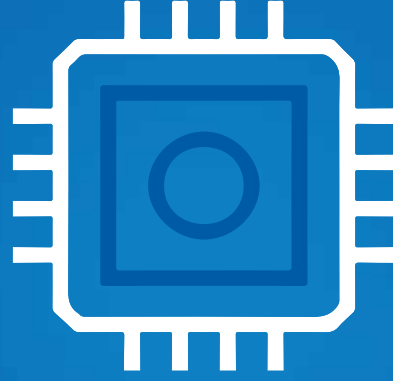
৩২. গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ২০১৩ সালে বাংলাদেশকে 'Associo Digital Government Award 2013' প্রদান করা হয়।

৩৩. স্বাস্থ্য খাতে আইসিটির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে 'South-South Visionary Award 2011' প্রদান করা হয়।

৩৪. দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য e-Education এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure-এ ২টি ক্যাটাগরিতে বিসিসি ভারতের 'Manthan Award 2011' অর্জন করে।

৩৫. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও আইসিটির উন্নয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান এবং অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তির প্রধান সংগঠন এশিয়া-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন কর্তৃক 'ASOCIO Award-2010' এ ভূষিত করা হয়।





অধ্যায়-৩

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে
আইসিটি বিভাগের ১০০+ কোর্সল

অধ্যায়-৩

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে আইসিটি বিভাগের ১০০+ কোর্সল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ শুরুর ঠিক প্রাক্কালে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও করোনার মত মহামারী শুরু হয়। সারা বিশ্ব যখন থমকে গেছে তখনও বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থেমে যায়নি। জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতির সুরক্ষায় কাজ শুরু হয়। অসংখ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলকভাবে সফল হয়েছে বাংলাদেশ। এসব সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির স্বপ্ন এবং আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দূরদর্শী চিন্তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার মাত্র ১১ বছরের মধ্যেই দেশে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বিপ্লব সম্ভব হয়েছে।



মুজিববর্ষকে সফল করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের পক্ষ থেকে বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে দেশের মানুষকে নতুন সেবার আওতায় নিয়ে এসেছে, হাজারো তরুণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে দেশ গঠনে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা আন্দোলন' নিয়ে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে শহর থেকে শুরু করে প্রান্তিক পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও বয়সের লক্ষাধিক মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। শতবর্ষে শত পুরস্কার থিমের আলোকে অংশগ্রহণকারী লক্ষাধিক প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম ১০০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ৩৭ জনই নারী।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আইসিটি ডিভিশন থেকে ১০০+ স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করা হয়। এর আওতায় নতুন করে ১০০ এর অধিক নাগরিক সেবা ডিজিটালাইজেশনের কাজ হাতে নেয়া হয়। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১০০টি নতুন স্টার্টআপ তথা উদ্যোক্তাকে আর্থিক প্রণোদনা

প্রদানের। মুজিববর্ষে আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বছরে অতিরিক্ত ১০০ ঘণ্টা কাজ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। মোট ২৯টি উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ১০০+ স্ট্র্যাটেজি সফল করে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এর পূর্বে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অফিসিয়াল লোগো ডিজাইনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর একে একে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে তরুণদের সামনে আরো সহজ ও প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করতে 'কারাগারের রোজনামা' ও 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য' বইয়ের অডিওবুক প্রকাশ ও প্রচারের কাজ শুরু করা হয়। গেমের সাহায্যে ১০০টি কুইজের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের পরতে পরতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা সম্পর্কে জানার এক দারুণ উদ্যোগ হাতে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে 'আমার মুজিব গেমিংকুইজ'। এর ১০টি কন্টেন্ট ডিজাইন ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের একটি থ্রিডি হলোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে, যা গত ৭ মার্চ ২০২০ আর্মি স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া 'মুজিব আমার পিতা' এই শিরোনামে ৫৫ মিনিটের একটি এনিমেটেড ফিল্ম তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশ থেকে Central Aid Management System (CAMS)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি সেবাকে আরো সুশৃঙ্খল করতে ১০০+ স্ট্র্যাটেজির একটি প্রধান পরিকল্পনা ছিল ১০০+ হাজার ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদন করা। এই লক্ষ্যে ১০০+ হাজার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ই-নথি ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য স্থির করা হয়। ইতোমধ্যেই প্রায় ৯৫,৫৩৩ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এই ই-নথি কার্যক্রমে সংযুক্ত হয়েছেন, যাঁদের মাধ্যমে ১ কোটি ৩৩ লক্ষেরও অধিক নথি



মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আইসিটি টাওয়ার আলোকসজ্জা করা হয়।

নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ই-নথির দ্বিতীয় ভার্শন চালু করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল নথির পথে এগিয়ে যাওয়া হবে। বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক সেবা কার্যক্রমকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ১০০টি ডিজিটাল সাব সেন্টারসহ মোট ৬,৭৫০টি ডিজিটাল সেন্টার হতে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নাগরিকের হাতের মুঠোয় থাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ই-সেবা পৌঁছে দিতে ১০০+ নতুন সরকারি সেবা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সরকারি সেবা নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'মাইগভ' অ্যাপে ৩৩৪টি সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে।

শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বাংলাদেশের রেমিটেন্স-যোদ্ধা প্রবাসী নাগরিকদের কাজক্ষিত সেবা প্রদান করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বময়। মুজিববর্ষে মোট ১০টি দেশে প্রবাসী ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করে এর মধ্যে কেবল সৌদি আরবেই সাতটি কেন্দ্র স্থাপন ও পুরোদমে চালু করা হয়েছে। বাকি দেশগুলোতে কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

জাতীয় তথ্য বাতায়নে মুজিববর্ষে ১০০+ হাজার কনটেন্ট যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করে ইতোমধ্যেই প্রায় ৮৬ লক্ষ কনটেন্ট সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ যেন তাঁদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য চাইলেই এক ক্লিকে খুঁজে নিতে পারেন সে উদ্দেশ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক বাতায়নে দেশের ১০ লক্ষ শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করার অভাবনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই। ইতোমধ্যেই ৪ লাখ ৫০ হাজারেরও অধিক শিক্ষক এই শিক্ষক বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে একাডেমিকভাবে জানার সুযোগ করে দিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয় করে চালু করা হবে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' নামক ই-লার্নিং কোর্স। যার মাধ্যমে আমাদের একাডেমিক জগতে জাতীয় চেতনার ভিত হবে আরো সুসংহত।

১০০+ হাজার নাগরিককে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। ইতোমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার নাগরিককে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন শিক্ষক তরুণ উদ্যোক্তাসহ নানা পেশা ও বয়সের মানুষ। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশে ইতোমধ্যেই ৮টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ১১টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরো ৪৫টি এ ধরনের সেন্টার স্থাপন করে দেশের ৬৪টি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

প্রযুক্তিতে স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে সারাদেশে ৮ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৫ হাজার ল্যাব স্থাপন করা হবে। শুধু প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ না থেকে যাতে সারা বিশ্বের সাথে কানেক্টেড থেকে এসকল প্রশিক্ষিত জনশক্তি তাঁদের স্কিলকে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ স্লোগানকে সামনে রেখে দেশের ৩৮০০ ইউনিয়নকে ইতোমধ্যেই ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। মুজিববর্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অঙ্গীকার, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, দ্বীপ, চরে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির ছোঁয়া পৌঁছে যাবে।

২০১৬ সালে শুরু হওয়া স্টার্টআপ বাংলাদেশ উদ্যোক্তা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মাত্র তিন বছরেই এদেশের তরুণ উদ্যোক্তারা ৪০০০ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ দেশে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যকে আরো ত্বরান্বিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, যার মাধ্যমে মুজিববর্ষে ১০০টি নতুন স্টার্টআপকে আর্থিক সহযোগিতা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৪০টি স্টার্টআপ এই আর্থিক সহায়তা পেয়ে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ধাপে ধাপে ২০২১ সালের মধ্যে ১০০০টি নতুন স্টার্টআপকে সরকারি সহযোগিতার আওতায় নিয়ে আসা হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আরেকটি সময়োপযোগী উদ্যোগ এটুআই-এর আইল্যাবের মাধ্যমে ১০০+ নতুন উদ্ভাবন খুঁজে বের করে আনার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ‘উদ্ভাবকের খোঁজে’ নামক রিয়েলিটি শো’র মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ২০টি নতুন উদ্ভাবন তুলে আনা হয়েছে।



আসন্ন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য এই তরুণ- মেধাবী প্রজন্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে তুলতে পদ্মাসেতুর পাশেই শিবচরে ৭০ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে শেখ হাসিনা ইন্সটিটিউট ফর ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি। তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য এরকম আরো ৫০টি পাইলট প্রজেক্টের প্রস্তুতি চলমান রয়েছে, যেগুলো অতিশীঘ্রই দৃশ্যমান হবে।

এসডিজি গোল অর্জনে তৈরি করা হয়েছে এসডিজি ট্র্যাকার, যেখানে জাতীয় অগ্রগতির সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমন্বিত করে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এই মুজিববর্ষে নতুন করে আরো ১০০+ হাজার এসডিজি ট্র্যাকার ব্যবহারকারী সংযুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই এই ট্র্যাকারে ২৩,৮৭৪ জন নতুন ব্যবহারকারী সংযুক্ত হয়ে একে কার্যকরীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি সম্প্রতি চালু করা হয়েছে এসডিজি টিভি নামে নতুন একটি ওয়েবসাইট।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ) ২০২০

স্টার্টআপ খাতের বিকাশে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ) ২০২০ চালু করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আইসিটি বিভাগের ১০০ প্লাস কৌশলের অংশ হিসেবে ১০০ স্টার্টআপের প্রতিটিকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট প্রদানের অংশ হিসেবে ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে অ্যান্টিভেশন প্রোগ্রাম, রিয়েলিটি শো ও আন্তর্জাতিক রোড শো-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০২১ (সম্ভাব্য) তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “বিগ”-এর চ্যাম্পিয়নকে ১ লক্ষ ইউএস ডলার ও বাছাইকৃত অন্যান্য সেরা ৩৫ টি স্টার্টআপদের ১০ লক্ষ টাকা গ্রান্ট প্রদান করবেন।

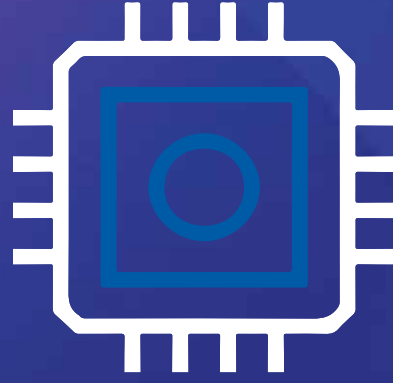


৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম (১০০+ কৌশল)

ক্রম	কৌশল/কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন সূচক এর মাত্রা/ সংখ্যা/হাও	সুবিধাভোগী	বাস্তবায়ন এলাকা/ কভারেজ	বাস্তবায়নকারী
১	২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন	১০০+% ১৫০%	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	সকল প্রকল্প পরিচালক
২	তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন	১০০+ হাজার	তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী/যুবসমাজ	সমগ্র বাংলাদেশ	আইসিটি বিভাগ এবং সকল সংস্থা
৩	শ্রেষ্ঠ আইসিটি কোম্পানিকে সম্মাননা প্রদান	১০০+	আইসিটি শিল্পের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি	সমগ্র বাংলাদেশ	আইসিটি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৪	জনগণকে ইন্টারনেট কভারেজের আওতায় আনয়ন	১০০+ মিলিয়ন	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৫	তৃণমূল পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান	১০০+ হাজার	খানা/প্রতিষ্ঠান	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৬	পরিচয় অ্যাপ এর মাধ্যমে এনআইডি যাচাই	১০০+ মিলিয়ন	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৭	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	সকল ছাত্র-ছাত্রী	সমগ্র বাংলাদেশ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ক্রম	কৌশল/কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন সূচক এর মাত্রা/ সংখ্যা/হার	সুবিধাভোগী	বাস্তবায়ন এলাকা/ কভারেজ	বাস্তবায়নকারী
৮	শিশু-কিশোরদের প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী	সমগ্র বাংলাদেশ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৯	সাধারণ বিদ্যালয়কে স্মার্ট বিদ্যালয়ে রূপান্তর	১০০+ বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	জাতীয় সংসদের নির্বাচিত ১০০ টি আসন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
১০	গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা চালুকরণ	১০০+ গ্রাম	তৃণমূলের জনগণ	১০০ টি নির্বাচিত গ্রাম	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
১১	আইসিটি বিষয়ক ড্রামায়াণ প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	শিক্ষার্থী, যুবক ও জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	আইসিটি বিভাগ
১২	স্টার্টআপ-এর জন্য ইনোভেশন ফেল্ডিং	১০০+	স্টার্টআপ	নির্বাচিত স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৩	হাই-টেক/সফটওয়্যার পার্কে আইটি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান	১০০+ মিলিয়ন	দেশি/বিদেশি আইটি কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠান	বিদ্যমান হাই-টেক/ সফটওয়্যার পার্কসমূহ	বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষ
১৪	পুলিশ পার্সোনেলকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১০০+ হাজার	বাংলাদেশ পুলিশ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৫	আইটি/আইটিইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০+ ব্যাচ	যুবক/ আইসিটি উদ্যোক্তা	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষ
১৬	আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানি	১০০+ কোটি টাকা	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বেসিস, বাক্সো, বিসিএস
১৭	দুর্গম ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১০০+	দুর্গম এলাকার জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৮	আইসিটির মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরসভায় নাগরিকদের সেবা প্রদান	১০০+ হাজার	পৌর এলাকার জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৯	ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদন	১০০+ হাজার	সরকারি দপ্তর	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২০	ই-সেবা	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২১	সেবা সহজীকরণ	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২২	ই-মিউটেশন	১০০+ হাজার	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৩	উদ্ভাবন	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৪	সোশ্যাল মিডিয়া রিচ	১০০+ লাখ	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই

ক্রম	কৌশল/কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন সূচক এর মাত্রা/ সংখ্যা/হার	সুবিধাভোগী	বাস্তবায়ন এলাকা/ কভারেজ	বাস্তবায়নকারী
২৫	অডিও ভিজুয়াল কন্টেন্ট	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৬	প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং উদ্যোক্তা	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২৭	জাতীয় তথ্য বাতায়নে কন্টেন্ট	১০০+ হাজার	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২৮	শিক্ষক বাতায়নে শিক্ষক সংযোজন	১০,০০০	শিক্ষক	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৯	জেলা ব্রান্ডিং-এর মাধ্যমে পর্যটক সংযোজন	১০০+ হাজার	পর্যটক	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই



অধ্যায়-৪

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ও
ডিজিটাল বাংলাদেশ

8.1 Historical Background of Sustainable Development Goals (SDGs)

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries - developed and developing - in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth – all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests.

The SDGs are built on decades of work by countries and the UN, including the UN Department of Economic and Social Affairs

- In June 1992, at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil, more than 178 countries adopted Agenda 21, a comprehensive plan of action to build a global partnership for sustainable development to improve human lives and protect the environment.
- Member States unanimously adopted the Millennium Declaration at the Millennium Summit in September 2000 at UN Headquarters in New York. The Summit led to the elaboration of eight Millennium Development Goals (MDGs) to reduce extreme poverty by 2015.
- The Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Plan of Implementation, adopted at the World Summit on Sustainable Development in South Africa in 2002, reaffirmed the global community's commitments to poverty eradication and the environment, and built on Agenda 21 and the Millennium Declaration by including more emphasis on multilateral partnerships.
- At the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) in Rio de Janeiro, Brazil, in June 2012, Member States adopted the outcome document "The Future We Want" in which they decided, inter alia, to launch a process to develop a set of SDGs to build upon the MDGs and to establish the UN High-level Political Forum on Sustainable Development. The Rio +20 outcome also contained other measures for implementing sustainable development, including mandates for future programmes of work in development financing, small island developing states and more.
- In 2013, the General Assembly set up a 30-member Open Working Group to develop a proposal on the SDGs.
- In January 2015, the General Assembly began the negotiation process on the post-2015 development agenda. The process culminated in the subsequent adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, with 17 SDGs at its core, at the UN Sustainable Development Summit in September 2015.
- 2015 was a landmark year for multilateralism and international policy shaping, with the adoption of several major agreements:

- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (March 2015)
- Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development (July 2015)
- Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development with its 17 SDGs was adopted at the UN Sustainable Development Summit in New York in September 2015.
- Paris Agreement on Climate Change (December 2015)
- Now, the annual High-level Political Forum on Sustainable Development serves as the central UN platform for the follow-up and review of the SDGs.

Today, the Division for Sustainable Development Goals (DSDG) in the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) provides substantive support and capacity-building for the SDGs and their related thematic issues, including water, energy, climate, oceans, urbanization, transport, science and technology, the Global Sustainable Development Report (GSDR), partnerships and Small Island Developing States. DSDG plays a key role in the evaluation of UN systemwide implementation of the 2030 Agenda and on advocacy and outreach activities relating to the SDGs. In order to make the 2030 Agenda a reality, broad ownership of the SDGs must translate into a strong commitment by all stakeholders to implement the global goals. DSDG aims to help facilitate this engagement.

The Sustainable Development Goals (SDGs) or Global Goals are a collection of 17 interlinked goals designed to be a "blueprint to achieve a better and more sustainable future for all". The SDGs were set in 2015 by the United Nations General Assembly and are intended to be achieved by the year 2030. They are included in a UN Resolution called the 2030 Agenda or what is colloquially known as Agenda 2030.

The 17 SDGs are: **(1) No Poverty, (2) Zero Hunger, (3) Good Health and Well-being, (4) Quality Education, (5) Gender Equality, (6) Clean Water and Sanitation, (7) Affordable and Clean Energy, (8) Decent Work and Economic Growth, (9) Industry, Innovation and Infrastructure, (10) Reduced Inequality, (11) Sustainable Cities and Communities, (12) Responsible Consumption and Production, (13) Climate Action, (14) Life Below Water, (15) Life On Land, (16) Peace, Justice, and Strong Institutions, (17) Partnerships for the Goals.**

Though the goals are broad and interdependent, two years later (6 July 2017) the SDGs were made more "actionable" by a UN Resolution adopted by the General Assembly. The resolution identifies specific targets for each goal, along with indicators that are being used to measure progress toward each target. The year by which the target is meant to be achieved is usually between 2020 and 2030.[4] For some of the targets, no end date is given.

To facilitate monitoring, a variety of tools exist to track and visualize progress towards the goals. All intend to make data more available and more easily understood. For example, the online publication SDG-Tracker, launched in June 2018, presents available data across all indicators. The SDGs pay attention to multiple cross-cutting issues, like gender equity, education, and culture cut across all of the SDGs. There were serious impacts and implications of the COVID-19 pandemic on all 17 SDGs in the year 2020.

From MDGs to SDGs



8.২ Paradigm Shift from Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs)

Bangladesh has been much-admired by the United Nations as well as the international development community for its tremendous success in achieving socio-economic gains under the Millennium Development Goals (MDGs). That also shows that Bangladesh can become a global thought leader in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) as well. The successful attainment of SDGs depends on allocation of resources on specific sectors, government plan and monitoring the impact of policies, benchmarking the data to monitor year on year progress. An effective, widely used, comprehensive Sustainable Development Goals (SDGs) monitoring framework will provide essential support in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

The ICT division is bestowed with responsibility to realize Goals 1, 4, 5, 8, 9 and 17. Among these goals **ICT Division is a Lead agency for target 9.c and 17.8, Co-Lead for 9.b and also Associate for 1.3, 1.4, 4.4, 4.7, 5.b, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 9.2, 9.3, 9.5, 17.6, 17.16 and 17.18.**

The Access to Information (a2i) Programme under Information and Communication Technology (ICT) Division designed and developed 'SDG Tracker' with technical support from UNDP and USAID in collaboration with General Economics Division (GED) of Planning Commission and other government and private stakeholders, aimed at creating a data repository for monitoring the implementation of SDGs. Several member countries has shown their interest to use the Sustainable Development Goals (SDGs) Tracker and sought co-operation from Bangladesh in this regard. It is one of the milestone for performance monitoring the progress of Sustainable Development Goals (SDGs) attainment of a country and to take necessary steps to improve the situation.

8.৩ SDG Results Tracking Through SDG Tracker

Bangladesh's laudable achievement in implementing the MDGs has positioned it to potentially perform even better in achieving the SDGs. However, the unavailability of quality and timely data in some cases poses a significant challenge in providing the right information on the right things at the right time. Which in turn, renders designing, monitoring and evaluating effective policies difficult. In this context, the need for developing a tool to monitor the implementation of initiatives addressing the SDGs is critical.

After signing the contract in September 2015, The PM's office initiated The SDG Implementation and Review (SIR) Committee under the supervision of the Principal Secretary. Initially only 12 ministries were identified and made members of the committee. After many revisions, currently twenty ministries are involved in this committee. The principal coordinator of SDG affairs who is the head of the SDG Review and Implementation Committee thought it was necessary to come up with an online system which will track the progress towards achieving the SDGs.

The Aspire to Innovate (a2i) Programme of the Cabinet Division and ICT Division, which is formerly known as Access to Information (a2i) Programme, with technical support from UNDP and USAID and in collaboration with Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division and the General Economics Division (GED) of the Planning Commission along with other government and private stakeholders, designed and developed the SDG Tracker (www.sdg.gov.bd).

The SDG Tracker is an online data repository for efficient monitoring of the implementation of various initiatives in line with the SDGs leading to efficient resource allocation and effective policy making for inclusive and sustainable development. It was launched by Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh, at the 72nd Session of the UN General Assembly in 2017 and aims to:

- i) Facilitate the tracking of progress against each goal, target and indicator;
- ii) Improve situation analysis and performance monitoring;
- iii) Enable predictive analysis for achieving goals within the set time-frame.

Bangladesh's "SDG Tracker" is also known as the Development Mirror of the country. The Tracker is therefore being used as a development tool to track the implementation of SDGs. Along with SDG Tracker through an integrated strategy, other interactive data portals such as My Constituency Data Platform, Open Government Data Portal are also enabling the decision-makers to take insights from this and ensure inclusive development through data-driven decision making.

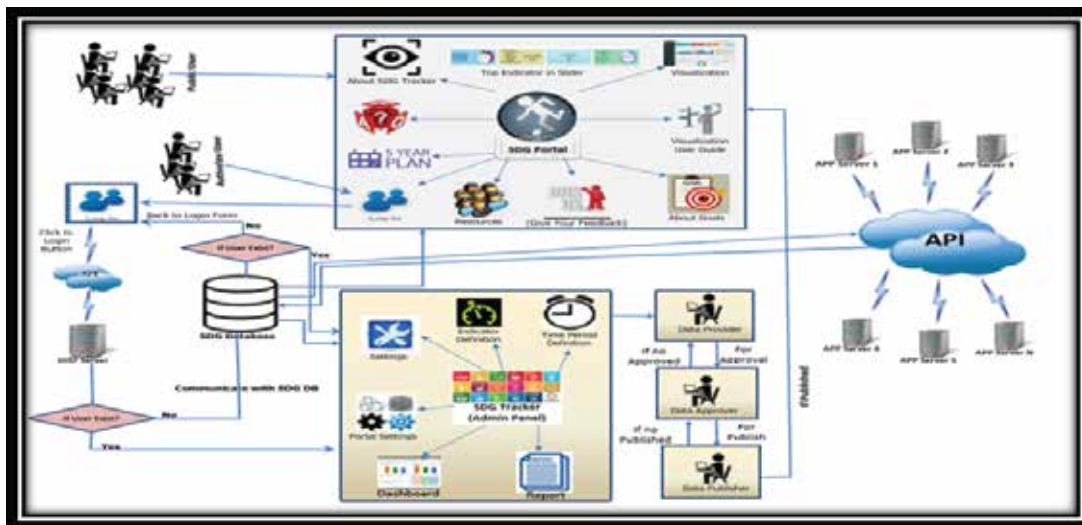


Figure: SDG Tracker System

The tracker serves for data decentralization across all ministerial and line agencies, reproduction of quality report, accessible for anyone- both data provider and end-user, abundance of data from various sectors, being on the same page with data provision, easier for the whole-of Government for data unification and harmonisation. The SDG Tracker is thinking beyond 231 indicators to ensure sustainable development. However, in addition with the objectives of The SDG Tracker, it also aims at-

- Mutual advantage through exchanging ICT based knowledge
- Improved decision making by taking evidence based policy decisions and resource allocation
- Transferring knowledge across nations as a policy transfer process

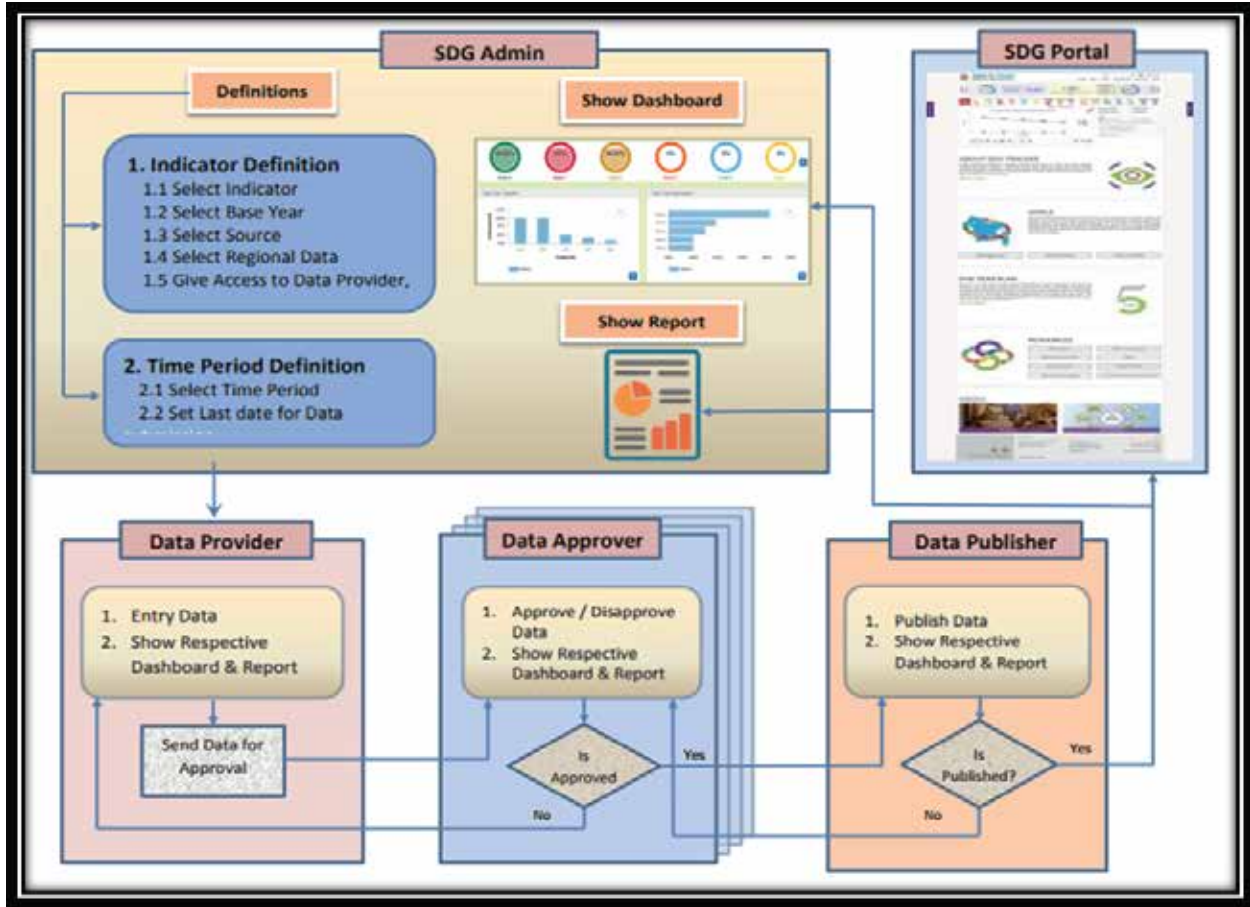


Figure: User-wise SDG Tracker System

SDG Tracker is a data repository for monitoring of the SDGs' results and the implementation of the SDGs and other national development goals. All relevant and potential data providers who incorporate data, can also understand the improvement areas to make the best possible progress in achieving SDGs through the resulting SDG Dashboard. Moreover, this dashboard assists every agency to prioritize for early actions through identifying key implementation challenges and gaps to achieve Agenda 2030. Thus, SDG Tracker will provide status of Bangladesh's progress on SDGs over the period of time. Most success in attaining the SDGs will rest, in part, on how well efforts can be guided and where resources are directed. For the Government, to plan and monitor the impact of its policies, it must be able to benchmark data and see year on year progress. National plans and actions are also directed towards this commitment. It is highly expected that the SDG Tracker (<http://sdg.gov.bd/>) will support to drive these actions in the right direction.

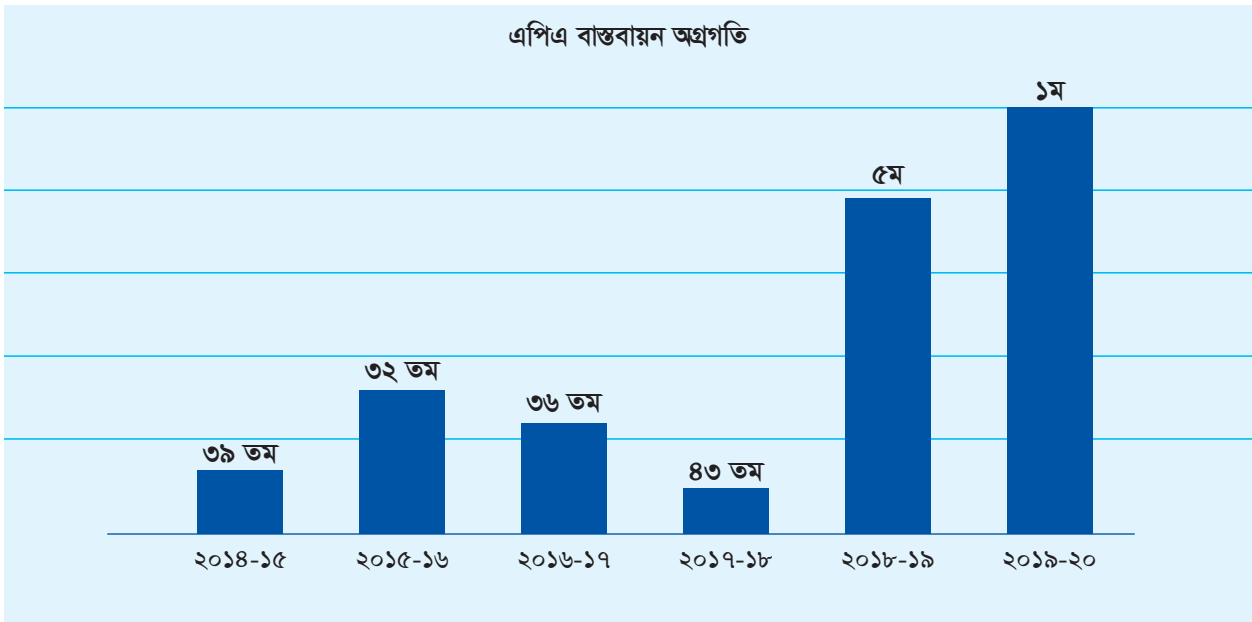
8.8 বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে Annual Performance Agreement (APA) এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্তকরণ:

সরকারি সংস্থাগুলোর কাজে অধিকতর জবাবদিহি ও কার্যকারিতা নিশ্চিত ফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, সংক্ষেপে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা (Annual Performance Agreement (APA)-নামে পরিচিত। এপিএ এর উদ্দেশ্য হলো সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যাবলির পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। এ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এপিএ এর ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মসম্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে (GED প্রতিবেদন, জুন-২০২০)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা (Annual Performance Agreement (APA) পরিশিষ্ট-ঘ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ১ম স্থান অধিকার করেছে (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র পরিশিষ্ট-ঘ তে সংযুক্ত করা হয়েছে)। বিগত ৫ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অর্জন/অবস্থান নিম্নোক্ত গ্রাফ টেবিলে তুলে ধরা হলো।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

অর্থবছর	অর্জিত স্কোর	অবস্থান
২০১৪-১৫	৮১.৮৮	৩৯ তম
২০১৫-১৬	৮৭.৮৩	৩২ তম
২০১৬-১৭	৮৯.৬৩	৩৬ তম
২০১৭-১৮	৮০.৩৮	৪৩ তম
২০১৮-১৯	৯৪.৩৫	৫ম
২০১৯-২০	৯৪.৯৭	১ম



মূলত বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সমন্বয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেছে। এর মধ্যে অন্যতম পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন; মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement (APA))-তে এসডিজির সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলোর প্রতিফলন, নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan-NAP) প্রস্তুতকরণ; প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি চিহ্নিত করে সে বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ; এসডিজির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যাডই) কাঠামো নির্দিষ্টকরণ এবং এসডিজির অর্থায়ন কৌশল গ্রহণ।



চিত্র: ২০১৯-২০ সালে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে চূড়ান্ত মূল্যায়নে ৫১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রথম স্থান অর্জন করে।

৪.৫ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) অর্জনের চার বছর

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) প্রতিশ্রুতি হলো 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০)-তে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে উক্ত পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসডিজির অভীষ্টগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যাতে করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এসডিজি অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

গত চার বছর ধরে দেশে এসডিজির বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে, যে উদ্যোগে পাঁচটি 'পি' অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো- পিপল (জনসমষ্টি), প্রোসপারিটি (সমৃদ্ধি), পিস (শান্তি), পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব) ও প্ল্যানেট (ধরিত্রী)। এই সমগ্র বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন কাঠামোকে নির্দেশ করে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করাতে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে সম্পদ সংগ্রহের ওপর গুরুত্বারোপ, প্রযুক্তি জোরদার করা, সক্ষমতা গড়ে তোলা, বাণিজ্য নির্বিঘ্ন করা ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সংগতি বিধান। পদ্ধতিগত সংগতি বিধানের মধ্যে রয়েছে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন, উপাত্ত ও বহু-অংশীজন অংশীদারিত্ব এবং পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০), অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) ও দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সন্নিবেশ ঘটানো; বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন; সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রয়োগ।

‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ নীতির গুরুত্বারোপ

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে, যা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়। ভিশন-২০৪১ অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০২১ থেকে ২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এছাড়া বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) প্রণয়নের কাজ চলমান, তার উদ্দেশ্য ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ নীতির বাস্তবায়ন এবং সুশ্রম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। যারা পেছনে অবস্থান করছে (সুবিধাবঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় বসবাসকারী), তাদের দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো ছড়া বিদ্যমান বৈষম্য কমানো যাবে না। উন্নয়ন না হলে ওইসব জনগোষ্ঠী ও এলাকা আরও পিছিয়ে পড়বে। এ কারণেই অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে-‘যে সবার পেছনে রয়েছে, তার কাছে সবার আগে পৌঁছাতে হবে।’

আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী/অঞ্চলের কিছু প্রামাণ্য বিষয় ও তাদের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী কিছু অন্তর্নিহিত নৈমিত্তিক অনুঘটকের ভিত্তিতে এসডিজির নিরিখে কতিপয় এজেন্ডা চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল শ্রোতধারায় আনতে প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামো প্রণয়নে চারটি স্তরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো:

- (১) আয় বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা;
- (২) শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে ব্যবধান কমানো;
- (৩) সামাজিক ও জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ; এবং
- (৪) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

এর বাইরেও ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ নীতি বাস্তবায়নে কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) নির্দিষ্ট অধ্যায়ে ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ কৌশলের অংশ হিসেবে সেগুলো সন্নিবেশ করা হবে। এ নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে এবং ট্রান্সকাটিং হিসেবে যেসব উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, সামাজিক ও আয়বৈষম্য কমানো, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যথোপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী/এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ। (এসডিজি অর্জনের চার বছর, GED প্রতিবেদন, জুন-২০২০)

৪.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) ৯ ও ১৭:

এসডিজি নামক বৈশ্বিক কর্মসূচি ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে ২০২০ সালে। কাজেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs): উন্নয়ন অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ” বইটি এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও কর্মোদ্যোগের ঘটতির বিষয়ে হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরবে যা- ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ লিড বিভাগ হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের 9(c) ও 17.8 টার্গেট; কো-লিড বিভাগ হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের 9 (b) এবং এসোসিয়েট বিভাগ হিসেবে 1.3, 1.4, 4.4, 4.7, 5.b, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 9.2, 9.3, 9.5, 17.6, 17.16 and 17.18 নিয়ে কাজ করে।



চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ Kiosk-এর শুভ উদ্বোধন করেন যা এসডিজি টার্গেট ১৬.৬ এর সাথে সম্পৃক্ত।

এসডিজি ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার ক্রমাগতভাবে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.২১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা ছিল ২২.৮৫ শতাংশ। তৈরি পোশাক, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ ও চামড়া খাতের মতো প্রধান শিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে বহুমুখীকরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ১,৬০০-এর অধিক প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে। আর প্রবৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে বড় ও মাঝারি শিল্পগুলো।

দেশের টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের উপাত্ত অনুযায়ী, দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৫.৭৫ কোটি। ২০১৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফলভাবে প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে। দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ টু-জি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ২০২০ সালে এ মাইলফলক অর্জনের লক্ষ্য ছিল, যা ২০১৯ সালের জুনেই অর্জিত হয়েছে। একই সময়ে থ্রি-জি ও ফোর-জি সংযোগের হার ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এ খাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উদ্ভাবন কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে।

Information and Communication Technology Division (ICTD) is the lead ministry to implement Goal 9.C: Significantly increase access to information and communications technology. In order to provide access to information, Information and Communication Technology Division (ICTD) ICT division has taken range of activities as part of 'Digital Bangladesh' initiative such as installing fiber-optic broadband connection up-to union levels, connectivity with government offices, establishing computer-labs in schools. Several projects and programs are being implemented and hi-tech parks, software technology parks, Information and Communication Technology Division (ICTD) ICT training centers and incubation lab has been established. A special project called iDEA (Innovation, Design and Entrepreneur Academy)

is being implemented to incubate the start-ups and promote innovation to develop a sustainable entrepreneur ecosystem. Considering 'Vision: 2021', 'Vision: 2041' and the goals of Sustainable Development Goals (SDGs), the government has updated and formulated 'ICT Policy 2018' where 55 strategic themes and 373 activities in the action plan has been assigned to the relevant ministries. A holistic approach has been adopted where all ministries/divisions and departments including private sector organizations will put their effort to create a society compatible with industrial revolution 4.0 in order to achieve the targets of Vision:2041 to become a prosperous and developed country by 2041.

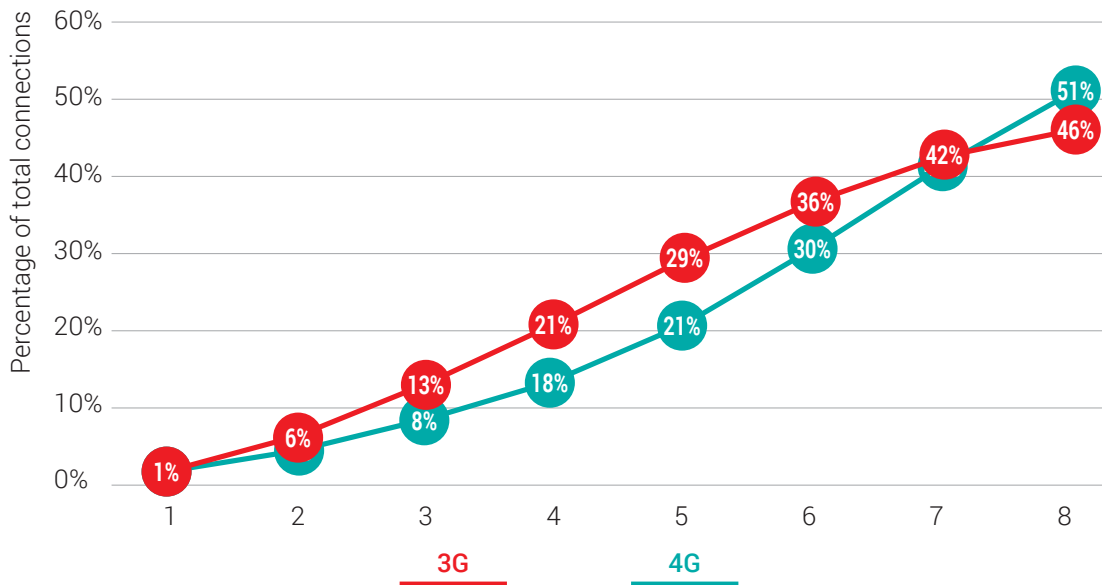
এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

এসডিজি-১৭ অধীনের বেশিরভাগ সূচকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে রয়েছে। জিডিপির অনুপাতে যে মাত্রায় প্রয়োজনীয় সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব প্রাপ্তি তার চেয়ে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং বিচক্ষণ কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন। বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও পরিমিত প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জাতীয় বাজেটের অনুপাতে এ সহায়তার হার কমেছে। তবে এফডিআই ও প্রবাসী আয় প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন।

এসডিজির অর্জন অনেকাংশেই নির্ভর করবে বহিঃউৎসসহ বিভিন্ন উৎস হতে সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর। বহিঃউৎস এখানে অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত সহায়তা একান্ত আবশ্যিক। বিশেষ করে বাণিজ্য ও ব্যক্তি খাতের উন্নয়ন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধাগুলো চিহ্নিত করে তার অপসারণ এবং করফাঁকি ও কর পরিহার রোধকল্পে এ সহায়তা প্রয়োজন। পাশাপাশি স্বচ্ছতা বাড়ানো, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জন, সরবরাহকারী, মধ্যস্থত্বভোগী ও সুবিধাভোগীর বহুমাত্রিক কর্মকুশলতা নিশ্চিত করা এবং নিজেদের অগ্রাধিকার বাছাইয়ে সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজে অর্থায়ন পদ্ধতির খুঁটিনাটি নতুনভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত থেকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতা পরিমাপ করা হয়। বাংলাদেশে এটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে ২০১৫ সালে ৩৪ দশমিক ৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। জনসংখ্যার অনুপাতে খুব দ্রুত এই আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি অবলম্বন করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এটি ছিল ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ ও ২০১৯ সালে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ। এ হিসাবে ২০২০ সালের মাইলফলক অতিক্রম হয়ে গেছে ২০১৬ সালেই। বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ১০০ মিলিয়নে পৌঁছেছে। ২০২০ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০১.৯০৫ মিলিয়ন এবং মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৬৮.৩৬৭ মিলিয়ন (সূত্র: BTRC -November-2020)।

3G and 4G adoption, years after first launch



সূচক ১৭.৮.১: ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুপাত (GED 2020)

৪.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ উন্নয়ন সোপানে এগিয়ে চলেছে। নিম্ন আয়ের সারি থেকে দেশ এখন নিম্ন-মধ্যবিত্তের কাতারে। এই সীমা অতিক্রমও অনতিদূর। এ দেশ এগিয়ে যাবে আরো অনেক দূর। ২০২১ সালে পূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০৪১ সালে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ। এই এগিয়ে চলার পাথেয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা। অর্থাৎ তাঁর দেশ গড়ার সংগ্রাম, রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-যা বাস্তবায়ন করে চলেছেন অন্যতম বিশ্বনেতা মানবতার জননী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশ গড়ার এই অঙ্গীকার ও অগ্রযাত্রা পিতা-কন্যার সম্পর্কে ব্যক্তিগত পরিধি ছাড়িয়ে বাঙালি এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে যুক্ত করেছে এক অনন্য মাত্রা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই এই সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ‘প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ’ বাস্তবায়নের ফল সুদূরপ্রসারী। প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ নিম্নরূপ:

১. একটি বাড়ি একটি খামার
২. আশ্রয়ণ
৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ
৪. শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম
৫. নারীর ক্ষমতায়ন
৬. সবার জন্য বিদ্যুৎ
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ
৮. সামাজিক নিরাপত্তা
৯. বিনিয়োগ বিকাশ
১০. পরিবেশ সুরক্ষা

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান: “শেখ হাসিনার উপহার, ডিজিটাল সরকার”

১২ ডিসেম্বর, ২০০৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করে যে ‘২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ পরিণত হবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- * ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্তরে স্তরে অনুন্নত জীবনধারাকে বদলে বাংলাদেশের সমাজকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করা।
- * দেশের মানুষের জীবনযাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবস্থাপনা, কর্মপদ্ধতি, শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা।
- * ‘ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে জনগণের উন্নত জীবন যাপনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া।
- * রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে এই প্রযুক্তি সহজলভ্য ও সুলভ করা। যাতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ডিজিটাল প্রযুক্তিকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মসূচি:

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচি নেয়া হয়েছে:

- * সরকারের কাজ করার পদ্ধতি ডিজিটাল করা;
- * জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো;
- * ডিজিটাল ভূমিব্যবস্থা ;
- * বিচারব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা;
- * ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা;

- * ডিজিটাল নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- * শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা ;
- * কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর;
- * যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রচলন করা; এবং
- * তথ্যের অবাধ চলাচলের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

অর্জন:

- * ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ৩৮৮টি উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৬১টি জেলা ডিজিটাল সেন্টার, ৩২৫টি পৌর ডিজিটাল সেন্টার ও ৪০৭টি নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল তথ্য সেবাকেই থেকে অনলাইনে ১১৬ ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- * সারাদেশে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে রুরাল ই-কমার্স কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- * ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি।
- * ৪৩ হাজার অফিস ও ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ চালু হয়েছে।
- * জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্য এক জায়গা থেকে খুঁজে পেতে বাংলা ভাষায় জাতীয় ই-তথ্যকোষ চালু হয়েছে।
- * ২৩,৫০০টি মাধ্যমিক, ৫,৫০০টি মাদ্রাসা ও ১৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপিত হয়েছে।
- * প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে প্রাপ্তির জন্য ই-বুক প্র্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে।
- * ওয়েবসাইট ও এস এম এস-এর মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।
- * দেশের সকল ভূমি রেকর্ড (খতিয়ান)-কে ডিজিটাল করার উদ্দেশ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ‘ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডরুম সার্ভিস’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- * ৮০০০ এর ও বেশি সরকারি অফিসে ই-ফাইলিং চালু হয়েছে।
- * ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে।
- * বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস)-এর মাধ্যমে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭,১২৫ কোটি টাকা প্রেরণ করেছে।
- * পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা, উত্তোলন ও ট্রান্সফারসহ নির্দিষ্ট আউটলেট থেকে কেনাকাটা সম্ভব হচ্ছে।
- * ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে একজন নাগরিক বিনামূল্যে এবং সহজে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নিতে পারছেন।
- * বাংলাদেশ রেলওয়ে অনলাইন ও মোবাইল টিকেটিং সেবা চালু করেছে।
- * ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক পরিসেবার বিল পরিশোধ, ই-টিন গ্রহণ ও অনলাইন ট্যাক্স প্রদান সম্ভব হয়েছে।
- * ডিজিটাল মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- * হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর, সহজ এবং সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে অনলাইন হজ্জ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।
- * কৃষি সম্পর্কিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা ও তথ্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- * সকল সেবা ফরম এক ঠিকানায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে ‘ফরমস বাতায়ন’ চালু করা হয়েছে।
- * আইসিটি রপ্তানি ২০১৯ সালে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায় (তথ্যসূত্র: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার এক যুগ)। ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ই-সেবার সাথে পরিচিত করানোর লক্ষ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- * তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- * আইসিটি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় জিডিপি'র ০.৬ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- * ২০১৮ সালের মধ্যে আইসিটি খাত থেকে বৈদেশিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- * ব্রডব্যান্ড কভারেজ ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- * ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর ও নগর পর্যায়ে আরো ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা এবং সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- * প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- * এলজিইউসহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় ১০০% ই-জিপি বাস্তবায়ন করা।
- * ২০১৯-২০ সময়ের মধ্যে ১০০% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৫% জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর)

৪.৮ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চার স্তম্ভ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি)-র সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। এ বাস্তবতায় বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচনা করে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা আধুনিক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সঠিক নীতির সাথে বাস্তবধর্মী কৌশল সমন্বিত করা হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জনকল্যাণে ও টেকসই উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তির যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল দর্শন। এ দর্শন বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেস্টিভিটি নিশ্চিত করা; সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কল্পে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা-এ ৪টি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মকাণ্ড।



৪.৮.১ কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো উন্নয়ন:

সারাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য সমান ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা নিশ্চিতকরণ ডিজিটাল বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম উপাদান। তৃণমূল পর্যায়ে পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সহজলভ্য করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সর্বস্তরের সকলকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান পূর্বক কানেক্টিভিটির আওতাভুক্ত করে ডিভাইড দূরীকরণ এ স্তরের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বায়নের এ যুগে দেশের প্রত্যন্ত বা দুর্গম অঞ্চলের নাগরিকরাও যেন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতি সাধন করতে পারে তা নিশ্চিত করাও এ স্তরের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

- “অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসিকে শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)”: বিসিসির কার্যক্রম আরও জোরদার করতে এবং আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সমন্বিত করার জন্য এই প্রকল্প নেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৫ সাল মেয়াদে বিসিসি ভবনের ৫ম তলা থেকে ১৫তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ’ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সকল কর্তৃপক্ষ, বিভাগ এবং সংস্থা এখানে অবস্থান করছে। ফলে, ১৫-তলা বিসিসি ভবনটি সরকারের সমস্ত আইসিটি কাজের ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ হিসেবে কাজ করছে।
- বিভাগীয় সদরে স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা প্রকল্প: এ প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০৮ পর্যন্ত। সারাদেশে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় রাজধানীর বাইরে যথাক্রমে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল সারা দেশে স্ট্যান্ডার্ড আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের পরে এবং যেহেতু প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান প্রকৃতির তাই বিসিসি’র রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়।
- ১০১৩টি বিদ্যুতবিহীন ইউনিয়নে সৌর-বিদ্যুৎ সহকারে Union Information Service Centre(UISC) স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এ সকল সেন্টারকে Union Digital Center (UDC) নামকরণ করা হয়েছে;
- ১৪৭টি উপজেলা নির্বাহী অফিসে UISC সদৃশ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- ৪১৭৬টি (তথ্যসূত্র: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার এক যুগ) কম্পিউটার ল্যাব এবং ১০০টি স্মার্ট ক্লাস রুম দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে;
- ২৭ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬১০টি ডোমেইনে সর্বমোট ৮৯,৭৯৯টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- যশোরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টারটি (Tier-IV) গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয়;



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম “ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার” গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করেন।

- বাংলা গভর্নেন্ট এবং ইনফো-সরকার ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮,৪৩৪টি সরকারি দপ্তরে (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং
- ইনফো-সরকার ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর সময়কালে সারাদেশে ৮৮৩টি (তথ্যসূত্র: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার এক যুগ) ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, ২৫,০০০ জন সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ট্যাব বিতরণ, বাংলাদেশ সচিবালয় ও আইসিটি টাওয়ারে ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে WiFi নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৪৮৭টি ইউএনও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, ২৫৪টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার এবং ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন ৩য় পর্যায় (ইনফো-সরকার, ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস [কোভিড-১৯] বর্তমান পরিস্থিতি এবং পোস্ট করোনা ভাইরাসের কারণে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা এবং অন্যান্য খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। এই পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি নিশ্চিত করতে তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিককে প্রেরণ করা দরকার। ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পের তৈরি পরিকাঠামো নাগরিককে সমস্ত সরকারি পরিষেবা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ এবং দক্ষতার সাথে সচেতন করার জন্য একটি সুপার হাইওয়ে হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে;
- ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৭৭২টি ইউনিয়ন কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে “কানেক্টেড বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে;
- বিসিসি কর্তৃক স্থাপিত জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) এর কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭,২৯৩টি (তথ্যসূত্র: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার এক যুগ) দপ্তর এবং তৈরিকৃত ১৭,২৯৩টি (তথ্যসূত্র: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার এক যুগ) ফ্রি ওয়াইফাই জোনকে আনা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে ৯০২টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত সরকারি দপ্তর ব্যতীত বাংলাদেশ সচিবালয়ে ৫০৬টি এক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে ফ্রি ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মোট ২২০০টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক সংযোগসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগিতা বিসিসি হতে সফলভাবে প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি’তে ৫জি টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ রাউটার স্থাপন করা হয়েছে;
- বিসিসিতে ১টি Specialized Network Lab এবং ১টি Special Effect Lab স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল ল্যাব নেটওয়ার্কিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল গেইম এবং সাইবার সিকিউরিটি, বিগডেটা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে;
- ই-সেবা উন্নয়ন ও ব্যবহার সহজীকরণে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) এর উন্নয়ন করা হয়েছে
- বিসিসি’তে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর মান নিশ্চিত করা সহজ হবে;
- বিসিসি’তে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশে টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে;
- ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপন এবং সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় Public Wi-Fi zone চালু করা হয়েছে;
- ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি ৫০ মিটার উচ্চতার Self-supported টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ক্ষেত্রে ই-সেবা ও ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- বিজিডি ই-গভ সার্টএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, “Cyber Range” সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার এবং ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) সাইবার সেন্সর প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে;
- South Asia Sub Regional Economic Cooperation Information Highway (SASEC IH) প্রকল্পের Regional Network (RN) এর আওতায় ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দ্বারা সংযোগ প্রদান এবং ডেটা আদান-প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিটিসিএল কর্তৃক শিলিগুড়িতে স্থাপিত NOC এর সাথে সংযোগের জন্য পঞ্চগড় জেলা হতে বাংলাবান্ধার নোম্যানস ল্যান্ড পর্যন্ত ৫৬ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন এবং কোলকাতা হয়ে শিলিগুড়ির Network Operation Center (NOC) এর সাথে সংযোগের জন্য বিটিসিএল চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মগবাজার, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁয়ে Transmission Equipments স্থাপন করা হয়েছে। Village

Network (VN) আওতায় দেশের ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কমিউনিটি ই-সেন্টার বা উপজেলা তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং Research and Training Network (RTN) এর আওতায় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভারত, নেপাল ভূটান ও বাংলাদেশে ৪টি ওয়েব পোর্টাল তৈরি এবং www.sasecrt.n.bcc.net.bd নামে একটি ওয়েব পোর্টাল বিসিসি'তে হোস্ট করা হয়েছে।

- **শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব**

দেশে আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবসহ ৪০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি স্কুলসমূহে ১৫টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহ স্থানীয়ভাবে সাইবার সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আইসিটি ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্থাপিত ল্যাবসমূহের মাধ্যমে এলাকার তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। ২০২০-২০২৩ মেয়াদে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৫০০০ ল্যাব ও প্রতিটি সংসদীয় আসনে একটি করে মোট ৩০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক সুবিধা সমন্বিত “School of Future” প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) শেখানোর লক্ষ্যে ভাষাগুরু সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যা জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার উদ্বোধন করেন।

- **বৈঠক (vc.bcc.gov.bd) প্ল্যাটফর্ম**

কোভিড বা একই ধরনের মহামারীতে সরকারি কার্যক্রম গতিশীল রাখা এবং নিরাপদে মিটিং/আলোচনা সভা পরিচালনার বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BND) টিম প্রস্তুত করেছে বৈঠক (vc.bcc.gov.bd) প্ল্যাটফর্ম।



এটি মূলত একটি ওয়েবভিত্তিক ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন, যা জাতীয় ডেটা সেন্টারের সুরক্ষিত সার্ভারে হোস্ট করা আছে। ফলে মিটিং-এর রেকর্ডিং বা আলোচনা দেশের বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না। অন্যদিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের কারণে লম্বা সময়ের মিটিংও করা যায় স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে। সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এ প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে বিভিন্ন মিটিং/ আলোচনা সভা অনলাইনে করা যায়। স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেও মিটিং-এ অংশগ্রহণ করার সুবিধা রয়েছে এ প্ল্যাটফর্মে। ইতোমধ্যে বিসিসি ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক সীমিত আকারে ব্যবহার করে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এ প্ল্যাটফর্মটি পরিমার্জিত করা হয়েছে, ফলে বৈঠক এখন সরকার/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বড় পরিসরে ব্যবহার করা যাবে।



চিত্র: করোনাকালীন সময়ে ‘বৈঠক’ প্ল্যাটফর্মে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সকল কর্মকর্তাগণকে নিয়ে সভা করেন।

৪.৮.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:

প্রশিক্ষিত, পরিবর্তিত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে সক্ষম, দক্ষ জনসমষ্টি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম মূল ভিত্তি। সে প্রেক্ষিতে এ স্তরের প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান সংযোজন ও প্রয়োগ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে অভিযোজনে সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। বিশেষত: তরুণ প্রজন্মকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে অভিযোজিত করে তোলা এবং সফল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা এ স্তরের অন্যতম অভীষ্ট।

- বিসিসি এবং বিসিসি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প হতে প্রায় ২,২১,০০০ (দুই লক্ষ একুশ হাজার) জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষার্থীর অনুপাত যথাক্রমে ৭২% ও ২৮%;
- বিকেআইআইসিটি এবং ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে জুলাই, ২০০৯ অক্টোবর, ২০২০ এ সময়কালে বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আওতায় মোট ৩৩,০৫০ (তেত্রিশ হাজার পঞ্চাশ) জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরুষ ২৩৪৫০ জন ও মহিলা ৯৬০০ জন;
- বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল প্রকল্পের আওতায় ৭,৮৯০ জন শিক্ষককে মাস্টার ট্রেনার এবং ১,১২,১৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি আওতায় ৩১৬ জন মাস্টার ট্রেনারকে এবং ৩৮৩৭ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে বেসিক আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিজ রিচিং দ্যা আনরিচড ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার প্রকল্পের আওতায় ইউআইএসসি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে ৫,৬৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণে ৩৩,৫৬৪ (তেত্রিশ হাজার পাঁচশ চৌষট্টি) জন আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে ১১,১৩১ (এগার হাজার একশ একত্রিশ) জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ'তে Advanced A Certification for Management Professionals প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফেসবুকের সাথে যৌথভাবে ১৩,০০০ জনকে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইটি/আইটিইএস প্রফেশনালদের জন্য অনলাইন পোর্টাল বিডিস্কিলস (bdskills.gov.bd) চালু করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিগুলোকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করে নির্বাচিত কোম্পানিগুলোর নির্বাহীদের জন্য ব্যবসা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ৩১টি ট্রেনিং সেশন সম্পন্ন করা হয়েছে;



চিত্র: ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: বিসিসি'র রাজস্ব খাতের ৪১ জন কর্মকর্তা ০৩ জন কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৯৫০ জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক মানের আইসিটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন;
- ঢাকা ও সিন্ধাপুরে দেশি আইটি কোম্পানির মোট ৫০ জন সিএক্সও লেভেলের কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ই-গভর্নেন্স ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ৩,০২৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিসিসি'তে স্থাপিত সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টারে এ পর্যন্ত ২৬৭ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পের আওতায় দেশে স্থাপিত গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় বিষয়ে ৭২০ জন কর্মকর্তাকে (IP, DWDM, Power এবং Switch-এর ওপর) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চীন এবং থাইল্যান্ডে ৩৫ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিয়ে এক সপ্তাহব্যাপী এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে;
- গত ৫ জুন ২০২০ তারিখে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি ভার্সুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৭০০ প্রশিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে Emerging Technology (Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Data Analytics, Medical Scribe, Cyber Security, Internet of Things (IOT) etc. ইত্যাদি) এর প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন।



National University of Singapore (NUS) মাধ্যমে Artificial Intelligence (AI) এর উপর প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্ক্রিনশট

- সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বিসিসি'র ৩৯ জন কর্মকর্তা ISTQB Core Foundation ও ISTQB Agile Foundation প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ১৫ জন কর্মকর্তা ISTQB Core Foundation এর সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।
- “ফরমেশন অব দি ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ” প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪৭ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১১৬ কর্মকর্তাকে কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে সেল্টোরাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৫ (পাঁচ)টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্পের অধীনে ১০টি স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের মোট ৬৭৮ জনকে উন্নয়নকৃত মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১২ জন কর্মকর্তা দক্ষিণ কোরিয়াতে “ERP System in South Korea” এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত ২,৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ জনের চাকুরী ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় জাপানিজ ভাষা, জাপানিজ বিজনেস কালচার ও আইটি এর ওপর এ পর্যন্ত ২৬৫ (দুই'শ পঁয়ষট্টি) জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এদের মধ্যে ১৮৫ (এক'শ পঁচাশি) জনের কর্মসংস্থান জাপানে এবং ৭০ (সত্তর) জনের কর্মসংস্থান জাপান-বেইজিং বাংলাদেশি কোম্পানিতে হয়েছে, কর্মসংস্থানের হার ৯৬%।
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫,৬৪৪ জন স্টার্টআপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মার্কেটিং প্রমোশনের আওতায় ১০০টি পাবলিক/ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি এক্সিভেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলা ২০২০: সরকারের ইতিবাচক নীতিমালা ও পদক্ষেপের কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর হাতেও ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে গেছে। আইসিটি বিভাগ এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে প্রণীত জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বেশ কিছু করণীয় সংযোজন করা হয়। ২০১১ সাল হতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনা ফিতে আইসিটি প্রশিক্ষণের সুবিধা চালু করা হয়। পরবর্তীকালে আইসিটিতে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রার্থী এবং চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে ২০১৫ সাল হতে চাকুরী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সারা দেশে সেমিনার, কর্মশালা ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত চাকুরী মেলা হতে ২০১৫ সালে ৩২ জন, ২০১৬ সালে ৬০ জন, ২০১৭ সালে ১১৫ জন, ২০১৮ সালে ১৭৬ জন এবং ২০১৯ সালে ৮৬ জন আইসিটিতে দক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজিটালিটি (সিএসআইডি) এর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের “চাকুরী মেলা ২০২০” গত ১১/০১/২০২০ খ্রিঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলায় ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকুরীর জন্য নিবন্ধন করে। চাকুরী প্রদানকারী ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং নিবন্ধকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ জনকে চাকুরী প্রদান করে।

BACCO, BASIS, BKMEA, FBCCI, CCOAB এবং আইসিটি শিল্পের কিছু চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও সহ মোট ৩৭টি প্রতিষ্ঠান তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও একটি স্টল ছিল সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উদ্ভাবিত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টুলস প্রদর্শন করা হয়।



চিত্র: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের “চাকুরী মেলা ২০২০” উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি।

- আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিপি): বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিপি) সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করে। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে ১৯০টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানার্সআপ এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে পুরস্কৃত করা হয়।



চিত্র: আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (ICPC) ২০১৯ বিজয়ীদের সাথে অতিথিরা।

- জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপি) ২০২০: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপি) ঢাকার মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) আয়োজন করে। এতে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে (আইওআই) অংশগ্রহণকারী তিনটি দলসহ দেশের ৭৮টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০টি দল অংশগ্রহণ করে। ১১টি সমস্যার মধ্যে নয়টির সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিইউ সোয়াম্পফায়ার' দল। আর আটটি সমস্যা সমাধান করে প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্সআপ হয় যথাক্রমে বুয়েটের 'বুয়েট হেলবেন্ট' ও 'সমাহিত'।
- গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ (জিআইটিসি) ২০১৯: গত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখ দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানের পুকইয়ং ইউনিভার্সিটিতে তরুণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০১৯' প্রতিযোগিতায় একটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ প্রথম পুরস্কারসহ দুটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। শ্রবণ, স্বাভাবিক বিকাশ, দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এ চারটি ক্যাটাগরিতে ই-টুল চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়াসহ ২০টি দেশের তিন শতাধিক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২০১১ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ২২ জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সারাদেশ থেকে আগত মোট ১০০ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরির প্রত্যেকটি হতে সেরা ৩ জন করে নিয়ে মোট ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।
- জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮: শিশু-কিশোরদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করতে মার্চ, ২০১৮ থেকে সারাদেশে ১৮০ টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে দেশব্যাপী 'জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮' আয়োজন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ বিসিসি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ করা হয়;
- লেভারজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য লন্ডনে একটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশ থেকে ৬৪টি টিম এর ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে অনলাইনে ২ দিনব্যাপী ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচির অন্যতম জাতীয় আইসিটি ইন্টার্নশিপ। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে জনবলের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম এ পর্যন্ত ১৩ টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৩,১৭২ জনের ইন্টার্নশিপ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
- আইটি ও নন-আইটি গ্রাজুয়েটদের IT Skill Standard নির্ধারণের জন্য IT Engineers Examination (ITEE) চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬২১ জন সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যারা জাপানসহ মোট ৭টি দেশে আইটি সেक्टरে চাকুরী করার সুযোগ পাচ্ছে। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষা মূলত জাপান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইসিটি গ্রাজুয়েট ও পেশাজীবীদের মানদণ্ড নির্ণায়ক একটি পরীক্ষা। বাংলাদেশ জাপানের সহায়তায় অক্টোবর ২০১৩ মাসে

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ITEE পরীক্ষা প্রবর্তন করে। আইসিটি বিভাগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) জাপানের সহায়তায় এ সার্টিফিকেশনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ITEE তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষিত জনবল ও পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপ করার একটি আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন। একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এই সার্টিফিকেশন অর্জন করা যায়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল পরীক্ষার্থীকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, যা জাপানসহ এশিয়ার ১৩টি দেশে স্বীকৃত। এই পরীক্ষার জন্য একজন প্রার্থীকে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়। পাশাপাশি প্রায়োগিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়।



চিত্র: ITEE পরীক্ষার সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

- বাংলাদেশে ১০০ টির বেশি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইসিটি বিষয়ক স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর দশ হাজার এর অধিক আইসিটি গ্রাজুয়েট পাস করে বের হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করার কোনো মানদণ্ড নেই, এমনকি আন্তর্জাতিক মানের কোন স্তরে আছে সেটাও জানা নেই। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন রকম, এমনকি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা গ্রাজুয়েটদের মানের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য করলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। এরকম ভিন্নতা থাকলে আইটি শিল্পে তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্জিত দক্ষতা কিভাবে পরিমাপ করা যাবে? দেশে দেশে এরকম সমস্যা বিরাজমান রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর মাধ্যমে ITEE এর মত সার্টিফিকেশন স্কিম চালু করা হয়, যাতে দেশ ও বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা একই মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায়। ফলে ITEE দেশের ও বহির্বিদেশের আইটি বাজারে পেশাজীবীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শনের খুব কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ITEE পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা জাপানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।
- মোট ৫৭,৬০০ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নাগরিককে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতার মানদণ্ড পরিমাপের পদ্ধতি হিসেবে IT Engineers Examination (ITEE) প্রবর্তন:

- বাংলাদেশে ১০০টির বেশি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইসিটি বিষয়ক স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর দশ হাজার এর অধিক আইসিটি গ্রাজুয়েট পাস করে বের হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করার কোনো মানদণ্ড ছিল না, এমনকি আন্তর্জাতিক মানের কোন স্তরে আছে সেটাও নির্ণয় করা যেত না। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন রকম, এমনকি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করা গ্রাজুয়েটদের মানের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। সকল আইসিটি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একই মানদণ্ডে পরিমাপের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক IT Engineers Examination (ITEE) এর মত সার্টিফিকেশন স্কিম চালু করা হয়, যাতে দেশ ও বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতা একই মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায়।

- ITEE পরীক্ষা তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষিত জনবল ও পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপের একটি আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন, যা জাপান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত। বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৭টি দেশে একই সময়ে একই প্রশ্নপত্রে এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও বছরে দু'বার এ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয় এবং জাপান কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। এই পরীক্ষার জন্য একজন প্রার্থীকে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়, পাশাপাশি প্রায়োগিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল জাপানের সহায়তায় ২০১৩ সনে এ পরীক্ষা প্রবর্তন করে এবং এ সার্টিফিকেশনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অনলাইনে পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন (www.bditec.gov.bd) সম্পন্নপূর্বক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এই সার্টিফিকেশন অর্জন করা যায়।



চিত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে ITEE বিষয়ক ওয়ার্কশপ

- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল পরীক্ষার্থীকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এবং সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ৩ (তিন) জনকে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়াও, প্রতি পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ১ (এক) জনকে জাপান সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ১০ (দশ) দিনের জন্য জাপানের তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও জ্ঞান লাভের সুযোগ দেয়া হয়। এ সার্টিফিকেট দেশ ও বহির্বিদেশের আইটি সেक्टरে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শনের খুব কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ITEE পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা জাপানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করছে।



চিত্র- ITEE পরীক্ষার সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

- ITEE পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশসহ ৭টি দেশে প্রশ্ন প্রণয়নকারী গ্রুপ রয়েছে, যারা জাপানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্ন প্রণয়ন করে জাপানে প্রেরণ করেন। জাপানে প্রশ্নসমূহ পর্যালোচনার জন্য ১০০০+ রি-ভিউয়ার রয়েছে, যারা প্রাপ্ত প্রশ্নসমূহ রিভিউ করাসহ প্রশ্নসমূহ গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করেন। প্রয়োজনে প্রশ্নসমূহের মান উন্নয়নের জন্য তাদের মতামতসহ পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। একটি প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনার জন্য একাধিকবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির প্রণীত প্রশ্নসমূহ ৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল সম্মান। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে প্রশ্ন প্রণয়নকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশি প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের প্রণয়নকৃত ৭৬% প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য হিসেবে মূল্যায়িত হয়ে ১ম স্থান লাভ করে, যেখানে ২য় স্থান অর্জনকারী দেশের গ্রহণযোগ্যতার হার ছিল ৫০%। বাংলাদেশে এই প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৪ (চৌদ্দ) এবং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর আইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম। এছাড়াও কমিটির সদস্য হিসেবে প্রশ্ন প্রণয়নে নিয়োজিত রয়েছেন বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বনামধন্য ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসরবৃন্দ, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কর্মকর্তাবৃন্দ।



চিত্র: কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (১২-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

- ITEE পরীক্ষায় বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইসি সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের ITEE পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, পরীক্ষার প্রস্তুতি ও ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষ প্রশিক্ষক পুল গড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan কর্তৃক ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষককে ITEE বিষয়ক TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাবনা বিসিসি'র কাছে প্রেরণ করেছে। প্রশিক্ষণটি আগামী ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০২১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।
- **উন্নয়নে নারী শীর্ষক প্রোগ্রাম:**
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে Office Applications & Unicode Bangla under WID প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় এ পর্যন্ত ১২৮০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০১১ জন নারী উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
নারীদের উন্নয়নে ওমেন ইনোভেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি নারীবান্ধব প্রকল্পকে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ**
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৬৯১ জন এবং অন্যান্য কার্যক্রমে আরও ৪ হাজার ৮শ ৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছর আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলায় আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত ৩৮৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।
৩৩৩ হেল্পলাইনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব কল সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম:

- ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরি;
 - শারীরিক প্রতিবন্ধীদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্র;
 - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ই-পরিষেবা;
 - বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের ডিভাইস;
 - মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক রিডার।
 - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের প্রথম ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি বাস্তবায়ন করার কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি হিসেবে তৈরি করতে সহযোগিতা করা হবে।
 - দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০৯টি পাঠ্যবইয়ের জন্য ডিজিটাল টকিং বুক চালু রয়েছে;
 - সকল ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে একটি ওয়েব একসেসিবিলিটি টুলকিট তৈরির জন্য চ্যালেঞ্জ ফান্ড দেয়া হয়েছে।
 - সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভুক্তভোগীরা যেন সহজে ভাতা পেতে পারে সেজন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ভিত্তিক একটি পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন বয়স্ক নাগরিককে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
 - দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল “তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যা জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নানামুখী উদ্যোগ

“তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার (NDD) সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিসিসি’র ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি করে মোট ৭টি “আইসিটি রিসোর্স সেন্টার” প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেকটি “আইসিটি রিসোর্স সেন্টার” এর জন্য ২১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩টি ল্যাপটপ, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার টেবিল, চেয়ারসহ অন্যান্য যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ যাবৎ ২৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনা ফিসহ যাতায়াত, আবাসন ভাতা এবং কোর্স উপকরণ সরবরাহ করা হয়।



চিত্র: Seminar on “A roadmap for ensuring the employment of persons with neurodevelopmental disorders” in Digital World Programme, 2020.

- **যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ:**

জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা ৪টি ক্যাটাগরিতে ৪ জনের বাংলাদেশ দল ২০১৬ সাল থেকে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১৯ সালে, বাংলাদেশ দল কোরিয়ার বুশানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এবং এনডিডি এবং বাক ও শ্রবণ ক্যাটাগরিতে ২ জন প্রতিযোগী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, সেমিনার এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

- **নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ**

বিসিসি জাতিসংঘের এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি)-এর সহযোগিতায় Women IT Frontier Initiative (WIFI) নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল থেকে চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৫৩৬ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি অধিদপ্তরের অধীন “প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৫০০ জন নারীকে Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider, ও Women Call Centre Agent -এই তিন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী অনেক প্রশিক্ষার্থী এখন স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং ইতোমধ্যে ৫০১ জন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ৯১৯ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

- **মুক্তপাঠ:**

‘মুক্তপাঠ’ বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে অনলাইনে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

মুক্তপাঠে বর্তমানে ১০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধিত রয়েছে যারা ১৮০টি কোর্সের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান মুক্তপাঠের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনলাইনে কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার সরকারি কর্মকর্তা মুক্তপাঠে কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে প্রায় ১৬ লক্ষ ৫২ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে নিবন্ধিত হয়েছেন এবং ৮ লক্ষ ৭৩ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীকে সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করায় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ১ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী অ্যাপটি ব্যবহার করে মুক্তপাঠে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে iDEA

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “সোনার বাংলা” নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল বিভিন্ন কার্যক্রমকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরই আলোকে ২০১৬ সাল থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)” তার “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য ৮ ও ৯ এ উল্লেখিত বিষয়সমূহকে সামনে রেখে iDEA প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে প্রকল্পটি। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি এর ৮ নং লক্ষ্য তথা “সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন” অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ ও একটি যথাযথ সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা যা বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অপরদিকে, এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ৯নং লক্ষ্য তথা “অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ” অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই আইসিটি নির্ভর শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ও প্রসার এবং এর মাধ্যমে ‘উদ্ভাবন’ ধারণাটিকে বাংলাদেশে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যা তরুণ প্রজন্মকে আরো বেশি উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ সালে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা তৈরির প্ল্যাটফর্ম Startup Bangladesh Accelerator এর শুভ উদ্বোধন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি এর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে iDEA প্রকল্প থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ইতোমধ্যে ১৫৮ টি স্টার্টআপকে অনুদান প্রদান-সহ প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে যা বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে শক্তিশালী



বিগত বছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও তরুণদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনের অনুসন্ধানে প্রকল্প থেকে স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ, ভারতের টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের সাথে “ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস”, দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে “আইডিয়াথন” সহ নানা প্রকার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

“ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস” এর আয়োজনের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে প্রায় ৪ মাস ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সবশেষে, গত ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দুই-দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হ্যাকাথনটি ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি) এর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। “Think. Hack. Solve.” স্লোগানটিকে সামনে রেখে “বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন” ও “টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড (TechM)” এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় এই হ্যাকাথন। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রায় ১৫০ জন উদ্ভাবকের সমন্বয়ে ৫১টি টিম নিয়ে দেশের ১০টি জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে শুরু হয় “ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস”। প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় হ্যাকাথনের প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন। প্রাথমিক বাছাইকৃত ৩৪৯টি টিম থেকে নির্বাচিত ৫১টি দল মূল হ্যাকাথনে অংশ নিয়েছেন যাদের মেন্টরিং করেছেন ৪০ জন মেন্টরের সমন্বয়ে গঠিত একটি দক্ষ টিম। হ্যাকাথনে ১০টি চ্যালেঞ্জের জন্য ১০টি জাজিং বোর্ড গঠন করা হয় যেখানে ৩০ জন অভিজ্ঞ বিচারক এই চূড়ান্ত বিজয়ীদের বাছাই করেন। শনিবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে হ্যাকাথনের সমাপনী অনুষ্ঠানে এই হ্যাকাথন থেকে প্রাপ্ত সেরা ১০টি ইনোভেশনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী দলগুলোর প্রকল্পসমূহের ম্যাচুউরিটির পর “টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড”-এর আওতাভুক্ত মার্কেটিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচারণা করে তাদেরকে গ্রোথ পর্যায়ে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করা হবে।

অপরদিকে, বাংলাদেশের স্টার্টআপদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিকশিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া যৌথ ভাবে আয়োজন করে “আইডিয়াথন (ideaTHON)” কনটেন্ট। গত সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতাটি বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগের আওতায় iDEA প্রকল্পের উদ্যোগে সফলতার সাথে প্রায় ৩ মাস ধরে এই আয়োজনের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ - দ. কোরিয়া যৌথভাবে আয়োজিত এই

ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে তাদের বেশীর ভাগই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টিকে আছে এবং এর মধ্যে ১৫টিরও অধিক স্টার্টআপ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এসকল স্টার্টআপ কোম্পানিতে ইতোমধ্যে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ কর্মসংস্থান উৎপাদনশীল বিষয় তা অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি আরো সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সফল স্টার্টআপগুলো তাদের কোম্পানিগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে সক্ষম হয়েছে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখছে।



আয়োজনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ ঢাকার আগারগাঁও আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিব শতবর্ষে “Let's Start You Up” স্লোগান নিয়ে আয়োজিত “আইডিয়াথন” কনটেস্টের ব্যাপক প্রচারণা ও সারাদেশের ৮টি বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অ্যালামনাই ক্লাব, কমিউনিটি এবং ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে প্রাথমিকভাবে মোট আবেদনের সংখ্যা দাড়ায় ৩১৪৭টি। উদ্যোক্তাদের আবেদন গ্রহণের পর প্রথম স্ক্রিনিংয়ে প্রাপ্ত ৩৮৯টি আবেদনের থেকে ২য় স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ১১৮টি আবেদনকে বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে ১০ জন করে ২টি প্যানেলে মোট ২০ জন অভিজ্ঞ বিচারকের মাধ্যমে টপ ৩০টি টিম ফাইনাল রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত হয়। এর পরে, বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি থেকে ৮ জন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ জন এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৪ জনের সমন্বয়ে গঠিত মোট ১৬ জন সদস্যের একটি অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিচারক দল এই কনটেস্টের চূড়ান্ত নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। বিচারকগণ চূড়ান্ত নির্বাচন শেষে সেরা ৫টি বাংলাদেশি স্টার্টআপকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেন। “আইডিয়াথন (ideaTHON)” কনটেস্টের সহ-আয়োজক হিসেবে রয়েছে কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার (কেপিপি) এবং কোরিয়া ইনভেনশন প্রমোশন অ্যাসোসিয়েশন (কাইপা)। এছাড়া, বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মিনিমিস্ট্রি অফ জাস্টিস ও গ্লোবাল স্টার্টআপ ইমিগ্রেশন সেন্টার এই আয়োজনের পার্টনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



শুধু হ্যাকাথন বা আইডিয়াথনই নয়, iDEA প্রকল্প থেকে প্রযুক্তি বিষয়ক ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৬৫৫ জন তরুণকে ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বুটক্যাম্প এর মাধ্যমে স্টার্টআপ এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণা হতে উৎসরিত টেকনোলজিগুলো যথা ব্লকচেইন,

বিগডেটা, মেশিন লার্নিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আইসিটি নির্ভর টেকসই সমাধান প্রদানে শিক্ষার্থীগণকে সমৃদ্ধ করতে প্রকল্প হতে এ সকল বিষয়ে ইতোমধ্যে বিষয়ভিত্তিক বেশ কিছু প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে, যা তাদেরকে এ প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে যেকোনও সমস্যার আইসিটি নির্ভর সমাধান প্রদানে আরও বেশি দক্ষ করেছে।

সারাবিশ্বে হঠাৎ করেই কোভিড-১৯ এর প্রভাবে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের ফলে সারাদেশ যখন একটি কঠিন সময় পার করছে তখন স্বাস্থ্যের জন্য “হেলথ ফর ন্যাশন”, শিক্ষার জন্য “এডুকেশন ফর ন্যাশন” এবং খাদ্যের জন্য “ফুড ফর ন্যাশন” তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে দেশের অসংখ্য উদ্যোক্তাকে। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প “ফুড ফর ন্যাশন” এর আওতায় কোরবানির পশু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করে।

উদ্যোক্তাগণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করার পর প্রকল্প হতে ইকোসিস্টেমের অংশীজনের সাথে বিভিন্নভাবে কোলাবরেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গ্লোবাল কানেক্টিভিটি তৈরির মাধ্যমে স্টার্টআপদেরকে উন্নত বিশ্বের স্টার্টআপ বান্ধব ইকোসিস্টেম হতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পূর্ণতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যেমন ‘স্টার্টআপ চট্টগ্রাম’, ‘স্টার্টআপ সিলেট’, ‘স্টার্টআপ কুমিল্লা’, ‘স্টার্টআপ রাজশাহী’, ‘স্টার্টআপ ময়মনসিংহ’ গঠন করা হয়েছে। এছাড়া দেশি-বিদেশি সফল উদ্যোক্তাগণের সফলতার কাহিনী বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থী ও তরুণদের নিকট তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের বিভাগীয়/জেলা শহরে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল সেমিনারে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সফল উদ্যোক্তাগণের কাহিনী শিক্ষার্থীদেরকে আরো বেশি উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করেছে যা উদ্ভাবনী ধারণাকে ব্যাপকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পৌছাতে সাহায্য করছে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন: ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ESAB), সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (CRI)-বাংলাদেশ, টেক মাহিন্দ্রা

লিমিটেড-ভারত, বাংলাদেশ ব্যাংক, Korea Productivity Center-দক্ষিণ কোরিয়া, National Institute of Posts, Telecoms and ICT (NIPTICT) - কম্বোডিয়া, ই-জেনারেশন লিমিটেড - বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, কোডারস ট্রাস্ট বাংলাদেশ, নিজে বলার মত একটি গল্প-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (BIID) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যার আওতায় সারাবছর যৌথভাবে এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসকল কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয় যা শিক্ষার্থীগণকে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে।

ফ্রিল্যান্সারদের সরকারিভাবে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে গত ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প এবং ফ্রিল্যান্সারস লিমিটেড-এর মাঝে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে

ফ্রিল্যান্সারস লিমিটেড তাদের নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশের অনলাইন ফ্রিল্যান্সারদের নিবন্ধন করে তাদের একটি ভার্সিয়াল পরিচিত কার্ড বা ফ্রিল্যান্সিং আইডি কার্ড প্রদান করবে এবং এই রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তাদের ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে হোস্ট করবে। www.freelancers.gov.bd ডোমেইনটি উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের অধীন পরিচালিত হবে। এই পরিচিত কার্ড বা ফ্রিল্যান্সিং আইডি কার্ড কর্মসংস্থান, উপার্জন বা দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এ কার্ডে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ব্যাংকিং বা ভিসার আবেদন, বাসা বা অফিস ভাড়া এমনকি বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তির মতো বিষয়গুলো সহজ করে দেবে। গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ সন্ধ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রিল্যান্সার আইডি উদ্বোধন করেন। তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্সিয়ালি যোগ দেন। iDEA প্রকল্পের সহযোগিতায় এই উদ্যোগটির মাধ্যমে দেশের প্রায় সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার পরিচয়পত্র গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিনিময়যোগ্যতা, কম খরচ, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর অধীনে “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)” এর মাধ্যমে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’ এর কর্মপরিকল্পনার আলোকে সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল পেমেন্ট চালু করতে হলে ইন্টার-অপারেবিলিটি, ট্রানজেকশন ভেলিডেশন, সিমলেস ফান্ড রাউটিং ও সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে আইডিটিপি বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরি। এটি মূলত একটি প্ল্যাটফর্ম সার্ভিস যার Application Programming Interface (API) ব্যবহার করবে Fintech প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং যার মাধ্যমে অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, ই-কমার্স, এম-কমার্স, বিল পেমেন্টসহ বিভিন্ন পেমেন্ট করা যাবে। “আইডিটিপি” বাস্তবায়িত হলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে যা ক্যাশলেস সোসাইটি গঠনে সহায়ক, সর্বোপরি অর্থ জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ রোধেও সহায়ক হবে। ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে “আইডিটিপি” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী জুন ২০২১ এর মধ্যে “আইডিটিপি” বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইডিটিপি বিভিন্ন পেমেন্ট সার্ভিস অংশগ্রহণকারীদের যেমন- গ্রাহক, মার্চেন্ট, অর্থ



প্রদান ও গ্রহণকারী, পেমেন্ট প্রসেসর, ই-ওয়ালেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের একটি সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বমানের উন্নত ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রকল্প কার্যালয়ে একটি ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবে Digital Oscilloscope (6 GHZ Four Channel), Function Generator (Frequency: 6 GHZ), PCB CNC Milling machine, ROBOT Station with Artificial Vision System, IOT & Communication Trainer এবং Digital Trainer সহ স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী অন্যান্য হাই ক্যাপাসিটি এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল টেস্টিং যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই টেস্টিং ল্যাব। তরুণ উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে টেস্টিং এবং গবেষণার সুবিধা এই ল্যাবে গ্রহণ করতে পারবে।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্রকল্প তথ্যপ্রযুক্তিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন “এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও)” আইসিটি এডুকেশন ক্যাটাগরিতে গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ মালয়েশিয়ায় ২০১৯ ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-এ আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। এছাড়া, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ হিসেবে উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০ এ আন্তর্জাতিক সম্মাননা পায় ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)’ প্রকল্প। সবশেষে বলা যায়, ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নসহ দেশকে ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বের সদস্য করার লক্ষ্যে তরুণদের উদ্ভাবনী সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তকরণসহ দেশীয় উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাদের জন্য একটি সুগঠিত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠন করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে iDEA প্রকল্প।

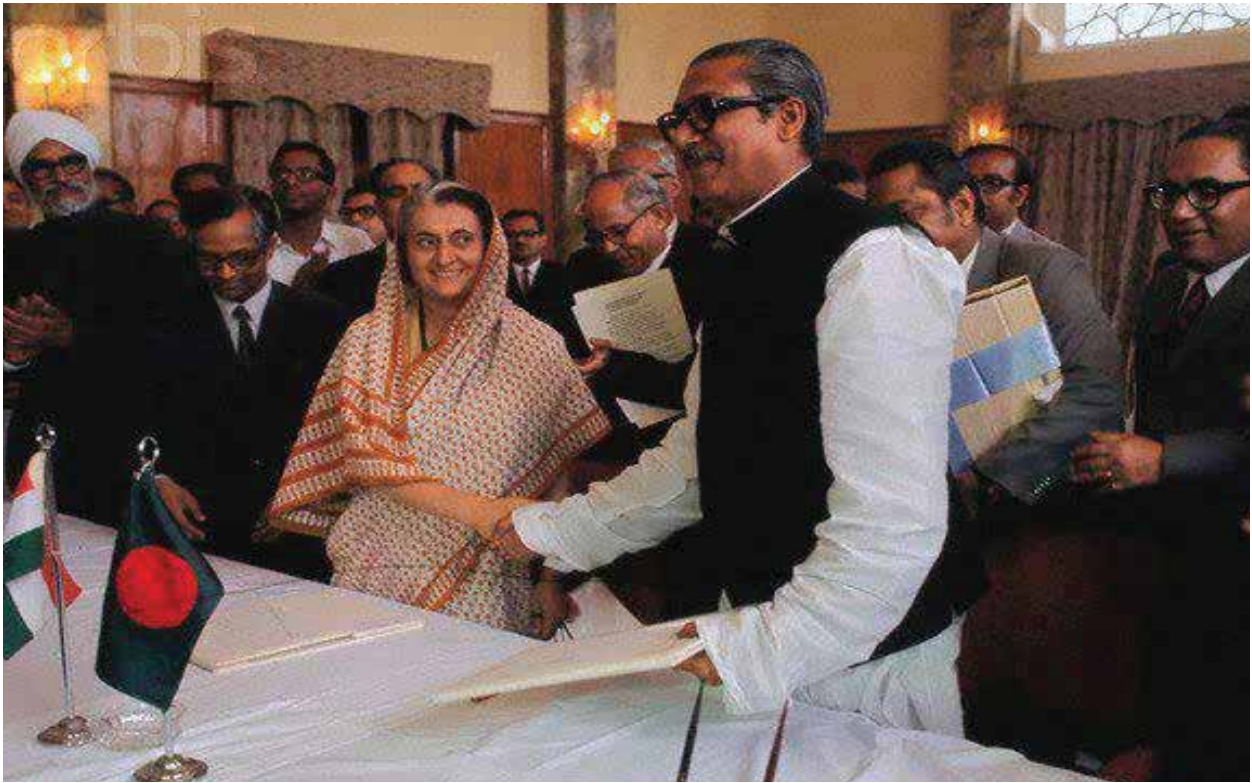


● সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন” শীর্ষক কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইসিটি ইকো-সিস্টেমে সরাসরি সম্পৃক্তকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ/ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি ও বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক “সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন “(ICT Training and Infrastructure Program in Recently abolished Enclaves)” শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন।

ছিটমহল দ্বারা এমন অঞ্চল বা ভূখণ্ডকে বোঝায় যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অন্য রাষ্ট্রের এ ধরনের ছিটমহল রয়েছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেখা যায় এদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে।

উদ্ভূত সমস্যা নিরসন কল্পে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের মে মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ছিটমহল বিনিময়ে মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল বিনিময় হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ০১ আগস্ট রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় একে অন্যের অভ্যন্তরে থাকা নিজেদের ছিটমহলগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করে। ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি এবং নীলফামারীতে ৪টি ছিটমহল বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক আওতাভুক্ত হয়েছে। এসকল এলাকার জনগোষ্ঠী প্রায় সাত দশক ধরে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সফল করতে বাংলাদেশ সরকার এর সকল প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় এ সকল পিছিয়ে পড়া নাগরিকদেরকে সম্পৃক্ত করতে “সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন” শীর্ষক কর্মসূচির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি সকল সেবা এইসব ভাগ্য বিড়ম্বিত এলাকায় নিশ্চিত করতে হলে আইসিটি সেবা বিস্তারের বিকল্প নেই।



চিত্র: সীমান্ত সমস্যার সমাধানে ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর (১৬ মে, ১৯৭৪ খ্রি.)।

ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে আইসিটি শিক্ষা এবং শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা জরুরি ছিল বিধায় সংশ্লিষ্ট স্থানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ছিটমহলভুক্ত এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা প্রদান ইত্যাদির নিমিত্ত সুবিধাজনক স্থানে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক এই অঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ছিটমহল বিনিময়ে মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল বিনিময় (০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি.)।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার।
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান।
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ।
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার জনগণের মাঝে সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

কর্মসূচির কার্যক্রম:

- আইসিটিতে অনভিজ্ঞ এবং আগ্রহী ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান
- আইসিটিতে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে IT Support Technician বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার ০৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ০২টি সুবিধাজনক Digital Service Employment & Training Center (D-SET) স্থাপন

কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ০৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রদান করা হয়েছে এবং ১২ দিনব্যাপী সুবিধাবঞ্চিত ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে বেসিক (“Basic ICT Literacy”) এবং ৭৮ দিনব্যাপী ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে (“IT Support Technician (NTVQF- Level- 1)”) আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচির আওতায় ছিটমহলভুক্ত এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাইবার ক্যাফে/ফ্রিল্যান্সিং সেন্টার তৈরি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান ইত্যাদির নিমিত্ত পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ০২টি অত্যাধুনিক আইসিটি যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ “Digital Service Employment & Training Center (D-SET)” স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতাহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-আমার গ্রাম আমার শহর, তরুণের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামুখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে স্থাপিতব্য D-SET সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।



Digital Service Employment & Training Center (D-SET)

D-SET সেন্টারের উল্লেখযোগ্য সরকারি সেবাসমূহ হলো: জমির পর্চা, জীবন বীমা, পল্লী বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, সরকারি ফরম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, অনলাইন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ভিজিএফ-ভিজিডি তালিকা, নাগরিক সনদ, নাগরিক আবেদন, কৃষি তথ্য, স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রভৃতি। বেসরকারি সেবাসমূহ হলো: এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ইমেইল, চাকুরির তথ্য, কম্পোজ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ইংরেজি শিক্ষা, ভিসা আবেদন ও ট্র্যাকিং, ভিডিওতে কনফারেন্সিং, প্রিন্টিং, স্ক্যানিং, ফটোকপি, লেমিনেটিং প্রভৃতি। এছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাইবার ক্যাফে/ফ্রিল্যান্সিং করা D-SET এর মূল লক্ষ্য, যাতে এই সব প্রতিষ্ঠান ২০২১ সালের মধ্যে একটি তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এই সব কেন্দ্র সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.৮.৩ ই-গভর্নেন্স:

ডিজিটাল বাংলাদেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা। সরকারের সর্বস্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করা এ স্তম্ভের প্রধান অভীষ্ট। এ অভীষ্ট পূরণে ই-সেবা ও ই-প্রশাসন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সকল সরকারি সেবা সহজে প্রদানপূর্বক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য।

- তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় মান উন্নয়ন যেমন BDS 1520:2011 & upgraded to BDS 1520:2018 (Bangla Coded Character Set), BDS 1738:2004 & upgraded to BDS 1738:2018 (Computer Bangla Keyboard), BDS 1934:2018 (Bangladesh Standard Codes for Information Interchange), BDS 1834:2011 (Mobile Phone Bangla Keypad), Bangla Sign Language (evsjv Bkviv fvlv), Bangla IPA (International Phonetic Alphabet) প্রণয়ন করা হয়েছে, এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ব্যবহার সমৃদ্ধ হবে এবং দেশের প্রান্তিক জনগণও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA): ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও কোভিড ১৯ ট্র্যাকার: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম, ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, কৃষকের অ্যাপ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ই-পেনশন সার্ভিস, জনশক্তি রপ্তানিবিষয়ক মোবাইল অ্যাপস ও প্রজেক্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের ভোগান্তি কমিয়ে সেবা প্রদান করা সহজতর হয়েছে। ই-রিভ্রুটমেন্ট সিস্টেমে এবং বিসিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেটে Blockchain Integration এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- BGD e-GOV CIRT: বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০টি ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা ও ২৬১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৩,৬৬৮টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। সার্ট ওয়েবসাইটে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১২,১৩টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে ১৮১টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫টি আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পাদন এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। আইটি পলিসি এবং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ইউনিট কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং সাইবার ক্রাইম বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস পাবে।



২৬ জুলাই ২০১৮ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন: ডিজিটাল বাংলাদেশ: ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৯টি পৌরসভা ও ১টি সিটি কর্পোরেশনে “ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট” নামে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ কর্তৃক গত ২০/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৫টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।



চিত্র: Launching of 'Digital Municipality Services System (DMSS)' in 01 City Corporation & 09 Municipalities by Hon'ble ICT Affairs Adviser to the Hon'ble Prime Minister on 20 October 2019 where Hon'ble Minister for LGRD, Hon'ble State Minister for ICT, H.E. Ambassador of the Republic Korea, Senior Secretary of ICT Division & Project Director were present.



চিত্র: Launching of 'e-Government Master Plan for Digital Bangladesh' Report by Hon'ble ICT Affairs Adviser to the Hon'ble Prime Minister on 20 October 2019 where Hon'ble Minister for LGRD, Hon'ble State Minister for ICT, H.E. Ambassador of the Republic Korea & Senior Secretary of ICT Division were present.

- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি সফটওয়্যার উন্নয়ন: সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট ভিত্তিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে “বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি” এর জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯টি মডিউলের মধ্যে ৪টি মডিউলের উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩টি মডিউল (Meeting Management, Inventory এবং Procurement) প্রকল্পের ১০টি স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার: সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত বিসিসি’তে Software Quality Testing and Certification সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেন্টার হতে এ পর্যন্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৬৩টি সফটওয়্যার এবং ১৩টি আইটি ডিভাইস (হার্ডওয়্যার) টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণে সফটওয়্যার টুলস/অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন: বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান ভাষা ও আন্তর্জাতিক পরিসরে অভিযোজিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাকে বিভিন্ন মাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা। এর প্রধান কম্পোনেন্টগুলো হলো: বাংলা করপাস উন্নয়ন, বাংলা থেকে পৃথিবীর প্রধান দশটি ভাষায় অটোমেটিক যান্ত্রিক অনুবাদক উন্নয়ন, বাংলা OCR উন্নয়ন (টাইপ করা ও হাতের লেখা অটোমেটিক শনাক্তকরণ ও কম্পোজ), কথা থেকে লেখা এবং লেখা থেকে কথায় রূপান্তর সফটওয়্যার, বাংলা বানান ও ব্যাকরণ সংশোধক উন্নয়ন, প্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার উন্নয়ন, বাংলা অনুভূতি বিশেষণের সফটওয়্যার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষার জন্য কিবোর্ড উন্নয়ন প্রভৃতি। প্রকল্পের আওতাধীন ১৬টির মধ্যে ১১টি কম্পোনেন্টের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যেই পাঁচটি কম্পোনেন্টের ডেমো ভার্সন সকলের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- ডিজিটাল সিলেট সিটি: বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত “ভিশন ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সিলেট জেলায় বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের Health Service Management System উন্নয়ন করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেট জেলার বেশ কিছু নাগরিক পরিষেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- সাইবার নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিরাপদ ইমেইল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করে জাতীয় ডেটা সেন্টারে স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৯,৭৯৯ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরাপদ ই-মেইল বিতরণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ই-গভর্নমেন্ট র্যাংকিং এবং বাংলাদেশ
বাংলাদেশ এই র্যাংকিং-এর সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত। ধারাবাহিক র্যাংকিং কার্যক্রমে একবার পিছিয়ে গেলেও বাংলাদেশের অবস্থান সব সময় ছিল অগ্রসরমান। সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল ২০১৬ সালে করা র্যাংকিং-এ যখন বাংলাদেশ ২৪ ধাপ এগিয়ে ১৪৮ অবস্থান হতে ১২৪-এ পৌঁছায়। মূলত আইসিটি টুলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন সেবা তৈরি এবং মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা সূচকে বাংলাদেশের মূল অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ই-গভর্নমেন্টে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য ইউএন ই-গভর্নমেন্ট র্যাংকিং (UN e-Government Ranking)-এ বাংলাদেশ ২০১৯ সালের জরিপে ১৯০টি দেশের মধ্যে ১১৯তম অবস্থান অর্জন করেছে। ২০১২ সালে ১৫০তম অবস্থান থেকে ২০১৮ সালের জরিপে বাংলাদেশ এই অগ্রগতি অর্জন করে। মূলত তিনটি কম্পোনেন্টের মধ্যে অনলাইন সার্ভিস ইনডেক্স (Online Service Index)-এ বাংলাদেশ ০.৫১ পয়েন্ট অর্জন করে এস্তোনিয়া, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের সাথে সহ-অবস্থানে রয়েছে।

৪.৮.৪ আইসিটি শিল্পের বিকাশ বা ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি শিল্পের বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নতি সাধন; প্রয়োজনীয় সেবা, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি শিল্পকে বিকশিত করা এবং আইসিটি শিল্পকে রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত করা ও এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এ স্তম্ভের প্রধান অভীষ্ট। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষসাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবা সমূহ প্রাপ্তি সহজীকরণ ও প্রশাসনের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সরকারের

ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র মুক্ত সমাজ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের সোপান থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এভাবেই বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নতুন মাইলফলক অতিক্রম করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক রূপান্তর (Digital Transformation)-এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ঘোষিত সময়ের পূর্বেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে মর্মে আশা করা যায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত প্রায় দুই দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন-এ চার স্তরের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর মধ্যে অধিকাংশেরই বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব অগ্রগতি ও সাফল্য গাঁথা এখানে তুলে ধরা হলো:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, রংপুর ও খুলনাতে মোট ৯টি চাকরি মেলায় ৫৬,০০০-এর অধিক চাকরি প্রার্থীর মধ্য থেকে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিসমূহ কর্তৃক মোট ৬৫৭ (ছয়'শ সাতান্ন) জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- এলআইসিটি প্রকল্পের তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পে তরুণ-তরুণীদেরকে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৬৪টি জেলায় 'আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ৭১টি ইভেন্টে ৮৩,২৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী (ছাত্র-৮১%, ছাত্রী-১৯%) অনলাইনে নিবন্ধন করে।
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেকশন কমিটি কর্তৃক ১২৬টি স্টার্টআপকে বাছাই করা হয়েছে এবং ৫,১৩,৫০,০০০ (পাঁচ কোটি তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড -১৯) এর প্রেক্ষিতে আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে বর্তমানে পুরোদমে খাদ্য ও কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে সকলের নিকট স্বাস্থ্যসেবা সহজে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "হেলথ ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং "এডুকেশন ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় নিয়মিতভাবে অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে।;
- দেশে বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি হেল্পডেস্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে BHTPA ও BIDA এর সাথে এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক ম্যাচমেকিং সংস্থা Acclerence কে বাংলাদেশের ৫টি কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে দ্রুত আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;
- আইটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আউটরিচ কর্মসূচি (Strategic CEO Outreach Program) গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় দেশি ও বিদেশি কোম্পানিসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, দেশি কোম্পানিগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আনয়নের লক্ষ্যে বোস্টন কন্সাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) কাজ করে যাচ্ছে।
- "বাংলাদেশ ই-গভর্নেন্স" প্রকল্পের অধীনে মোট ৯টি মডিউল উন্নয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধান নোমিনেটেড পরামর্শক বুয়েট এর কারিগরি দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় আইটি প্রতিষ্ঠান Synesis IT Ltd. Ges BDECOM Ltd. (JV) প্রকল্পের সকল মডিউলের উন্নয়ন করছে;
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণে সফটওয়্যার টুলস/অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ যুক্ত রয়েছেন।
- সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরকারি সেবায় উদ্ভাবনে উৎকর্ষ সাধন:
দক্ষিণের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আন্তালিয়ায় সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
সাউথ-সাউথ এন্ড ট্রায়ংগুলার কো-অপারেশন নেটওয়ার্ক গঠনের আওতায় পাঁচটি বেস্ট প্র্যাকটিস চিহ্নিত করা হয়েছে। বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, অ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি এবং এসডিজি ট্রাকার।

জাতিসংঘের ‘ইউএনওএসএসসি’-এর নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম সাউথ-সাউথ গ্যালাক্সিতে সরকারি সেবা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য এটুআই-এর (SSN4PSI) প্ল্যাটফর্মটি ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের পার্টনার অব দি মাস হিসেবে মনোনীত হয়েছে, যা সেখানে মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয়েছে।

SSN4PSI দক্ষিণ-দক্ষিণ গ্যালাক্সিতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক সেবা অনুশীলন/সমাধান শেয়ার করেছে। সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের আওতায় এটুআই প্রোথাম বর্তমানে মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, ফিজি, সোমালিয়া, ফিলিপিনস, প্যারাগুয়ে সহ বেশকিছু দেশকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

এই উদ্যোগের আওতায় ২১৭টি ম্যাচমেকিং সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৪০টি সদস্য দেশ এই নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় ১৫টি নলেজ প্রোডাক্ট আদান প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ সাফল্য উদযাপন:

- মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.muji100.gov.bd তৈরি করা হয়েছে;

DIGITAL WORLD

“Digital World” is a brand event of the Government of Bangladesh and is organized in Public-Private Partnership. It is one of the largest ICT expositions and knowledge sharing platforms in South Asia. It provides a platform for sharing the best practices in ICT adoption, achievements and experiences, networking among IT & ITES industry leaders, experts, policy makers, government officials, entrepreneurs and academicians. In addition, Digital World helps to flaunt many potentials of digital technologies as policy makers, national and international organizations, academic institutions, startups, IT entrepreneurs and young people participate in this event. The event facilitates communication and cooperation between foreign and local investors, venture capitals, icons from the IT world and the futurists.

In 2011, the Government of Bangladesh organized this event as ‘e-Asia 2011’ to celebrate the successes of the country’s journey towards ‘Digital Bangladesh’ which started in 2009 with the aim to build a knowledge-based nation by 2021 using ICTs as the key ingredient. The huge success of e-Asia 2011 inspired all the relevant parties to continue with such event. Accordingly, the event was organized again in 2012 with the new title ‘Digital World’ which became a brand for the ICT Division, the main organizer. Since then Digital World was held in 2014, 2015, 2016 and 2017. Digital World 2020 was the 7th edition of the mega event.

ORGANIZERS AND PARTNERS

ICT Division of the Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology is the main organizer of Digital World. The executing agency of the event is Bangladesh Computer Council (BCC) and the Co-organizer is Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS). The event is supported by a host of partner organizations drawn mainly from among the trade bodies of ICT Industry, such as Bangladesh Computer Samity (BCS), Bangladesh Association of Call Centers and Outsourcing (BACCO), e-Commerce Association of Bangladesh (e-CAB), Bangladesh Women in IT (BWIT), Women and e-Commerce (WE) and so on.

DIGITAL WORLD 2020

Digital World 2020 was held on 9-11 December 2020 with the theme ‘Socially Distanced – Digitally Connected’. The theme had been chosen to highlight the impact of Covid-19 and the resilience and determination of people to combat the threat of the pandemic.

The event was featured with Opening ceremony, Closing & Award Ceremony, Software Showcasing, Freelancer Conference, e-Governance Expo, Ministerial Conference, e-Commerce Expo, musical concert, seminars and many more. Because of the prevailing Covid-19 pandemic, the event was organized in a combination of physical and virtual modes. The physical mode of the event was held at National Achieves, Dhaka. These programs included the opening ceremony, the award & closing ceremony and a few other conferences. The exhibition, concert and most of the seminars were held virtually.

The event showcased ICT products and services and provided a platform to share achievements and experiences, established network among industry leaders, experts, policy makers, government officials, entrepreneurs and global ICT think tanks resulting in enrichment of our Knowledge and guiding toward achieving Vision 2021: Digital Bangladesh. In Digital World 2020, there were 72+ international speakers, 45+ thematic sessions and over 4 hundred thousand attendees in four days.

The composition of the Digital World 2020 was as follows:

Major Attractions	Notable features
<ul style="list-style-type: none"> • E-Governance Expo • Software Showcasing • Mobile Innovation Expo • E-Commerce Expo • Mujib Corner • Made in Bangladesh Expo • Ministerial conference • Startup Showcasing • Concert 	<ul style="list-style-type: none"> • 190+ stalls and pavilions for IT Exposition • 50+ Government institutions showcasing e-services & products • Showcasing capacity of ICT industry of Bangladesh • 27+ seminars, conference & policy dialogue • Freelancer conference • Musical Concert • ICT Career Camp • ICT Award

E-Governance Expo: This expo was to exhibit services and products of the government institutions. Visitors came to know about the services available online and experienced how the services could be reached.

Software Showcasing: Domestic IT industry exhibited their products and services and demonstrated the capacity to innovate creative, challenging and mission-critical solutions. In addition to this, creative minds interacted by exchanging views with visitors. These interactions lead to efforts to initiate enabling policy frameworks and future plans that ensure design, application and use of ICTs to advance our society, economy, and business.

Mobile Innovation Expo: There was an increasing trend of using mobile platform for offering online services. Accordingly, mobile technology based innovations are brought in this expo for public viewing. Now-a-days innovations in mobile fields are coming up in the areas of applications, gaming, home automation, e-learning, and in many other areas. This expo was a great place for the visitors to explore which new areas had been covered by the mobile solution providers.

E-Commerce Expo: Internet-based economic activities are in the rise and new business models and structures are the new business reality. Now, from government to multinational to one-person start-ups, e-commerce is considered as a key business modality of the future. Not only for buying

and selling, this will promote various international and local companies to make profit through innovative online services. In e-commerce expo, domestic and international companies engaged in e-commerce showcased their innovations and offered their services and products.

Ministerial Conference: Ministerial Conference is one of the major components of the Digital World. In every edition of this event, discussion is centered on a theme that reflects the issues and trend of the tech-world. The idea was to draw attention of the world and to foster collaboration among nations to address the issues. The ministerial conference was introduced in the Digital World 2015 with 'Digital Economy' as the theme. Ministers in charge of ICT affairs of five countries participated. In 2016, the theme was 'Digital Transformation'. Ministers from seven countries, namely Bhutan, Maldives, Nepal, Saudi Arabia, Suriname, Uganda and Vietnam participated. In 2017, ministerial conference was held with the theme 'Fourth Industrial Revolution'. Ministers from five countries, namely, Bhutan, Cambodia, Congo, Maldives and Philippines participated. The theme for Digital World 2020 was 'Embracing Digital Technologies in the New Normal'. Ministers from Three countries, namely, Afghanistan, Maldives, Oman and WITSA Secretary General participated. The conference was aimed to:

- Promote cooperation among countries in embracing digital technologies in the New Normal;
- Enhance understanding among countries to combat regional and international challenges posed by Covid-19;
- Foster digital cooperation among countries for resolving cross-border and inter-State issues;

Startup Showcasing: In recent times, a promising trend has been observed in tech-entrepreneurship among the young entrepreneurs. With a view to nurture these start-ups, Government is taking measures to develop a start-up eco-system with enabling policies and other support mechanism. As a result, start-up initiatives are in the rise. Start-up Zone in Digital World 2020 provided a platform for startups to showcase their ideas and prototypes to connect them to potential investors and industry leaders. Moreover, the start-ups got opportunity to meet the stakeholders and found the ways to grow.

Mujib Corner: Mujib Year (Bengali: মুজিববর্ষ) is the year declared to celebrate on the occasion of the centennial birth anniversary of the founding leader of the country, Sheikh Mujibur Rahman. The Government of Bangladesh has declared the year 2020-21 as the Mujib Year. In this Digital World-2020 the Mujib Corner is arranged where portrait of the Bangabandhu along with the books and different publications on Father of the Nation and our Liberation War remains on display.

Concert: Concerts are the entertainment window of Digital World. The majority of the visitors of this ICT expo are the youth population of the country. To keep their interest and enthusiasm high, the musical concerts by popular bands of the country play a key role. This time, the concerts were planned on virtual platform which offered an excellent opportunity for the visitors to experience the current trend of music and the state-of-the-art technology to host such events.



চিত্র: Opening Ceremony of Digital World 2020



চিত্র: Ministerial Conference in Digital World 2020.



চিত্র: Opening Ceremony of Digital World 2020

- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস:

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা দেন। ১২ ডিসেম্বর দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য এবং জাতিকে এ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বিধায় এ দিবসের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ ডিসেম্বরকে জাতীয় ক্যাটাগরিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।



চিত্র: তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯

কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ভার্সুয়ালি ও ফিজিক্যালি “যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত” -নির্ধারিত এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৪র্থ বারের মত “ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০” উদযাপিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও আধুনিক চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়নের ১২ বছর পূর্ণ হয়েছে।

চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন।

আইসিটি বিভাগের অধীন বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও এটুআই প্রোগ্রাম বিগত ১২ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রণয়ন করেছে আইন, নীতিমালা, বিধিমালা ও স্ট্র্যাটেজি। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে- ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ভিজুয়াল কালার ভার্সন ও বিশ্বসেরা এই ভাষণের ২৬টি নির্বাচিত বাক্য দেশের ২৬ জন খ্যাতিমান লেখকের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ডিজিটাল ভার্সনে (মোবাইল অ্যাপ ও ই-বুক) রূপান্তর। জাতির পিতার ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রোজেকশন রূপান্তর এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ‘মুজিব হাড্বেড’ ওয়েবসাইট এবং ‘মুজিববর্ষ’ লোগো তৈরি করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হওয়া ছিল একটি বড় অর্জন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু আওয়ামী লীগের নয়, ১৭ কোটি মানুষের। ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষ ভোগ করছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে দেশের জনগণ করোনামহামারিতেও সংযুক্ত থাকতে পেরেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আদালত, সরবরাহ ব্যবস্থা এমনকি বিচারিক কাজ সচল রাখা সম্ভব হয়েছে।

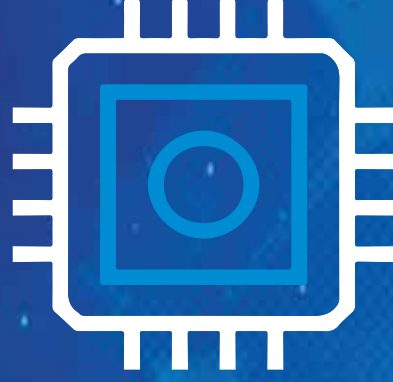


চিত্র: সাইবার বুলিং ও সাইবার অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে ‘শিশুদের নোবেল’ খ্যাত “আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার” পুরস্কার জিতে নেয় নড়াইলের ১৭ বছরের কিশোর সাদাত রহমান। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ১২ ডিসেম্বর, ২০২০ এ তাকে পুরস্কার প্রদান করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।



চিত্র: বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উদযাপন

- জাপান আইটি উইক ২০১৯: জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথোরিটি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর উদ্যোগে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস এর সহযোগিতায় 'জাপান আইটি উইক-২০১৯' মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৫ সাল থেকে জাপানের আইটি মেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ। মেলাটি জাপান-বাংলাদেশ আইটি সম্পর্ক গভীর করতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018: বাংলাদেশী ৪ (চার)টি আইটি কোম্পানি এবহবী, Naztech, Devnet এবং biTs সহ বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্প গত ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে 'Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018' এ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ১২ (বার)টি আইটি কোম্পানির সাথে সভা করা হয়।
- ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (WCIT): বিগত ৭ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং উইটসার মহাসচিব জেমস পয়জ্যান্টস বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন। WCIT এর পরবর্তী অনুষ্ঠানটি আগামী ১১-১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কংগ্রেসে ৮০টির মতো দেশ অংশগ্রহণ করবে।



অধ্যায়-৫

Sustainable Development Goals (SDGs)-এর
আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা

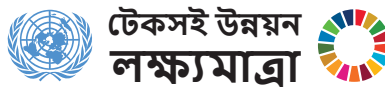


Sustainable Development Goals (SDGs)-এর আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা

৫.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) ও পথনকশা

‘The World Commission On Environment and Development (WCED)’ ১৯৮৭ সালে ‘Our Common Future’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি ‘Brundtland Report’ নামে পরিচিত। উক্ত রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের দক্ষতায় আপোষ না করে যে উন্নয়ন বর্তমানে চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম তাই টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্পদের ক্ষতি না করে বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই টেকসই উন্নয়ন।

২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে Sustainable Development Summit অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিলো Transforming our World: The 2030 agenda for Sustainable Goals. এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের সাথে আলোচনা করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা এবং বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে লক্ষ্যমাত্রাগুলো ২০১৫ সালের জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে ১৯৩টি সদস্য দেশ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট “২০৩০ এজেন্ডা” (Sustainable Development Goals) হিসেবে অনুমোদিত হয়। এ কর্ম-পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন এ তিনটি বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করা হয়েছে। এটি মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা সহ বৈশ্বিক শান্তি সুসংহত করবে। Sustainable Development Goals (SDGs) এ ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মূলমন্ত্র হবে ‘কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)’ নীতি অনুসরণ। Sustainable Development Goals (SDG) সর্বজনীন (universal), পরিবর্তন সহায়ক (transformative), অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) এবং সমন্বিত (integrated)। এটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশের জন্য প্রযোজ্য। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জন্য Millennium Development Goals (MDGs) নির্ধারণ করা হয়। Millennium Development Goals (MDG) অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্রদূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ আরো নতুন নতুন বিষয় এবং সমস্যা মোকাবেলার জন্য সকলের একসাথে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। Millennium Development Goals (MDG) এর চেয়ে আরো বৃহৎ পরিসরে এবং দারিদ্রেরসীমা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনাসহ সর্বজনীন উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে Sustainable Development Goal (SDG) গ্রহণ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ নিম্নরূপ:



চিত্র: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

৫.২ Sustainable Development Goals (SDGs) ও পাঁচটি Theme/Pillar

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs), পাঁচটি Theme/Pillar-এ বিভক্ত- *People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership*

People (জনগণ) - এ স্তম্ভে জনগণের মৌলিক চাহিদা এবং অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (Goals 1, 2, 3, 4, 5)

Planet (ধরিত্রী) - এ স্তম্ভে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের সুরক্ষা প্রদান বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (Goals 6, 12, 13, 14, 15)

Prosperity (সমৃদ্ধি)- এ স্তম্ভে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (Goals 7, 8, 9, 10, 11)।

Peace (শান্তি) - এ স্তম্ভে শান্তিপূর্ণ, ন্যায্যপরায়ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (Goal 16)।

Partnership (অংশীদারিত্ব) - এ স্তম্ভে বলিষ্ঠ বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বাস্তবায়ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (Goal 17)।



চিত্র: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs), পাঁচটি Theme/Pillar

৫.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ Sustainable Development Goal(SDG) বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Millennium Development Goals(MDG)'র সব লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখিয়েছে। MDG অর্জনে সফল ১৮ দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিলো বাংলাদেশ। Sustainable Development Goal(SDG) অর্জনেও এভাবে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। Sustainable Development Goal(SDG) অর্জনকে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিয়ে তা নিজস্ব পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশের ভিশন ডকুমেন্ট সমূহ যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন SDG বাস্তবায়ন সহজতর হয়। অবশ্য বাংলাদেশে এটি পূর্বে থেকেই হয়ে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় এমন একটি সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিল যেখানে কোন ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং কোনো কিছুতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে না। কাউকে পিছনে ফেলে নয়, কাউকে অর্থনীতির মূল স্রোতধারার বাইরে রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা নয় এ নীতিতে বঙ্গবন্ধু পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর সে

উন্নয়ন দর্শনের প্রতিফলন আমরা দেখি। তিনি সে অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন এবং বিশ্বনেতাদের প্রতি আহবান করেছিলেন “আসুন আমরা সকলে মিলে এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলি যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যুদ্ধ ও মানুষের সকল কষ্ট দূরীভূত হবে, বৈশ্বিক শান্তি অর্জিত হবে এবং মানব জাতির কল্যাণ রক্ষিত হবে”। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেন তাঁর সেই দর্শনের প্রতিফলন।

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প: ২০২১ এর মূল উপজীব্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এসব অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রয়োজন। এজন্য প্রণয়ন করা হয়েছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করা হয়েছে। অর্থাৎ Sustainable Development Goal(SDG) বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে ‘এজেন্ডা ২০৩০’ কে এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের পথনকশা (ম্যাপিং) প্রণয়ন করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতাধীন এটুআই কর্তৃক উল্লেখিত কাঠামোতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ‘এসডিজি ট্র্যাকার’ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নকে গুরুত্বারোপ করেছেন। উক্ত ইশতেহারে তিনটি বাতিঘর- আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি এবং সুশাসনে এর কথা বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এসব বাতিঘরের আলোয় সারাদেশকে আলোকিত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা Sustainable Development Goal(SDG) অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে।

৫.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা:

এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রায় আইসিটি বিভাগ তার অভীষ্টসমূহ (9.c ও 17.8) এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কাজ করে চলেছে। সেই লক্ষ্যে এ বিভাগ তার কিছু লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ করেছে। যা নিম্নরূপ:

SDG 2030 Landmarks: Our Targets

- USD 12 bn export from IT/ITES
- 100% Internet penetration
- ICT based Education in all level
- 100% Cyber Security
- One High-tech Park in each district
- 100% Digitalization of Government Services i.e., e-Services
- Standardization of IT skilled professionals
- 100% Digital Connectivity of the Government Offices
- HRD: Improving the power of Youth through ICT: 5 Million
- Transformation of My Village into My Town: Smart Education, Smart Agriculture, Smart Health Care and Smart Connectivity etc.
- Inclusive Development: (IT skilled women, disables, support to minorities and backward communities): 5 lakh
- Ensuring a conducive policy environment (Considering legal and development oriented policy if required)
- Women access to ICT (80%, age limit: 15 to 35)
- Utilization of Innovation Fund (Service+Product): Tk. 15000 Crore
- Scale-up of Innovation project: 80%
- Intellectual Property Right
- Reduce Digital Gap
- Research and Development
- Development Project through PPP-at least 10 PPP projects
- International Partnership

Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নেও এ বিভাগ বদ্ধ পরিকর। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের ম্যাপিং অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা 9(c) এবং 17.8 অর্জনে নেতৃত্বে (লিড) রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এছাড়া 9(b) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাথে যৌথ নেতৃত্বে (কো-লিড) এ বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহযোগী (এসোসিয়েট) হিসেবে কাজ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

টেকসই উন্নয়ন অর্জন			
অর্জনসমূহ (Goals)	লক্ষ্যমাত্রা (Targets)		
	লিড	কো-লিড	এসোসিয়েট
অর্জন ১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান			<p>১.৩-ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।</p> <p>১.৪-২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।</p>
অর্জন ৪: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি			<p>৪.৪- চাকুরী ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।</p> <p>৪.৭- অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবন ধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।</p>
অর্জন ৫: জেডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন			<p>৫.খ- নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো</p>
অর্জন ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন			<p>৮.১- জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন</p> <p>৮.২- উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন</p> <p>৮.৩- আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা</p> <p>৮.৬- কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা</p>

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

অভীষ্টসমূহ (Goals)	লক্ষ্যমাত্রা (Targets)		
	লিড	কো-লিড	এসোসিয়েট
অভীষ্ট ৯: অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	৯.গ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ইন্টারনেটে সর্বজনীন ও মূল্য শাস্রয়ী প্রবেশাধিকার প্রদানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া	৯.খ : অপরাপর বিষয়সহ শিল্পপণ্যের বহুমুখিতা ও পণ্যমূল্য সংযোজনের জন্য অনুকূল নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা দান	৯.২- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা ৯.৩- বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্প সুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্য শৃঙ্খল ও বাজারে এদের অঙ্গীভূত করা ৯.৫- ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়নকর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতি সাধন
অভীষ্ট ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	১৭.৮: ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো		১৭.৬- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ে এবং এ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং (বিশেষত জাতিসংঘ পর্যায়ে) বিদ্যমান প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে উন্নত সমন্বয় ও একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত সমর্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তে জ্ঞানের আদান প্রদান বাড়ানো ১৭.১৬- সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানকল্পে বহু অংশীজনভিত্তিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ আহরণ ও বণ্টন সম্পূর্ণের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ১৭.১৮- আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিক (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা

৫.৫ SDG এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে (২০৩০ সাল পর্যন্ত) আইসিটি বিভাগ ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ কর্তৃক গহীত কর্মপরিকল্পনা

৫.৫.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা			বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	
শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি	4.4, 4.7, 17.8	মানবসম্পদ উন্নয়ন	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন। ভাষাগুরু সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষকদের বিদেশি ভাষার প্রশিক্ষণ	স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৪১৭৬ টি	১৫,০০০ টি	২৫,০০০ টি	৫০,০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
সরকারি ICT জনবলকে ICT বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	9.2, 9.3, 9(c), 17.8	মানবসম্পদ উন্নয়ন	শিক্ষকসহ ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মানসম্পন্ন ডিজিটাল কন্টেন্ট সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৮-৭০৩ জন	৪৪,৭২৩ জন		২০,০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ডিজিটাল অপটিনিটি ফর ইয়ুথ	8.1, 8.2, 8.6, 9(b)	মানবসম্পদ উন্নয়ন	তথ্যপ্রযুক্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উদ্যোগ/উদ্ভাবনকে কাজে তরুণদের জন্য স্বাক্ষরীয় হওয়ার নিতানতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন।	ডিজিটাল কনটেন্টের সংখ্যা		৪,০০০ টি		২০,০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			ICT বিষয়ক ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরকারি ICT জনবলকে ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দর সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)		২,০০০ জন	৫,০০০ জন	১০,০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
				সুবিধাপ্রাপ্ত যুবক যুবতীদের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)		৫০,০০০ জন	২,০০,০০০ জন	১০,০০,০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মসম্পন্নকারী	এসজিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
নারীর ক্ষমতায়ন	5 (b), 9 (c)	মানবসম্পদ উন্নয়ন	তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের আত্মকমসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।	সুবিধাপ্রাপ্ত নারীদের সংখ্যা	প্রশিক্ষণঃ ১০,৫০০ জন কমসংস্থানঃ ৩,০০০ জন	১১,৫০০ জন	৩৬,৫০০ জন	১,০০,০০০ জন	৫,০০,০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ICT বিষয়ক Foundation Training	17.8	মানবসম্পদ উন্নয়ন	আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের Foundation Training প্রদান।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৩০৮ জন	৪০০ জন	৫০০ জন	১,০০০ জন	২,০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
বিভিন্ন নতুন নতুন ICT বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন	8.6, 17.8	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১। Frontier technology এর বিভিন্ন বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)		৩০০ জন	৩০০০ জন	১০,০০০ জন	২০,০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	8.6 17.8	মানবসম্পদ উন্নয়ন	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৪১,০৩৫ জন	৫০,০০০ জন	৭০,০০০ জন			তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			আইসিটি অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়সহ সকল দপ্তরসমূহে জনবল বৃদ্ধি করা।	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	উপজেলা পর্যায়েঃ ৪১৫ জন জেলা পর্যায়েঃ ৯৩ জন সদর দপ্তরেঃ ৬৭ জন		উপজেলা পর্যায়েঃ ২৫০০ জন জেলা পর্যায়েঃ ৩২০ জন সদর দপ্তরেঃ ১০০ জন	উপজেলা পর্যায়েঃ ৫০০০ জন জেলা পর্যায়েঃ ৬৪০ জন সদর দপ্তরেঃ ২০০ জন	উপজেলা পর্যায়েঃ ৭৫০০ জন জেলা পর্যায়েঃ ১০০০ জন বিভাগেঃ ১২০ জন সদর দপ্তরেঃ ৩০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মপরিচালনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	লাক্ষ্যমাত্রা			বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	
			আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।			১। মাঠ পর্যায়ের আইসিটি ব্যবস্থাপনায় ও সেবায় ITIL V3 (Information Technology Infrastructure Library Ver.3) প্রচলন। ২। মাঠ পর্যায়ের সরকারি অফিস ও কর্মচারীদের ডিজিটাল ফাইল শেয়ার, আর্কাইভ ও নিরাপত্তায় ক্লাউড সেবা প্রচলন। ৩। উপজেলা পর্যায়ে ও জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিস সমূহে আইসিটি স্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ে উদ্যোগ ও নীতিমালা প্রণয়ন।	১। সরকারি অফিস ও সেবা কেন্দ্রসমূহকে উপজেলা পর্যায়ে 10 Gbps এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে 1 Gbps নেটওয়ার্কের আওতায় আনা। ২। সরকারি অফিস ও কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ক্লাউড ডিজিটিক সেবার আওতায় আনা। ৩। সকল সরকারি অফিসকে আইসিটি কমপ্লায়েন্স, অডিট ও পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	
ICT Technology Certification Institution (ITCI) স্থাপন	9.5	মানবসম্পদ উন্নয়ন	ICT Technology Certification Institution (ITCI) স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা।			১। সুবিধাজনক স্থানে ডিজিটাল ICT Technology Certification Institution (ITCI) স্থাপন। ২। ITCI পরিচালনার জন্য আইন/ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	১। সকল ICT Tools প্রস্তুতকারী/ আমদানিকারী/ রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানকে Certification এর আওতায় নিয়ে আসা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
আইসিটি (ICT) সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের রোজস্ট্রেশন/নিবন্ধনকরণ ও সেবাপ্রার্থীদের নিরাপত্তা সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ	9 (c)	ই-গভর্নমেন্ট	সবল আইসিটি (ICT) সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য আদানপ্রদানের জন্য একটি ভার্সিয়াল প্ল্যাটফর্ম গঠন।	নিবন্ধনভুক্ত সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের হার	সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	২৫%	৫০%	১০০%	২০৩০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি সার্ভিস গঠন।	9 (c)	ই-গভর্নমেন্ট	সরকারি সবল গেজেটভুক্ত ICT জনবলকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আইসিটি সার্ভিস গঠন করা।			১। আইসিটি সার্ভিস নীতিমালা প্রণয়ন। ২। আইসিটি সার্ভিস নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	১। আইসিটি সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।	১। আইসিটি সার্ভিস কমিশন গঠন।		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)	9 (c)	ই-গভর্নমেন্ট	সিআরভিএস এর কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম স্থাপন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ করা।	স্থাপিত CRVS এনরোলমেন্ট অবকাঠামোর সংখ্যা	EDC প্রকল্পেরঃ ১। Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৪র্থ PEC সভার সুপারিশের আলোকে DPP পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলমান।	১,০০০ টি	৫,৫০০ টি	১। ইউনিয়ন পর্যায়ে SDM (Service Delivery Machine) প্রদান ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম স্থাপন। ২। সিআরভিএস বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান।	১। সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট আইসিটি অবকাঠামো ও সেবাকে ক্রমাগত প্রসার ঘটানো।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মসম্পন্নতা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন পৌঁছানোর ২০২০ পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা			বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	
আ্যভতাপড কম্পিউটিং সেন্টার স্থাপন	17.8	ই-গভর্নমেন্ট	আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন অ্যভতাপড কম্পিউটিং সেন্টার স্থাপন এবং তথ্যপ্রযুক্তির নিতানতুন বিষয়গুলোতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।	১। সকল সুবিধা সম্পন্ন একটি আ্যভতাপড কম্পিউটিং সেন্টার এবং স্পেশালাইজড হ্যাণ্ডবের সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় ক্লাউড প্র্যাটফর্ম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	১। গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ক্লাউড প্র্যাটফর্ম স্থাপন করা যেখানে High Performance Computing (HPC), Data Security Platform, Cyber Security Platform, Rendering Education এবং Cloud থাকবে। ২। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে Advance Computing Lab স্থাপন।	১। ওয়ার্ল্ড র‌্যাংকিং এ ১০০ সুপার কম্পিউটারের তালিকায় স্থান পাবে এমন সুপার কম্পিউটার দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার ও সাইটিস্টদের মাধ্যমে স্থাপন। ২। সকল গবেষণা বিষয়ে HPC প্রয়োগ। ৩। Bangladesh Education and Research Network ও Advance Computing Center এর মধ্যে উচ্চগতির আন্তঃসংযোগ স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর		
Accelerating Digital Content Industry	9(b), 17.8	ই-গভর্নমেন্ট	ডিজিটাল কন্টেন্ট বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি। Digital Content Industry উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ ও বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত) তৈরিকৃত ডিজিটাল কন্টেন্টের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	"ডিজিটাল কন্টেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ" শীর্ষক প্রকল্পেরঃ ১। Feasibility Study সম্পাদনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২। DPP প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১,০০০ জন ১২,০০০ জন	৫,০০০ টি ২০,০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	

কর্মপরিচালনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
Big Data Analytics সেন্টার স্থাপন।	9 (b)	ই-গভর্নেন্স	Big Data Analytics সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং নীতিমালা প্রণয়নসহ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো।		১। সরকারি Big Data Analytics বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	১। Big Data Analytics বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপন। ২। সরকারি সিদ্ধান্তে Big Data Analytics প্রয়োগে প্রয়োজনে নীতিমালা প্রণয়ন।	১। সকল স্তরের থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। ২। সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে Big Data ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।	২০৩০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	
Research and Development (R & D) সেন্টার স্থাপন	9 (b), 17.8	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিক ক্ষেত্রগুলোতে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে R & D সেন্টার স্থাপন করা।		১। আইসিটি অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় R & D সেল চালু করা। ২। R & D ক্ষেত্রে idea কে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	১। Robotics, Artificial Intelligence, Software Product এর মত নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। ২। Network Industry ও Business Expert Team তৈরি করা।	১। নতুন নতুন idea & Business model সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো। ২। রপ্তানিখাতে সফটওয়্যার রপ্তানি বাজারকে thrust sector হিসেবে গড়ে তোলা।		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	
ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা তৈরি	9.2, 9.3, 9(c), 17.8	ই-গভর্নেন্স	ই-সেবা তৈরিতে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন।	প্রশিক্ষণপাঠ কর্মকর্তার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত) কর্মশালার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	২,০০০ জন ৫০ টি	২০,০০০ জন ১০০ টি	৫০,০০০ জন ৫০০ টি		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী		
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০			
Digital Village স্থাপন	9 (c), 17.8	ই-গভর্নেন্সেন্ট	<p>১। ডিজিটাল ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল ওয়ার্ড এ Online নাগরিক সেবা Booth স্থাপন।</p> <p>কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি করা</p>	স্থাপিত ডিজিটাল ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	*Establishing Digital Connectivity (EDC)** নীর্বক প্রকল্পেরঃ ১। Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৪র্থ PEC সভার সুপারিশের আলোকে DPP পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলমান।	৫০০ জন	১০০০ জন	২০০০ জন	২০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর		
				ই-সেবার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)		৫০ টি	৫০ টি	১০০ টি	১০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর		
						৫ টি	১০ টি	১০ টি	১০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর		
						১। গ্রামীণ পর্যায়ে আউট এবং ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার।	১। গ্রামীণ সহ-সামবায় সমিতি, সামাজিক সংগঠন, ক্লাব বা ব্যক্তি ইত্যাদি এই ডিজিটাল গ্রামে অন্তর্ভুক্তকরণ। ২। সরকারি সকল সেবা জনগণকে ঘরে বসে পাওয়ার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে গ্রামকে শহরে পরিণত করা।	১। আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় গ্রামের বেকার তরুণ-তরুণীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ২। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচারণা চালানো।	১০ টি	১০ টি	১০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মপরিকল্পনা	এসজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ	9 (c)	কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ	দেশের সকল সরকারি দপ্তরে উচ্চগতির এবং সহজলভ্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগপ্রাপ্ত সরকারি দপ্তরের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	"Establishing Digital Connectivity (EDC)" প্ল্যান প্রকল্পেরঃ ১। Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ২। ৪র্থ PEC সভার সুপারিশের আলোকে DPP পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলমান।	৫০,০০০ টি	১,০৯,২৪৪ টি	২০২৫	২০৩০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
Digitalization of Islands along Bay of Bengal, Haor and Beel	9 (c)	কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ	দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত উচ্চগতির এবং সহজলভ্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং নীতিমালা প্রণয়ন।	স্থাপিত BD-SET সেটের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	প্রকল্পেরঃ (ক) Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে।	১। ডিজিটাল আইল্যান্ড স্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	১। বিত্তীয় পেশাজীবীদের মধ্যে আইটি টুলস ব্যবহারের বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	১। দেশের বিচ্ছিন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত দ্বীপ অঞ্চলগুলোতে ডিজিটাল আইল্যান্ড স্থাপন ও সম্প্রসারণ।	১। দেশের বিচ্ছিন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত দ্বীপ অঞ্চলগুলোতে ডিজিটাল আইল্যান্ড স্থাপন ও সম্প্রসারণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন	17.7, 17.8	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং আইসিটির বিতরণ বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুইজ ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, সেমিনার,	আয়োজনকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস এর সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৩ টি	৭ টি	৯ টি	১৪ টি	১৪ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মসম্বন্ধনা	এসডিজি টায়েটি	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
Business Process Outsourcing (BPO) / Knowledge Process Outsourcing (KPO) / Business Process Management (BPM)-কে ত্বরান্বিত করা	8.1, 8.2, 8.6, 9(b)	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশ, দেশের তরুণ-তরুণীদের এই খাতে আগ্রহ করে তোলা, কর্মসংস্থানের উদ্যোগ ও কর্মসৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের বিপিও (BPO) সেক্টরের অবস্থানকে তুলে ধরার নিমিত্তে বিপিও সামিট আয়োজন করা।	আয়োজনকৃত বিপিও সামিট এর সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৪ টি	৬ টি	৮ টি	১০ টি	১৫ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
Digital Opportunity for Youth প্রকল্প	8.1, 8.2, 8.6, 9(b)	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	দেশের সকল তরুণ উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স লার্নিং প্ল্যাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	তরুণ উদ্যোক্তাদের সংখ্যা	"ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ" প্রকল্পেরঃ ১। Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ২। DPP তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। PEC এবং ECNEC এর সভার জন্য অপেক্ষমাণ।			১। "ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ" প্রকল্পের সফলতার উপর ভিত্তি করে "ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ-২" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন। ২। রুকচেসইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে সনদপত্র যাচাইকরণের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তন।	১। দেশের সকল তরুণ উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স লার্নিং প্ল্যাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসা। ২। রুকচেসইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে সনদপত্র যাচাইকরণের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আইসিটি ইন্সেক-সিস্টেমে সরাসরি সম্পৃক্তকরণ ও	4.4, 4.7, 17.8	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	সারাদেশে Digital-Service, Employment & Training (D-SET) সেক্টর স্থাপন	স্থাপিত D-SET সেক্টরের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	০২ টি (চলমান)		৫০০ টি	১০০০ টি	৩০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কর্মসম্পন্নিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিরকল্প	8.3 17.8	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন	স্থাপিত ল্যাবের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৮ টি				২০৩০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে বসবাসরত জনগণকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	১২০০ জন				৬০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
3D/4D Printing, Neuro-Technology এবং রুক ডেইন এর উপর বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন	8.3 17.8	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	3D/4D Printing, Neuro-Technology এবং রুক ডেইন এর উপর বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা।			১। মার্কেট (দেশি/বিদেশি) বিশ্লেষণ এবং এর উপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণ।	১। দেশি এবং বিদেশি কারিগরি দক্ষতা সম্পর্কিত কর্মী নিয়োগ।	২। অন্যান্য Stakeholder দের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পলিসি প্রস্তুতকরণ।	১। সেন্ট্রাল ল্যাব স্থাপন ২। বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ল্যাব কে উৎপাদনমুখী ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
সারাদেশে ৪৯২ টি উপজেলায় এলইডি (LED) ডিসপ্লে স্থাপন	17.7	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	মুজিববর্ষ ২০২০-২১ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচার করার লক্ষ্যে সারাদেশের ৪৯২ টি উপজেলায় LED ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন এবং কনটেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন ও মনিটরিং সিস্টেম তৈরি।	উপজেলার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	১০০ টি	৪৯২ টি			৫,০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
School of Future	4(b), 17.8	আইটি শিল্পের সম্প্রসারণ	উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় আইটি সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ডিজিটাল কনটেক্ট, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহপূর্বক School of Future এ রূপান্তর করা।	School of Future এ রূপান্তরিত স্কুলের সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	১০০ টি	৩০০ টি	১,০০০ টি		৫,০০০ টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

৫.৫.২ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	৪.৪	মানবসম্পদ উন্নয়ন	নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন।	প্রশিক্ষণ ও সভার সংখ্যা	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে লক্ষ্যে বিভাগীয় সপার, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একাধিক অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬৪টি জেলায় বিভিন্ন সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কারিয়ার ক্যাম্প, ই-সেবা গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে, যথা: কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহে কৃষকদের নিবন্ধন ও কৃষক অ্যাপ ব্যবহার করে কৃষকদের ধান বিয়য়ক।	প্রশিক্ষণ: ২ সভা: ২	প্রশিক্ষণ: ৪ সভা: ৪	প্রশিক্ষণ: ৫ সভা: ৫	প্রশিক্ষণ: ১০ সভা: ১০	বিসিসি
সরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের আইসিটি এবং ডিজিটাল গভর্নেন্স কারিখুলামে Service Process Simplification (SPS)/BPR, Digital Service Design and Planning, Project Management বিষয়াদি প্রদান ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ।	৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ কোর্সে Digital Transformation, Service Process Simplification (SPS)/BPR, Digital Service Design and Planning, Project Management শীর্ষক বিষয় কারিখুলামে অন্তর্ভুক্ত করা।	কোর্সের সংখ্যা	বিসিসি'র আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণের কোর্স Digital Transformation শীর্ষক বিষয় কারিখুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং Service Process Simplification (SPS)/BPR, Digital Service Design and Planning, Project Management বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	০২	০২	০৩	০৫	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
National e-Governance Architecture ও e-Governance Interoperability Framework বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা/আইসিটি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	সরকারি কর্মকর্তা/আইসিটি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আইসিটি পেশাজীবীদের সংখ্যা	২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	৮০	৬০	৬০	১০০	বিসিসি
স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনবলকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪.৮	মানবসম্পদ উন্নয়ন	সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।	সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ এর সংখ্যা	বিসিসি'র ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে এ পর্যন্ত ৩০৬৯৯ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।	সেমিনার: ২ ওয়ার্কশপ: ২ প্রশিক্ষণ: ২	সেমিনার: ৮ ওয়ার্কশপ: ৮ প্রশিক্ষণ: ৮	সেমিনার: ৬ ওয়ার্কশপ: ৮ প্রশিক্ষণ: ৮	বিসিসি	
ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের দক্ষতা উন্নয়ন।	৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	বাংলাদেশ পুলিশের ৫২ জন কর্মকর্তা Digital Forensic, CEH, Security Audit ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	২০	৮০	৮০	১০০	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল সৃষ্টিকরণ।	৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	দক্ষ জনবলের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ই-গভর্নেন্স ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ২৯৩৬ জনকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিসিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে EDGE প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল একাডেমি স্থাপনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।	১০০	২০০	৩০০	৫০০	বিসিসি
অনুপ্রসার জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	৪.৪ ৪.৫	মানবসম্পদ উন্নয়ন	তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১২০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৫০ জন কর্মীকে ডিজিটাল ইন্সপার্ট এবং ২১০ হেলথস অ্যান্ড আইডি প্রকৌশলকে ডিজিটালি ডারিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চাকরি মেলার মাধ্যমে ৫০০ জনকে চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে।	৫০০	১০০০	১০০০	৩০০০	বিসিসি
বিশেষভাবে দক্ষ জনসাধারণের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নে কোর্স (য়েম-ক্ল্যাডিকিং, গ্রাফিক্স, ইত্যাদি) চালুকরণ।	৪.৪	মানবসম্পদ উন্নয়ন	বিসিসি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৩৫৬৪ জন আইসিটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে Emerging Technologies যেমন IoT, Cyber Security, Medical Scribe, Block Chain, Big Data Analytics, Machine Learning ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	৬০০	৮০০	১০০০	২০০০	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসজি ট্যাগেট	ভিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা প্রদান।	৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্তমানে এলআইসিটি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ জন গ্রাজুয়েটকে তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	৫০০	৩০০	৩০০	৬০০	বিসিসি
তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের মধ্যম স্তরের দক্ষ জনবল তৈরির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের মধ্যম স্তরের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের ৬৪২ জন মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট ফর ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল (এসিএমপি) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	৫০	১০০	১০০	৫০০	বিসিসি
কোম্পানিসমূহে বিদ্যমান জনসম্পদকে বিকাশমান প্রযুক্তি, নতুন পদ্ধতি, ডিজাইন পরিকল্পনা ও সফট স্কিলস-এ প্রশিক্ষণ প্রদানের আওতায় টপ-আপ আইটি, ফাইভেশন স্কিলস এবং ফাস্ট ট্রাক ফিউচার লিডার (FTL) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে ৩৫৬৪ জন আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৩২টি আইটি কোম্পানির সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।	৪.৪ ৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ প্রদানের	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসমূহে বিদ্যমান জনসম্পদকে বিকাশমান প্রযুক্তি, নতুন পদ্ধতি, ডিজাইন পরিকল্পনা ও সফট স্কিলস-এ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে LICT প্রকল্পের আওতায় টপ-আপ আইটি, ফাইভেশন স্কিলস এবং ফাস্ট ট্রাক ফিউচার লিডার (FTL) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে ৩৫৬৪ জন আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৩২টি আইটি কোম্পানির সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।	১০০০	২০০০	২০০০	৫০০০	বিসিসি

কর্মপরিচালনা	এসজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশি ভাষা এবং বিশেষায়িত ও উদীয়মান আইসিটি প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	৪.৪ ৪.৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	বিদেশি ভাষা এবং বিশেষায়িত ও উদীয়মান আইসিটি প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	জাপানিজ আইটি সেक्टरের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন দীর্ঘক প্রকল্প এবং আওতায় জাপানিজ ভাষা, জাপানিজ বিজনেস কালচার ও আইটি এর ওপর এ পর্যন্ত ২৬৫ জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। ১৭৯ জনেরকর্ম সংস্থান জাপানে এবং ৬৬ জনের কর্মসংস্থান জাপান- বেইজিং বাংলাদেশি কোম্পানিতে হয়েছে।	৪০	১০০০	১০০০	৩০০০	বিসিসি
সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	৯.গ ১৭.৮	কানেক্টিভিটি স্থাপন	প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন।	ডেটা সেন্টার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড সংযোগ অবকাঠামো সৃষ্টি, দুর্গম এলাকায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন, WiFi জোন স্থাপন, সরকারি অফিসকে একীভূত পাবলিক নেটওয়ার্কে আনয়ন।	ক. বিসিসি-তে জাতীয় ডেটা সেন্টার (TIER3) স্থাপন; খ. কালিয়াকের, গাজীপুরে জাতীয় ডেটা সেন্টার (TIER4) স্থাপন; গ. ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিকাল ফাইবারের নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন ও ১০০০ পুলিশ অফিসে VPN সংযোগ স্থাপন; ঘ. কানেক্টিভিটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৬১৭টি দুর্গম এলাকায় অপটিকাল ফাইবারের নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন; ঙ. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিনেডিএ) সার্ভিস বাস উন্নয়ন; চ. বাংলাদেশ সচিবালয়, আইসিটি টাওয়ার এবং					বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য আইসিটিভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা প্রদান।	১.৪	কান্ট্রিভিডি স্থাপন	সেবা গ্রহণকারীরা সহজে এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান।	হেল্প ডেস্কের সংখ্যা	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির আওতায় একটি কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই কল সেন্টারের মাধ্যমে বিসিসির হেল্পডেস্ক সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তেটা সেন্টার ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবার জন্য দুটি পৃথক হেল্পডেস্ক অফিস সময়কালীন সেবা প্রদান করছে।	২	৩	৪	৪	বিসিসি
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (বেসন-ভিডিও কনফারেন্সিং) চালুকরণ।	১.৭.৮	কান্ট্রিভিডি স্থাপন	ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন করা।	ভিডিও কনফারেন্সিং এর সংখ্যা।	ইনফো- সরকার ফেজ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে ৯০২টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে।	১০	২০	৪০	১০০	বিসিসি

কর্মসম্পন্নতা	এসজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তকরণ।	১৭.৮	কানোন্টিভিটি স্থাপন	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা।	অফিসের সংখ্যা	২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলা গভর্নেন্ট, ইনফো সরকার-২ ও ইনফো সরকার-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যন্ত ১৮.৪৩৪টি সরকারি অফিসকে পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ইনফো সরকার-৩ এর মাধ্যমে ২৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড কনেকশন ও পুলিশের ১০০০ দপ্তর নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ৬১৭টি দুর্গম এলাকায় ফাইবার অপটিক ব্রডব্যান্ড কনেকশনের কাজ চলছে যা ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।	২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	বিসিসি
দেশের ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ব্যবস্থা যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF-Social Obligation Fund), আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সুবিধা বিধিত/ দুর্গম অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।	৯.৭	কানোন্টিভিটি স্থাপন	প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ	প্রকল্পের সংখ্যা	বিটিআরসি'র SOF-এর আওতায় বিসিসি 'দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।					বিসিসি

কর্মপরিচয়না	এসজি টাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে পাবলিক একসেস পয়েন্ট চালুকরণ।	৯ (গ)	কানোগিভিটি স্থাপন	প্রয়োজনীয় একক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	ইউনিয়নের সংখ্যা	ই-সেবা ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ই-সেবা সরকার-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০০ ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ৬১৭টি দুর্গম এলাকায় ফাইবার অপটিক ব্রডব্যান্ড কানেকশনের কাজ চলছে যা ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।	৬১৭টি দুর্গম এলাকা			২০৩০	বিসিসি
সকল সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	১.৪ ৫-খ ১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	ই-সার্ভিস, অ্যাপস, সফটওয়্যার	ই-সেবা: ক. খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য অনলাইনে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও কৃষকের অ্যাপ; খ. অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম; গ. বিসিসি ও আইসিটি বিভাগের জন্য ডিজিটাল লাইব্রেরি; ঘ. সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অবসরভাতা ব্যবস্থাপনা; ঙ. প্রাথমিক শিক্ষকদের ই-সার্ভিস বুক; চ. প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের চাকরি ও বিশেষণমন তথ্য সম্বলিত অ্যাপ; ছ. অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম জ. প্রকল্প ট্র্যাকিং সিস্টেম; ঝ. জিওড্যাশ প্যাটফর্ম; ঞ. বিসিসি রুকেইন প্ল্যাটফর্ম;	১০	৩০	৪০	৫০	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল-সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের চাহিদা নিরূপণ, আর্থিক কয় পরিকল্পনা তৈরি, সরবরাহ, সরবরাহ পরবর্তী সহায়তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান ও নীতিমালা অনুসরণ।	৪.৭ ১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	ন্যাশনাল ডিজিটাল-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার দক্ষভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা।	সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের এর জন্য অনুসরণীয় স্ট্যান্ডার্ড ও নির্দেশনাবলি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) এর আওতায় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের এর জন্য অনুসরণীয় স্ট্যান্ডার্ড ও নির্দেশনাবলি তৈরি করা হয়েছে। এই নির্দেশনাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে বিএনডিএ ফ্রেমওয়ার্ক জারি করা হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে একটি কারিগরি কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।	২	৩	৩	৫	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল সরকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ।	৪.৭ ১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন।	বিভিন্ন অফিস/দপ্তরের রোডম্যাপ এর সংখ্যা।	২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিনোডিএ দক্ষভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে বিনোডিএ আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ সরকারের জন্য e-Gov Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিনোডিএ-র আওতায় আইসিটি বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য আইসিটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। e-Gov Master Plan এর পাইলটিং হিসেবে বাংলাদেশের ৯টি পৌরসভা ও ১টি সিটি কর্পোরেশনে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম" চালু করা হয়েছে। উক্ত পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৫টি সেবা, যথা: হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল, ট্রেড লাইসেন্স, প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এবং মিউনিসিপালিটি/সিটি কর্পোরেশন সার্ভিসেসেট সার্ভিস অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	২	৩	৩	৫	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
সর্বশ্রেণে ডিজিটাইজেশনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিতকরণ, দূরীকরণ ও অগ্রগতির পরিমাপযোগ্য নির্ণায়ক নির্ধারণ।	১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	ডিজিটাল সার্ভিসের মান উন্নয়ন	সরকারি ক্লাউড পরিষেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২০২০ সেক্টমর পর্যন্ত সর্বশ্রেণে ডিজিটাইজেশনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণ লক্ষ্যে বিসিসি র ডেটা সেন্টার হতে সরকারি ক্লাউড পরিষেবা চালু করেছে। এতে ইতোমধ্যে ডুমুর ই-মিউটেশন, রাজউকের ল্যান্ড ব্যবস্থাপনা, LGED এর LDST প্রকল্প, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ইত্যাদির ত্রুটি অবকাঠামোর খরচ সশ্রয় করে হোস্টিং করা হয়েছে।	২০	৫০	৫০	১০০	বিসিসি
ডিজিটাল সার্ভিস আশ্রি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	৮.৩	ই-গভর্নেন্স	সরকারের ডিজিটাল সার্ভিস কার্যক্রম আইনি কাঠামো তৈরি করা	ফ্রেমওয়ার্ক, নীতিমালা ও আইন এর সংখ্যা।	বিসিসি হতে ডিজিটাল সার্ভিস কার্যক্রম আইনি কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে বিএনডিএ ফ্রেমওয়ার্ক ও বাংলাদেশ সরকারের ইনকরমেশন সিকিউরিটি ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। SHQTC নীতিমালা ও বিএনডিএ আইন-২০২০ খসড়া তৈরি করা হয়েছে, অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।	২	৩	৪	৭	বিসিসি
সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও কানেক্টিভিটি বিষয়ে ডিজিটাল সরকারের উদ্যোগের জন্য জাতীয় ডিজিটাল সরকার কাঠামো (National e-Governance	১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	BNDA Framework, e-GIF with MSDP, National e-service BUS প্রস্তুত করা	Framework এর সংখ্যা	BNDA Framework, e-GIF with MSDP, National e-service BUS প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত সফটওয়্যারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।	১	২	২	২	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেশের পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
আইসি প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), ভেটা বিশেষণ টুলস ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নত মানের সেবাদান নিশ্চিতকরণ।	১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানকে এ সংক্রান্ত কারিগরি পরামর্শ দেয়া।	মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানকে এ সংক্রান্ত কারিগরি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।	১০	৩০	৩০	৫০	বিসিসি
ডিজিটাল সরকার কাঠামোর সর্বোচ্চ ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সাইবার সেকার স্থাপনের সংখ্যা	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২৭টি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে ১৩টিতে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাইবার সেকার স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল সাইবার সেকারের মাধ্যমে Network Traffic মনিটরিং করে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও BGD e-GOV CIRT হতে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়, যার ফলে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।	৫	১৫	২০	৫০	বিসিসি

কর্মপরিচালনা	এসজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল সরকার কাঠামোর সকল উদ্যোগের ডিজিটাল নিরাপত্তার মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সক্ষমতা উন্নয়ন।	১.৭.৮	ই-গভর্নেন্স	দক্ষভাবে ডিজিটাল সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।	মানদণ্ডের সংখ্যা	২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত BGD e-GOV CIRT হতে বাংলাদেশ সরকারের জন্য Information Security Manual তৈরি করা হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালার আওতায় ISO কর্তৃক প্রণীত অনেকগুলো মানকে জাতীয় মান হিসেবে BSTI ঘোষণা করেছে এবং DSA এর মাধ্যমে আরো কয়েকটি মানকে জাতীয় মান হিসেবে ঘোষণার জন্য BSTI কে পত্র দেয়া হয়েছে। বিসিসি হতে ISO 27001 ও ISO 20000 অভ্যন্তরিত ও লিড অভ্যন্তরিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে।	১	২	২	৫	বিসিসি
তাত্ত্বিক ঘটনার রিপোর্টিং, পাবলিক সচেতনতা এবং সিআইআরটি (CIRT) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় প্রায়টফর্ম তৈরি করা।	১.৪	ই-গভর্নেন্স	ডিজিটাল নিরাপত্তাতে নাগরিক অন্তর্ভুক্তি ও ডিজিটাল নিরাপত্তার পরিবর্তন সাপক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	তৈরিকৃত প্রায়টফর্ম এর সংখ্যা	BGD e-GOV CIRT এর আওতায় নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি মনিটরিং এর জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রায়টফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এই প্রায়টফর্ম হতে বিভিন্ন প্রকার security alert প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সকল alert সমূহ www.cirt.gov.bd ওয়েবসাইটে alert ও তার প্রতিকার বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।	১				বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।	১.৪	ই-গভর্নেন্স	পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলা	সভা ও সেমিনার	এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৩৫৯৪টি সাইবার ইলিজেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের VAPT করে প্রাক্তন ফলাফল এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।	৫	৫	১০	২০	বিসিসি
আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সংযুক্ত হয়ে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ।	১.১.৬	ই-গভর্নেন্স	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।	সংস্থা/দেশের সংস্থা	BGD e-Gov CIRT এর আন্তর্জাতিক সাইবার সিকিউরিটি সংস্থা First.org, OIC-CERT, APCERT, APWG এবং TI এর সদস্যপদ অর্জন করেছে এবং সংযুক্তভাবে কাজ করেছে। এছাড়া BGD e-Gov CIRT এর সাথে ভারত, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, লিথুনিয়া সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।	২	১০	২০	৪০	বিসিসি
জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন।	১.১.৮		রাজ্যীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	বিধি/পলিসি/ডকুমেন্ট এর সংস্থা	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ মোতাবেক বিধি প্রস্তুত করা হয়েছে। আইটি পলিসি এবং রিক অ্যাসেসমেন্ট ইউনিট কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য রিক অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। Cyber Threat Landscape Report	১	২	২	২	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ।	৯.গ	ই-গভর্নেন্স	জাতীয় তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	Cryptography Token/Dongle এর প্রদান	২০১৯-২০ এর জন্য Risk Assessment framework আপডেট করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯০০টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, ৯০০টি Cryptography Token/Dongle প্রদান করেছে।	৫০০	১০০০	৫০০০	১০০০০	বিসিসি
নীতিমালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবেদী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েব সাইট অডিগম্য (Accessible) করণ।	৯.গ	ই-গভর্নেন্স	সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইট প্রতিবেদীদের জন্য অডিগম্য করা।	ওয়েবসাইট এর সংখ্যা	এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের জন্য feasibility study করা হচ্ছে।					বিসিসি
শারীরিকভাবে অক্ষম এবং বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় রেখে শাস্ত্রীয় বাংলা টেক্সট প্রসেসিং টুলস ও অডিও সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং ইশারা ভাষার সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	৯.খ ৯.গ ১৭.৮	ই-গভর্নেন্স	বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা।	সফটওয়্যার/টুলস এর সংখ্যা	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ এবং 'তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবেদী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' প্রকল্প হতে এ ধরনের ১৫টি সফটওয়্যার/টুলস যেমন ওসিআর, স্পেল চেকার, আইপিএ রনভার্টার, শেডিমেট অ্যানালাইসিস, মেশিন ট্রান্সলেশন, পিপিচ টু	৫	১০	২০	৫০	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
দ্রুত ও টেকসই ডিজিটাল গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে Managed Service মডেলের আলোকে প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিতকরণ।	১৭.৮	আইপিটি শিল্পের বিকাশ	সরকারের কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।	Managed Service মডেলের সংখ্যা।	২০২০ সেক্টরের পর্যন্ত টেস্ট টেঙ্কটু ট্রিঙ্গল, স্টাইলপাইড, জিন রিডার, করপাস, সাইন রিকগনিশন, এথনিক ল্যাংগুয়েজ রিসোর্স, সিএলডিআর, ইন্টিগ্রেটেড প্র্যাকটিসম, ন্যাশনাল কিবোর্ড, ও ফট কনভার্টার তৈরি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪টি সফটওয়্যার/টুলস (এসিআর, স্পেল চেকার, আইপিএ কনভার্টার ও সেটিমেন্ট অ্যানালাইসিস) এর উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে, ডিসেম্বর ২০-ফেব্রুয়ারি ২১ এর মধ্যে ডেমো প্রকাশ করা হবে এবং ১১টি সফটওয়্যার/টুলস-এর উন্নয়ন চলমান আছে।	৫	১০	২০	২০৩০	বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী তহবিল (Innovation Fund) চালুকরণ ও উন্নয়ন বাজেটে অর্থের সংস্থান করা এবং এ সকল উদ্যোগ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং Scale-up করার জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থের বরাদ্দ প্রদান।	৪.৪ ৯.৫	আইসিটি শিল্পের বিকাশ	শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী তহবিল গঠন	অর্থের পরিমাণ	২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের জন্য আইসিটি বিভাগের আওতায় উদ্ভাবনী তহবিল (Innovation Fund) চালু করা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে iDEA প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫৮ টি স্টার্টআপকে বাছাই করে মোট ১৪.০২ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৯.৫৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Scale-up করার জন্য Startup Bangladesh Ltd. কোম্পানি গঠন করা হয়েছে।	৫ কোটি	১৫ কোটি	২৫ কোটি	৫০ কোটি	বিসিসি
Cashless Society তৈরির জন্য Innovative Solution উদ্ভাবন ও প্রাথমিক সহজীকরণ এবং প্রণোদনা প্রদান।	১৭.৮	আইসিটি শিল্পের বিকাশ	Cashless Society তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	IDTP (Interoperable Digital Transaction Processing) এর সংস্থা	Cashless Society তৈরির জন্য iDEA প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে IDTP বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	১	১			বিসিসি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
আইটি ও আইটিইএস উন্নয়ন, সেবা প্রদান, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য Certification-এর মাধ্যমে আইসিটি শিল্পে নিয়োজিত জনবলের পেশাগত মানের ক্রমাগত উন্নয়ন।	৪.৪	আইসিটি শিল্পের বিকাশ	আইসিটি শিল্পে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের ঘাটতি পূরণে সার্টিফিকেশন পরীক্ষা পরিচালনা করা।	ITEE পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এর সংখ্যা	জাপানের সহায়তায় ITEE পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬২১ জন সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।	২০০	৫০০	৫০০	৩০০০	বিসিসি
তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা প্রদান।	৪.৪	আইসিটি শিল্পের বিকাশ	কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি।	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	বর্তমানে এলআইসিটি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় ১০০০ জন গ্রাজুয়েটকে তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।	৫০০	৩০০	৩০০	৬০০	বিসিসি
তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের মধ্যম স্তরের দক্ষ জনবল তৈরির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	৪.৪	আইসিটি শিল্পের বিকাশ	তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষ জনবল তৈরি		দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের ৬৪২ জন মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট ফর ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল (এসএমএপি) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	৫০	১০০	১০০	৫০০	বিসিসি

৫.৫.৩ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
					অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	২০২১	২০২৩	২০২৫	
১. হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা (৫০টি পার্ক)	৯.২, ৮.৩, ৮.৬ [৩.১৬.১০ শিল্প উন্নয়ন: বিত্তগীয় শহরে আইটি পার্ক স্থাপন এবং এসব পার্কে কর্মসংস্থান সৃষ্টি]	ইভান্সি প্রমোশন চার স্তর	১.১ বিভাগীয় শহরে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা (৮টি)	১.১.১ চালুকৃত হাই-টেক পার্ক	চট্টগ্রাম-চুরেট কাজ ৭০% সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকার কালিয়াকের: বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ৩৬টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। খুলনা-কুরেট: শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ ৯০% সমাপ্ত। সিলেট: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক/সিলেট-এর মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ ৯০% সমাপ্ত এবং ১টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ কাজ ৭০% সমাপ্ত হয়েছে। রাজশাহী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে গত ১২-০২-২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী-এর উদ্বোধন করেছেন। ১০টি কোম্পানিকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	৩০টি	৩৫টি	২টি	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
			১.২ জেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা (৪৫টি)	১.২.১ চালুকৃত হাই-টেক পার্ক	জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা; শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর এবং শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরসহ ৩টি জেলা শহরে ৩টি পার্কে ব্যবসা চলমান আছে।	৮টি	--	২টি	

কর্মপরিচালনা	এসডিজি টাক্টি	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা					বাস্তবায়নকারী
					অর্জন ২০২০ সেক্টরের পর্যন্ত	২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
১. পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিভাগ গবেষণার সুযোগ তৈরি	১.৩	১.৩.১	পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগ (দেশি ও বিদেশি)	১.৩.১ বরাদ্দ প্রদানকৃত কম্পিউটার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	১৩০টি	১৫০টি	৩০০টি	৫০০টি	২০৩০	৫০০টি
২. প্রয়োজন ভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি	২.১	২.১	বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন	স্থাপিত ল্যাব সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	২৯টি	৪১টি	৪১টি	৪১টি	৪১টি	৪১টি
৩. কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি	৩.১	৩.১	দক্ষমানব সম্পদ তৈরি	প্রশিক্ষিত জনবল সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	২৮,৫০০	৩৮,৫০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০
৪. কমসংস্থানের সুযোগ তৈরি	৪.১	৪.১	প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি	কর্মরত জনবল সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	২০,০০০	৩০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
৫. স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা	৫.১	৫.১	বিনামূল্যে অফিস স্পেস প্রদান	স্টার্ট আপ সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৮৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি
৫.২	৫.২	বিনামূল্যে ইউটিলিটি সুবিধা প্রদান	স্টার্ট আপ সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	২৩টি স্টার্ট আপকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে	৮৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি	১৩৩টি

৫.৫.৪ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়

ক্রমিক নং	কর্মপরিচয়না	এসজি টাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাড়বায়কারী
							২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
১	অবকাঠামো ও কারিগরি উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৯.গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	সিএ মনিটরিং সিস্টেম অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার	স্থাপিত অবকাঠামো ও চালুকৃত সিস্টেম	সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প সমাপ্ত	সিএ মনিটরিং করা ও সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ করা	সিএ মনিটরিং করা ও সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ করা	সিএ মনিটরিং করা ও সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ করা	সিএ	
২	ই-সার্ভিসসমূহের পরিচিতি নিশ্চিত সিটিজেন ডেটাবেজ এর ব্যবহার	৯.গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা	অবকাঠামো গত উন্নয়ন	১। ই-সার্ভিসসমূহে ও পরিচিতি নিশ্চিত সিটিজেন ডেটাবেজের ব্যবহার শুরু। ২। Unique Identification Agency- এর কাজ শুরু অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধি চূড়ান্তকরণ। ৩। বিভিন্ন ই- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান	চালুকৃত সিস্টেম	সিটিজেন ডেটাবেজ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিএ কার্যালয়ের রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ২টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। সিটিজেন ডেটাবেজের প্রকল্প শুরু (২০২১-২০২২) (৫)	সকল ই-সার্ভিস সমূহে সিটিজেন ডেটাবেজের প্রক্রিয়া সহজকরণ প্রকল্প চলমান (২০২১-২০২২) (৫)	সকল ই-সার্ভিস সমূহে সিটিজেন ডেটাবেজের প্রক্রিয়া সহজকরণ প্রকল্প সমাপ্ত (২০২১-২০২২) (৫)	সকল ই-সার্ভিস সমূহে সিটিজেন ডেটাবেজের প্রক্রিয়া সহজকরণ প্রকল্প সমাপ্ত (২০২১-২০২২) (৫)	সিএ	
৩	ডিজিটাল স্বাক্ষর-এর মোবাইল ফোন প্র্যাটফর্মের ব্যবহার	৯.গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা	অবকাঠামো গত উন্নয়ন	মোবাইল পিকেআই সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল প্রকার ডিজিটাল ডিভাইসে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার নিশ্চিত করা	চালুকৃত সিস্টেম	প্রকল্পের পিডিপি প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	মোবাইল পিকেআই সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্প শেষ (২০২১-২০২৩)	মোবাইল পিকেআই সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্প শেষ (২০২১-২০২২) (৩)	সকল ডিজিটাল ডিভাইসে ডিজিটাল স্বাক্ষর নিশ্চিতকরণ	সিএ	

ক্রমিক নং	কর্মপরিচালনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
							২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
৪	সিসিএ-এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন	৯.গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	সিসিএ এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণকরণ	নির্মাণকৃত অবকাঠামো	প্রকল্পের পিডিপি প্রস্তাব (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে) প্রেরণ করা হয়েছে।	সিসিএ এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প এর ডিপিপি প্রণয়ন (২০২২- ২০২৫)	সিসিএ এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প চলমান। (২০২২- ২০২৫)	সিসিএ এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্ত (২০২২- ২০২৫)	২০৩০	সিসিএ
৫	দলিল নিবন্ধন ও রাজস্ব আদায়ে ই- স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালুকরণ	৯.গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা	ই-গভর্নেন্স	ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন করা	চালুকৃত ই-স্ট্যাম্পিং সিস্টেম	প্রকল্পের জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত ১৮/০২/২০১৬ খ্রি: তারিখে তৎকালীন সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নির্দেশনায় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হয়। তবে প্রকল্প বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সে প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। আইসিটি বিভাগ কর্তৃক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগ বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন প্রকল্প শুরু (২০২১- ২০২৫)	ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন প্রকল্প চলমান (২০২১- ২০২৫)	ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন প্রকল্প সমাপ্ত (২০২১- ২০২৫)	১। কাজবিহীন দলিল নিবন্ধন ২। অনলাইনে রাজস্ব আদায়	সিসিএ
৬	বিভাগীয় পর্যায় সিসিএ এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন	৯.গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	আট বিভাগে সিসিএর বিভাগীয় কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা	নির্মাণকৃত অবকাঠামো	প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ধারণাপত্র তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে	বিভাগীয় পর্যায়ে সিসিএ এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন প্রকল্প ডিপিপি প্রণয়ন। (২০২৩- ২০৩০)	বিভাগীয় পর্যায়ে সিসিএ এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন প্রকল্প শুরু (২০২৩- ২০৩০)	বিভাগীয় পর্যায়ে সিসিএ এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন প্রকল্প চলমান (২০২৩- ২০৩০)	বিভাগীয় পর্যায়ে সিসিএ এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন প্রকল্প শেষ। (২০২৩- ২০৩০)	সিসিএ

ক্রমিক নং	কর্মপারিকল্পনা	এসভিজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বায়বাহককারী
							২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
৭	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ	১৭.৮. ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ গুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার (Repository) নির্মাণ করা	নির্মাণকৃত সংরক্ষণাগার	প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ধারণাপত্র তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার (Repository) নির্মাণ প্রকল্পে ডিজিপি প্রণয়ন (২০২২-২০২৫)	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার (Repository) নির্মাণ প্রকল্পে চলমান (২০২২-২০২৫)	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার (Repository) নির্মাণ প্রকল্পে চলমান (২০২২-২০২৫)	ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করণ।	সিসিএ
৮	ই-সার্ভিসের মাধ্যমে ই-সেবা প্রদান।	১৭.৮. ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ গুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।	ই-গভর্নেন্স	ই-সেবাসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা সংযুক্ত করা।	ই-সেবাসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থার সংযুক্তকরণ প্রকল্প শুরু (২০২৩-২০২৭)	প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ধারণাপত্র তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ই-সেবা সমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থার সংযুক্তকরণ প্রকল্পে চলমান (২০২৩-২০২৭)	ই-সেবা সমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থার সংযুক্তকরণ প্রকল্পে চলমান (২০২৩-২০২৭)	ই-সেবাসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা সংযুক্তকরণ প্রকল্প সমাপ্ত। অনলাইনে এবং মোবাইল ফোন প্র্যাটিকর্মে ডিজিটাল স্বাক্ষর সমন্বিত ই-সার্ভিসের ব্যাপক ব্যবহার।	সিসিএ	
৯	বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ব্রাউজার তৈরির মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ	১৭.৮. ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ গুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ	ই-গভর্নেন্স	বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার উন্নয়ন করা	চালুকৃত সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার	প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার উন্নয়ন প্রকল্পের	বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার উন্নয়ন প্রকল্পে	ব্রাউজার উন্নয়ন প্রকল্পে বাংলাদেশ শেখ শাহরিয়ার হোসেনের নেতৃত্বে	সিসিএ	

ক্রমিক নং	কর্মপরিচালনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যসমূহ				বাস্তবায়নকারী
							২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
১০	সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো	মানবসম্পদ উন্নয়ন	সকল সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান ও বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সারাদেশের জেলা, উপজেলা, মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার প্রায় ২৬,৬০৯ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে	ডিপ্লিপি প্রথম (২০২২-২০২১)	প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান (২০২২-২০২১)	চলমান (২০২২-২০৩০)	২০৩০	সিসিএ
		৯.খ) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা দান					১) ৮০০ সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ। ২) সকল সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ প্রকল্পের ডিপ্লিপি প্রথম (২০২২-২০২১)	সকল সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ প্রকল্প চলমান (২০২২-২০২৫)	সকল সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ প্রকল্প সমাপ্ত (২০২২-২০২৫)	যে কোন অনলাইন/অফলাইন প্লেনদেন ও উদ্যোগে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	এসভিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
							২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
১১	নারীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয় সচেতন করার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন।	৫(১) সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান যত্নো ৫(খ) নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।	মানবসম্পদ উন্নয়ন	বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ডিজিটাল স্বাক্ষর ও সাইবার অপরাধ বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রশিক্ষিত ছাত্রী সংখ্যা।	সারাদেশের গার্লস স্কুলে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৪৭,২০৭ জন ছাত্রীকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ৮ম-১০ম শ্রেণির ১০,০০০ স্কুল ছাত্রী ও তাদের অভিভাবককে সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা।	বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ৮ম-১০ম শ্রেণির ১০,০০০ স্কুল ছাত্রী ও তাদের অভিভাবককে সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা।	বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে সারাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও সাইবার অপরাধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করণ।	২০৩০	সিসিএ

৫.৫.৫ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (DSA)

কর্মপরিকল্পনা	এসভিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
ডিজিটাল নিরাপত্তায় পরিকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং সাইবার নিরাপত্তা বিধানে সক্ষমতা অর্জন	১.৬.৬, ১.৭.৮ (Associate)	ই-গভর্নেন্স (Electronic Governance)	১। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন ২। ডেটা প্রাইভেসি এন্ড প্রটেকশন আইটি/বিধিমালা খসড়া প্রণয়ন ৩। ক্লাউড কম্পিউটিং বিধিমালা/নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন ৪। সিআইআই (CII) পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ৫। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন/পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ৬। সাংগঠনিক কাঠামো খসড়া প্রণয়ন ৭। জনবল নিয়োগ বিধিমালা	পরিকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং সাইবার নিরাপত্তা বিধানে সক্ষমতা অর্জন	১। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি বিধিমালা-২০২০ ০৮/৩০/২০২০ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে ২। ডেটা প্রাইভেসি এন্ড প্রটেকশন অ্যান্ড খসড়া প্রণয়ন হয়েছে। ৩। ক্লাউড কম্পিউটিং বিধিমালা/নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন হয়েছে। ৪। সিআইআই (CII) পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন খসড়া	১। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা আহ্বান ২। সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোগত আইটি অডিট প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা বিধান সতর্কীকরণ এবং PCI-DSS সার্টিফিকেশন অর্জন নিশ্চিতকরণ করা।	১। সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোগত আইটি অডিট প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা বিধান সতর্কীকরণ এবং PCI-DSS সার্টিফিকেশন অর্জন নিশ্চিতকরণ করা।	১। দেশের সকল ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মানদণ্ড নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ২। জাতীয় পর্যায়ে সকল গুরুত্বপূর্ণ (KP) সরকারি দপ্তরে ইনফরমেশন অডিট বাধ্যতা মূল্যক করা ৩। জাতীয় ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন ৪। ন্যাশনাল	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা			বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	
			<p>খসড়া প্রণয়ন</p> <p>৮। ২টি Critical Information Infrastructure এর আইটি অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৯। সাইবার নিরাপত্তা বিধানে জনগণকে প্রাথমিক সহায়তা প্রদানে ডিজিটাল নিরাপত্তা হেল্প-ডেস্ক স্থাপন</p> <p>১০। হেল্প-ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরাপদ এবং তথ্যবহুল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ</p> <p>১১। সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের আইটি অডিট প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা</p> <p>১২। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তা বিধানে সতর্ককরণ এবং PCI-DSS সার্টিফিকেশন অর্জনের সহায়তা প্রদান</p>	<p>প্রণয়ন</p> <p>৫। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন/পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন (খসড়া)</p> <p>৬। সাংগঠনিক কাঠামো খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৭। জনবল নিয়োগ বিধিমালা খসড়া প্রণয়ন হয়েছে।</p> <p>৮। ২টি Critical Information Infrastructure এর আইটি অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৯। সাইবার নিরাপত্তা বিধানে জনগণকে প্রাথমিক সহায়তা প্রদানে ডিজিটাল নিরাপত্তা হেল্প-ডেস্ক স্থাপন</p>	<p>নিরাপত্তা</p> <p>কাউন্সিলের সভা আয়োজন</p> <p>৫। হেল্প-ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরাপদ এবং তথ্যবহুল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ</p>			<p>সিঙ্ক্রিটি অপারেশন সেন্টার এবং মাল্টিরিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপন</p> <p>৫। ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর</p> <p>৬। আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ।</p> <p>৭। অনুমোদিত জনবল নিয়োগ</p> <p>৮। সাইবার হুমকি এবং এ সংক্রান্ত দুর্ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা প্রদান ও নির্ধারিত আইনগত পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান</p> <p>৯। ফরেনসিক ল্যাবে কর্মরত জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় সনদ তালিকা</p> <p>যৌষণা/প্রকাশ করা</p> <p>১০। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের নিরীক্ষা পদ্ধতি তৈরি ও বাস্তবায়ন</p> <p>পরিবীক্ষণ</p> <p>১১। সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর আইটি অডিট প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা</p> <p>১২। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ ও</p>	

কর্মসূচীর নাম	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৯.গ (Associate)	আইসিটি শিল্পের সম্প্রসারণ বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকের এ ও একর জায়গার উপরে আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্পন্ন কার্যালয় ভবন নির্মাণ	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১। বুয়েট কর্তৃক সমীক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ ২। এজেন্সির কার্যালয় স্থাপনে প্রয়োজনীয় লে-আউট ও নকশা হুড়াহুড়করণ ৩। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, NCERT/NCS IRT, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা	১। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকের এ ও একর জায়গার উপরে আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্পন্ন কার্যালয় ভবন নির্মাণ সম্পন্নকরণ ২। এজেন্সির ভবনে ন্যাশনাল ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, NCERT/NCSIRT, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা	১। ডিজিটাল সিকিউরিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন ২। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন ৩। স্পেশালাইজড প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপন ৪। বিভাগীয় পর্যায়ে এজেন্সির ৮ টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন। ৫। সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি	



কর্মপরিচালনা	এসডিজি টাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
মানব সম্পদ উন্নয়নে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম	১.৭.৮ (Associate)	মানব সম্পদ উন্নয়ন	<p>১। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন পরিচালনা</p> <p>২। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ/কোর্স কার্যক্রম চালুকরণ</p> <p>৩। গুজব, ফ্যাট চেকিং ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিরাপদ ব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন</p> <p>৪। ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য ডিজিটাল লিডারশীপ প্রোগ্রামের কন্টেন্ট তৈরিকরণ</p> <p>৫। জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরিকরণ</p>	সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম	<p>১। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণটি পরবর্তীতে প্রশিক্ষণটি চালু রাখা</p> <p>২। ফেজইং জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণ</p> <p>৩। ৫টি Critical Information Infrastructure এর ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৪। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসমূহের ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৫। জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরিকরণ</p>	<p>১। ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণটি চালু রাখা</p> <p>২। ফেজইং জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণ</p> <p>৩। ৫টি Critical Information Infrastructure এর ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৪। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসমূহের ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৫। জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরিকরণ</p>	<p>১। ফেজইং জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণ</p> <p>২। ১০টি Critical Information Infrastructure এর ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৩। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসমূহের ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৪। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসমূহের ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ</p> <p>৫। জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরিকরণ</p>	<p>১। দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ও ৪৯২টি উপজেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন</p> <p>২। ক) ০১ (এক) লক্ষাধিক জনগণকে সাইবার সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান</p> <p>খ) এজেন্সির অপারেশন সেন্টারের কর্মকর্তাদের স্পেশালাইজড প্রশিক্ষণ আয়োজন</p> <p>গ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশালাইজড প্রশিক্ষণ আয়োজন</p> <p>৩। সরকারি মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন</p> <p>৪। ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন</p> <p>৫। ৩৫০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন</p> <p>৬। দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ও</p>	২০৩০	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
						৮৯২টি উপজেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন	৭। ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিসার্চ ফোরাম গঠন	ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের CHFI, Oxygen Forensic Certified, Encase Certified eDiscovery Practitioner (EnCEP) ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান		

৫.৫.৬ এটুআই

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা			বাস্তবায়নকারী			
						২০২১	২০২৩	২০২৫				
বাংলা ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মুক্তপাঠের মাধ্যমে শতাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।	4.4, 4.7 (Associate)	দক্ষ মানবসম্পদ	মুক্তপাঠে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট তৈরি	প্রস্তুতকৃত কোর্স-এর সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	২৭ টি	৪০ টি	৭০ টি	১০০ টি	২০২৫	২০৩০	১৫০ টি	এটুআই

কর্মপরিকল্পনা	এসডিজি ট্যাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডেটা, ব্লক চেইন, আইওটি বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা।	8.1, 8.2, 8.3, 8.6 (Associate)	দক্ষ মানবসম্পদ	আই-ল্যাব এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডেটা, ব্লক চেইন, আইওটি বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা।	থোটো টাইপ গ্রন্থভুক্ত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫০ টি	১০০ টি	১২৫টি	১৫০ টি	২০০ টি	এটিআই
		দক্ষ মানবসম্পদ		জাতীয়করণকৃত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২ টি	১০ টি	১২টি	১৫ টি	২০ টি	এটিআই
যুবদের বাজারমুখী কারিগরি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।	8.1, 8.2, 8.3, 8.6 (Associate)	দক্ষ মানবসম্পদ	যুবদের বাজারমুখী দক্ষতা অর্জনে জ্ঞান নিশ্চিত করা।	দক্ষতা অর্জনকৃত যুবদের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২, ৭৮, ৩২০ জন	৩৬০,০০০ জন	৪১০,০০০ জন	৪৬০,০০০ জন	৬৬০,০০০ জন	এটিআই
		দক্ষ মানবসম্পদ		ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকৃত যুবদের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫ মিলিয়ন	৮ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন	১৫ মিলিয়ন	২০ মিলিয়ন	এটিআই
পলিসি তৈরি বা রক্ষীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনলাইন টুলের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি প্রচলন	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাতায়ন আরো কার্যকরী করা এবং সিটিজেন চাটার এর সাথে সংযুক্ত রাখা।	এহংকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	৬৯%	৭০%	৮০%	৮০%	৮০%	এটিআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
		ই-গভর্নমেন্ট		জামিন আবেদন নিষ্পত্তি	২০,০০০	৩০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০	১০০,০০০	এটিআই
উজবানী সংস্কৃতি চলমান রাখা ও আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সংস্থার ফান্ডের ব্যবস্থা করা।	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	উজবানী আইডিয়ার ফাউন্ড নিশ্চিত করা	ফাউন্ড আইডিয়ার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২৫৯ টি	৩০০ টি	৪০০ টি	৫০০ টি	এটিআই	
		ই-গভর্নমেন্ট		জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত প্রকল্পের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২০ টি	৩০ টি	৩৮ টি	৪৫ টি	৭৫ টি	এটিআই
সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	সেবার সহজ গ্রাফি নিশ্চিত করার জন্যে সেবা পয়েন্ট স্থাপন করা	সেবা পয়েন্ট স্থাপিত	৬,৬৮৬ টি	৭,৬০০ টি	৮,৬০০ টি	১০,০০০ টি	এটিআই	

কর্মসূচিকল্পনা	এসভিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
বিত্তীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে জনগণ যাতে সকল সেবাসমূহ এক স্থান থেকে গ্রহণ করতে পারে এ লক্ষ্যে সকল ই-সেবাসমূহের সমন্বয়ে একটি একক প্র্যাটিফর্ম প্রস্তুতকরণ।	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	এক সেবা পোর্টাল চালু করা যেখানে সকল ধরনের সরকারি সেবার সম্মিলন থাকবে।	এক সেবা পোর্টালে প্রাপ্ত সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩৩৪ টি	২,০০০ টি	৪,০০০ টি	৭,০০০ টি	১০,০০০ টি	এটিআই
	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	সরকারি সেবার সহজীকরণ	সহজীকৃত সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৪৩৪ টি	১,৫০০ টি	১,৮০০ টি	২,২০০ টি	২,২০০ টি	এটিআই
	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	জাতীয় তথ্য বাতায়নে সেবা অভিগম্য প্র্যাটিফর্মে উন্নীতকরণ	জাতীয় তথ্য বাতায়নে অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫১,৩৪৭ টি	৫২,০০০ টি	৫৩,০০০ টি	৫৩,০০০ টি	৫৬,০০০ টি	এটিআই
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সারাদেশে বাস্তবায়ন	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাতায়ন আরও কার্যকর করা এবং সিটিজেন চার্টারের সঙ্গে সংযুক্ত করা	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার	৩৯%	৭০%	৮০%	৮০%	৮০%	এটিআই ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ
সরকারের সকল দপ্তরকে ই-ফাইলের আওতায় আনা এবং ই-ফাইলের ১০০% ব্যবহার নিশ্চিত করা।	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	১০০% সরকারের দপ্তরকে ই-ফাইলের আওতায় নিয়ে আসা	ই-ফাইলের আওতায় সরকারি অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৮,২৪৪	১৫,০০০	১৯,০০০	২১,০০০	২৩,০০০	এটিআই
সরকারি সকল সেবা সহজীকরণ	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	সরকারি সকল সেবা সহজীকরণ	সহজীকৃত সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৪৩৪ টি	১,৫০০ টি	১,৮০০ টি	২,২০০ টি	২,২০০ টি	এটিআই
সরকারি সকল সেবা অনলাইনে প্রদান	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	এক সেবা পোর্টাল চালু করা যেখানে সকল ধরনের সরকারি সেবার সম্মিলন থাকবে।	অনলাইনে সরকারি সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩৩৪ টি	২,০০০ টি	৪,০০০ টি	৭,০০০ টি	১০,০০০ টি	এটিআই
সহজে, দ্রুত ও স্বল্প খরচে সেবা প্রদান নিশ্চিত ডিজিটাল সেন্টারের সম্প্রসারণ	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি	ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৬,৬৮৬ টি	৭,৬০০ টি	৮,১০০ টি	৮,৬০০ টি	১০,০০০ টি	এটিআই
জস্বেবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্য বিক্রয়ে অডিও/ভিজিও ও অন্যান্য কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ	4.4, 4.7 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ	কন্টেন্ট প্রস্তুতকৃত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৪৫ টি	১০০ টি	১৫০ টি	২০০ টি	২৫০ টি	এটিআই

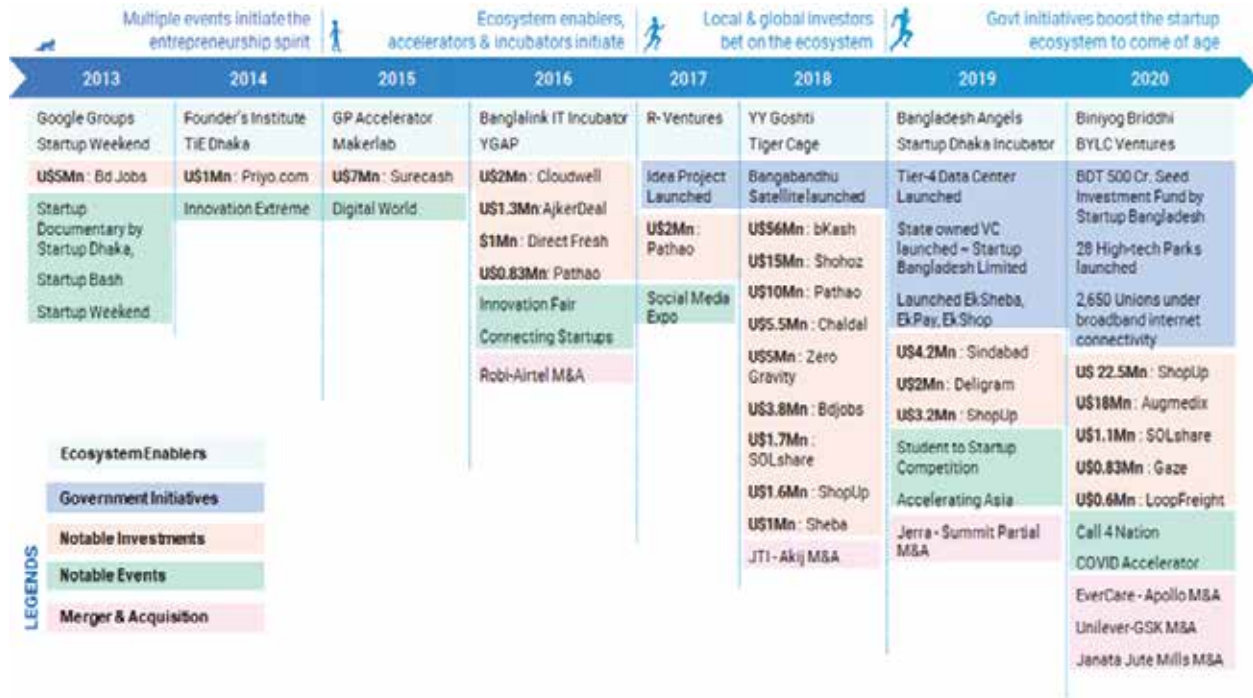
কর্মশরিকল্পনা	এসডিজি টার্গেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	আর্জন	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
নাগরিক সেবা প্রদানে অনলাইনভিত্তিক সেবা সিস্টেম প্রবর্তন	9b (Co-lead)	ই-গভর্নমেন্ট	১০০% ই-মিউটেশন সেবার আওতায় সকল ভূমি অফিসকে নিয়ে আসা	উপজেলা অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৪৮৫ টি	৪৮৯ টি	৫১১ টি	৫১১ টি	২০৩০	এটিআই
বিশ্বের জনপ্রিয় ফিনটেক এবং ডিজিটাল সেবার আদলে দেশীয় উদ্যোগে তৈরি সেবা প্রসারে আর্থিক এবং কৌশলগত সুবিধা প্রদান করা।	1.3, 1.4 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	সকল P2G পেমেট অনলাইনে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।	অনলাইনে প্রাপ্ত পেমেট সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩৩ টি	১৮০ টি	২৫০ টি	৩০০ টি		এটিআই
	1.3, 1.4 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	সকল G2P পেমেট ডিজিটাল পেমেট-এর আওতায় নিয়ে আসা।	সেবাগ্রহীতার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২২.৮১ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৮০ লক্ষ	১ কোটি		এটিআই
স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকোচ বিষয়সমূহ চিহ্নিত এবং শিক্ষার স্তর অনুসারে বিগত করে প্রতিটি বিষয়ে কন্টেন্ট তৈরি করা।	4.4, 4.7 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	শিক্ষক বাতায়নের মাধ্যমে অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ	প্রস্তুতকৃত কন্টেন্ট এর সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩,৩১,৭০৩ টি	৩,৫০,০০০ টি	৮০০০০ টি	৮,০০,০০০ টি		এটিআই
জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চশিক্ষিত তরুণদের তথ্য সংবলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডেটাবেজ সংবলিত সিস্টেম প্রণয়ন এবং চাকরি দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত রাখা।	8.1, 8.2, 8.3, 8.6 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	দক্ষতা বাতায়নের সাথে সকল জব পোর্টাল এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহকে সংযুক্তকরণ	জব পোর্টালে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত	২০ %	৬০%	৮০%	১০০%		এটিআই
সকল ধরনের শিক্ষাকে বিবেচনায় রেখে অনলাইনে শিক্ষার কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ	4.4, 4.7 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	বিশ্বের বাতায়নে মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষাকার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	প্রস্তুতকৃত কন্টেন্ট এর সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩১,৮০০ টি	৮০,০০০ টি	১,০০,০০০ টি	১,২০,০০০ টি		এটিআই
একপে, একশপ, ডিজিটাল ওয়ালেট, পরিচয় প্রভৃতি প্র্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনে সম্প্রসারিত এবং সু-সংহত করা।	1.3, 1.4 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	একশপ প্র্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন দেশ-বিদেশে সম্প্রসারিত এবং সু-সংহতকরণ	সেবা পয়েন্টে স্থাপিত (দেশে এবং বিদেশে) (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৬,২৩৮ টি	৩৫,০০০ টি	৪৫,০০০ টি	৬০,০০০ টি		এটিআই

কর্মসম্পন্নিকল্পনা	এসজি টাগেট	ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তর	কার্যক্রম	সূচক	অর্জন ২০২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা				বাস্তবায়নকারী
						২০২১	২০২৩	২০২৫	২০৩০	
দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সব ধরনের ভাতা, অনুদান ও অন্যান্য সুবিধা অনলাইনে প্রদান করার প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা যেখানে ভাতা প্রাপ্তি বিষয়ক সকল নির্দেশনা থাকবে এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট নোটিফিকেশন যাবে। একটি রাস্ত্রীয় তহবিল ভাতার সকল টাকা জমা হবে এবং তা উক্ত সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে যেন যে কোন অনুদান মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছে যায়।	1.3, 1.4 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	সকল ধরনের পেমেন্ট সেবাগুলোকে এক পে প্ল্যাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসা	অন্তর্ভুক্ত সেবার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	১৩ টি	৩০০ টি	৫৫০ টি	৬০০ টি	৮০০ টি	এটিআই
		1.3, 1.4 (Associate)	ই-গভর্নমেন্ট	মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রাণ্ড ভাতা ডিজিটাল পেমেন্ট সার্ভিস এর আওতায় নিয়ে আসা	ডিজিটাল উপায়ে পেমেন্ট গ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)	৮৭,৫৫২ জন	১,৯২,০০০ জন	১,৯২,০০০ জন	১,৯২,০০০ জন	১,৯২,০০০ জন



৫.৫.৭ Startup Bangladesh Limited – Looking at the Future: Way Forward through SDGs

Bangladesh's startup ecosystem has come a long way in a short time and aims to be the roaming ground for multiple unicorns by next decade. The diagram below shows a snapshot of the ecosystem's journey:



Source: Bangladesh Startup Consortium

As we move forward we need to continue to invest in our entrepreneurship and digital ecosystem. The *Post-COVID-19 National ICT Roadmap* exercise was conducted by Information and Communication Technology (ICT) Division to take Bangladesh to the next level of digitalisation and its streamlining into all aspects of our lives; take the ICT industry to the next level with the agenda of 'Made in Bangladesh'; and to help Bangladesh become more inclusive, sustainable, and humane. The Information and Communication Technology (ICT) Division believes this will not only defend and mitigate the adverse effects of the pandemic or but also to take the opportunity to reflect and overhaul our approach as a nation towards economy, society, governance, and prosperity. From over a hundred agenda to realise the set objectives, the Post COVID undertaking narrowed down to a number of domino effect agenda that would have large-scale impact, bring transformational change, and allow leapfrogging in certain verticals. They would also enable better preparedness for future disaster management, accelerate national aspirations in particular areas, and drive the country towards taking new opportunities.

As part of the Information and Communication Technology (ICT) Division's innovative steps to address existing gaps and constraints towards implementing the ambitious global framework of the SDGs, it is taking numerous initiatives to develop the technology infrastructure of the country to create universal and affordable access to digital devices and the Internet in an effort to develop the digital literacy of the people. Startups can play a critical role in addressing the market needs and this will serve as the basis to have far-reaching consequences in developing and upgrading the education and health systems and making them accessible to all. This along with initiatives to introduce alternative credit rating systems will increase financial inclusivity of the nation. Startups are critical for innovation that

gives us not only growth but inclusive growth. The Post-COVID- ICT Roadmap found the startup ecosystem to cross-cuts multiple domino effect agenda addressing SDGs.

Some major initiatives taken by the Information and Communication Technology (ICT) Division involving the startup ecosystem which would contributed to the realizing most of the SDG milestones are discussed below:

- A. National Policy and Agenda for Start-ups: With the *Digital Bangladesh* agenda at the Government's core, it is eminent to form a startup policy to offer multiple benefits for the startup and ecosystem players such as ease of access to debt finance, reducing the cost of doing business, ease of doing business, fiscal policy support – VAT/tax exemptions and rebates. Additional structures like “Fund of Funds” and “investor incentives including easier Forex guidelines and repatriation profits” can also help investment momentum into the ecosystem. An enabling policy will promote the growth of startups and the ecosystem attracting foreign investment in the ecosystem, benefiting the country's growth and employment rate. This would also help targeted skills development programs for balancing domestic and overseas employment, and wage and self-employment and job creation [direct/in-direct] for 15 million people by 2030, up 10 times from current levels, making digital commerce a central way of life.
- B. Access to Digital Financial Services: Through universal coverage of digital financial services and financial data interoperability it can speed up financial inclusion by 10 times providing alternative credit rating system for CMSMEs, vulnerable citizen, and women entrepreneurs across the spectrum. This breakthrough in access to comprehensive digital financial services (payment, savings, credit, insurance) for 80 million citizens, 40 million businesses, and six million+ CMSMEs through digital commerce; also creating five million formal employments from the informal sector (of 11 million) facilitating growth and protection of the backbone of the economy.
- C. Ease of Doing Business Index: Business processes, policies, and regulations have to be streamlined and more comfortable to start and operate startups/SMEs. A way forward could be to use technology and FinTech platforms to make tax payments seamless, transparent, and secure. All these will lead to private sector transformation boosted through local and foreign direct investment.
- D. Investment in Education and Industry-Academia Collaboration: Industry-academia is mandatory to set up the right kind of infrastructure to nurture innovation and talents at school/university level as well as leverage knowledge remittances from NRBs all over the world through incentivized initiatives. Additionally, to build entrepreneurial talent critical thinking and problem solving has to be instilled at the schooling system to build human capital at an early age and blended learning/ technology levers can help in building out the next generation of startup founders. Coupled with universal access to digital devices and the Internet, through promotion of EdTech platforms the startup ecosystem can create breakthroughs in reducing digital divide for access to digital education content for 28 million students that will lead to transformation of education to 4IR adjusted blended learning approach for all citizens.
- E. 'Made in Bangladesh' boost in ICT and emerging technologies: By focusing on building out Hi-Tech ecosystem both for software and hardware Bangladesh can become a 'Made in Bangladesh' boost in ICT and emerging technologies resulting in export diversification and 100K employment creation, meeting internal aspirations of universal affordable access to digital device, digital literacy, and the Internet as well as creating a growth ecosystem for the Startups.

Bangladesh, symbolized by a red sun among a green meadow started in 1971, has journeyed a long path as we enter our 50th year. We do believe that as a country we are entering the “high seas” with a rising sun lighting our adventure forward.

৫.৫.৮ iv Tier Data Center: Scope of work Aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) Targets

SL no.	On-going Project/Programme/Strategy/ Action to achieve 7th FYP Goals/ Targets II			Requirement of new Project/Programme/ Strategy/ Action to 2020 III			Actions/ Programme/ Strategy/ Action to achieve 7th FYP Period (2021-2030) IV	Policy/ Strategy if needed in relation with column III & IV
	Name of the project, period and cost	Scope of work (SDGs Target)	Present status	Name of the project, period and cost	Target /Scope of work	Present status		
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4	5
1	Project Name: Establishment of IV Tier National Data Center (4TDC). Project Period: 2015-2021 Project Cost: 159955.67 Lakhs	9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all 9. b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities. 9. c Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020.	100%					

SL no.	On-going Project/Programme/ Strategy/ Action to achieve 7th FYP Goals/ Targets II			Requirement of new Project/Programme/ Strategy/ Action to 2020 III			Actions/ Programme/ Strategy/ Action to achieve 7th FYP Period (2021-2030) IV	Policy/ Strategy if needed in relation with column III & IV
	Name of the project, period and cost	Scope of work (SDGs Target)	Present status	Name of the project, period and cost	Target /Scope of work	Present status		
1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4	5
		17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology.	100%					



চিত্র: ফোর টিয়ার ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার

৫.৬ SDGs Implementation Review (Upto September 2020) according to GED Guideline

Division (ICTD) has been submitted its Sustainable Development Goal (SDG) Implementation Review (SIR) Report 2020 to GED this year.

Introduction

In this digital era, information and communication technology is playing a vital role towards achieving Sustainable Development Goals (SDGs). In fact, currently, ICTD considered one of the potential enablers for the timely realization of Sustainable Development Goals (SDGs). As mandated for promoting the country's ICT sectors, the Information and Communication Technology Division (ICTD) is working persistently to realize Digital Bangladesh in line with SDGs, 7th five years plan and other development plans.

According to the Sustainable Development Goal (SDG) mapping by the Planning Division that has specified responsibilities to be carried out by different ministries/divisions for realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) the ICT division is bestowed with responsibility to realize Goals 1, 4, 5, 8, 9 and 17. Among these goals ICT Division is a Lead agency for target 9.c and 17.8, Co-Lead for 9.b and also Associate for 1.3, 1.4, 4.4, 4.7, 5.b, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 9.2, 9.3, 9.5, 17.6, 17.16 and 17.18.

Information and Communication Technology Division has been striving to achieve these targets before time. In case of target 9.c, almost whole of Bangladesh has come under one or more cellular networks. About 80% citizens have access to at least one cellular network. Target 9.b highlights contribution to GDP by medium and hi-tech industries. According to BBS (April 2018), it is about 12%. ICT Division has been promoting the development of a knowledge-based economy. Around 60% area of Bangladesh is covered by optical fiber network. It will enable citizens to have easy, safe and low-cost internet service. This will also support the achievement of target 17.8 within next one year.

Moreover, Information and Communication Technology, as a driving force, has a significant influence in sectors like Education, Energy, Environment, Health, Finance & Banking, Industry, Transport, Trade and Investment etc. As these areas are also the major concerns of SDGs, hence, the scope of ICT division in implementing Sustainable Development Goals (SDGs) is broader and goes beyond the mapping,

Challenges of Information and Communication Technology Division regarding achieving Sustainable Development Goals (SDGs) include but not limited to implementing the e-government master plan, supporting product innovation and creating innovative ecosystem, funding ICT & Science and Technology related R&D and faster implementation of ongoing projects.

Nonetheless, the Information and Communication Technology Division is moving forward with the vision of building 'Sonar Bangla' through effective, sustainable, citizen-friendly ICT in all spheres of the society. To reach the desired outcome, of late, a comprehensive action plan for implementing election manifesto of the current government in line with Sustainable Development Goals (SDGs) and other development plans has also been chalked out.

Achievement status of SDG Targets (September 2020)

৫.৭ Lead Targets for ICT Division

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
9.c Significantly increase access to information and Communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020.	1) InfoSarker-3 (Jan 2017-Jun 2021); 2) Digital Island Moheshkhali (Jan 2017- Dec 2019); 3) Tier IV National Data Centre (Jul 2015-Jun 2021); Expansion of Tier-III Data Centre; 4) Expansion of Tier-III Data Centre; 5) Connected Bangladesh (Jul 2018-Dec 2021);	- 2400 unions are brought under optical fiber connectivity; - 1,000 offices of police are brought under VPN; - 29 institutions in 3 unions of Moheshkhali has been brought under high-speed internet connectivity; - Tier IV data center has been established; Storage capacity upgraded to 7 peta-byte (of Tier-III data centre); - Storaze capacity upgraded to 15 peta-byte;	1) The Information and Communication Technology Act 2006 (revised in 2013) 2) National ICT Policy 2015 and 2018; 3) Digital Security Act 2018	

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
	<p>6) Empowerment of Persons with Disabilities including NDD through ICT (Jul 2017-Jun 2021;)</p> <p>7) Digital Sylhet City (Nov 2017- Jun 2021;)</p> <p>8) Info Sarker Phase-2 (Jul 2013- Jun 2016;)</p>	<p>-Survey completed of 750 remote unions and optical fiber.</p> <p>- 07 (seven) ICT resource centres have been established at the BCC region and 250 audio-video tutorial content has been developed for Persons with Disabilities.</p> <p>-Established 74 WiFi Access point at Cox'sbazar and 126 WiFi Access Point at Sylhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • দেশব্যাপী ১৮,১৩০ টি সরকারি দপ্তরে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন। • ২৫,০০০ সরকারি কর্মকর্তার মাঝে ট্যাব বিতরণ। • ৮০৪ টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন • দেশব্যাপী সরকারি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমসমূহ একই নেটওয়ার্কে নিয়ে আসা হয়। • ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন। • ২৫৪ টি ই-এগ্রিকালচার সেন্টার স্থাপন। • ৪৮৭টি উপজেলায় সোলার সিস্টেম স্থাপন। • ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন। • ই-সার্ভিসের বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি। • বাংলাদেশ সচিবালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও খামারবাড়িতে ওয়াইফাই জোন স্থাপন। 		
	<p>৯. সিসিএ কার্যালয়ে “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান” প্রকল্প বাস্তবায়ন</p> <p>১০. মোবাইল পিকেআই সিস্টেম স্থাপন</p>	<p>- বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) এবং নাগরিকদের সচেতন করার নিমিত্ত উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরি টিম গঠনের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়ে “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান” প্রকল্প চলমান রয়েছে।</p> <p>জুন, ২০১৮ এ পিকেআই সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে।</p> <p>-মোবাইল পিকেআই সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ফিজিবিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।</p>		

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
	<p>11) She Power: Sustainable Development for Women through ICT</p> <p>Period: January 2017-December 2019.</p>	<p>-10,500 women have been trained throughout 21 greater districts of the country.</p> <p>-Capacity building and increase women's involvement in ICT ecosystem was done by providing training of the women with three different components namely: 1) Freelancer to Entrepreneur, 2) IT Service Provider and 3) Women Call Centre agent.</p> <p>-4000 HSC and above level women are provided of Freelancer to Entrepreneur, 4000 has trained about IT Service Provider and 2500 has trained about Women Call Center Agent category. Finally, 2560 trained about Freelancer to Entrepreneur, 2560 trained about IT Service Provider and 1600 trained about Women Call Center Agent category.</p>	Training Manual	
	<p>12) Establishing Digital Connectivity Project (EDC) (Proposed)</p>	<p>-A Draft commercial contract has been signed between DoICT and CRIG on 28 October, 2018. 4 PEC meeting held on July and November 2019.</p> <p>Recasting of the Project DPP according to the last PEC meeting resolution is in progress.</p>		
	<p>13) Digitalization of Islands along Bay of Bengal, Haor and Beel (Proposed)</p>	<p>-A tripartite MoU was signed among ICTD, ERD and Denmark embassy of Bangladesh to conduct Feasibility Study. Survey for Feasibility Study started on December 15, 2019</p>		

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
	14) The Digital Center i) Union Digital Centre ii) Specialized Digital Centre	<p>-5875 Digital Centers have been established</p> <p>-Underserved citizens accessed to decentralized services delivered from the Digital Centres 84.5 million times.</p> <p>-In 2019, 71% Digital Centre entrepreneurs empowered through earning USD 125+ per month.</p> <p>-Rural people have received various information and services through these centres 6.5 million times, of which 2.7 million times to women per month on an average.</p> <p>-56.6M+ services are provided by the Digital Centers</p> <p>- Five One Stop Service Centres have been inaugurated in Gazipur for RMG workers and One Centre for Fish Industry workers in Khulna</p> <p>- Significant services that have been provided in these Digital Centres are Passport Application, Passport fees, NID correction online application, Exam result, Online NID Copy, Job application, Photocopy, Print, Compose, etc.</p> <p>333 call service centre is being operated in 64 Districts. 1.5 million citizens accessed to solve their social problems such as child marriage, food, adulteration, etc. through Citizen Call Centre-333. 1.6M+ calls received & 7.5K+ social challenges addressed through 333 Call Center</p> <p>-"Krishi Batayon" (Agricultural Portal) has been developed for the farmers.</p>	UDC guidelines Specialized Digital Centre Guideline 333 Call Service Centre Guideline	

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
	<p>15) 333 Call Service centre</p> <p>16) 3331: KrishokBondhu Phone Seba</p> <p>17) Ek-pay</p>	<p>-Almost 8 million farmers have received services and have been empowered with the knowledge of increasing production, quality food, market-oriented agriculture, decent pricing, etc. this initiative has bridged central and rural areas in 2019.</p> <p>-Digitizing Government to Person (G2P) payment is piloting. One safety-net digitization pilot to 115,088 beneficiaries in 2019 has opened up new economic opportunities, out of which 59% are female.</p> <p>-The Digital Financial Services (DFS) Lab+ – a joint initiative by Bangladesh Bank and a2i – is taken to expand and deepen digital financial inclusion.</p> <p>-\$14M+ digital payments under Social Safety Net.</p> <p>-\$ 420M+ transacted and \$ 12.7M+ remittances received under Agent Banking</p> <p>-\$ 2.2M+ products delivered from 1,500 centers & \$ 0.7M+ revenue earned under Ekshop</p>	333 Call Service Centre Guideline	
17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use	<p>1) Innovation Design Entrepreneurship Academy (Jul 2016- Jun 2021);</p> <p>2) Tier IV National Data Centre (Jul 2015- Jun 2021);</p> <p>3) Expansion of Tier-III Data Centre);</p> <p>4) Info Sarker III (Jan 2017- Jun 2021);</p> <p>5) Connected Bangladesh (Jul</p>	<p>-135 tech-innovation based startups were funded and supported.</p> <p>Tier IV Data Center has been established; Storage capacity upgraded to 7 peta-byte.</p> <p>-Storage capacity upgraded to 15 peta-byte.</p> <p>-2400 unions are brought under optical fiber connectivity;</p> <p>- 1,000 offices of police are brought under VPN;</p>	<p>1) National ICT Policy 2015 and 2018;</p> <p>2) Guidelines for funding through iDEA project;</p>	

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
of enabling technology, in particular information and communications technology	<p>2018- Dec 2021);</p> <p>6) Establishment of Secured Email for Government & Digital Literacy Centre (Mar 2018- Dec 2020)</p> <p>7) Info Sarker Phase-2 (Jul 2013- Jun 2016;)</p>	<p>-Survey completed of 750 remote unions & optical fibre.</p> <p>-Hardware for secured email services has been procured.</p> <p>-e-mail account has been created for 138 government offices.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● দেশব্যাপী ১৮,১৩০ টি সরকারি দপ্তরে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন। ● ২৫,০০০ সরকারি কর্মকর্তার মাঝে ট্যাব বিতরণ। ● ৮০৪ টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন ● দেশব্যাপী সরকারি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমসমূহ একই নেটওয়ার্কে নিয়ে আসা হয়। ● ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন। ● ২৫৪ টি ই-গ্রিকালচার সেন্টার স্থাপন। ● ৪৮৭টি উপজেলায় সোলার সিস্টেম স্থাপন। ● ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন। ● ই-সার্ভিসের বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি। ● বাংলাদেশ সচিবালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও খামারবাড়িতে ওয়াইফাই জোন স্থাপন। 		
	<p>8) eGovernment Master Plan (Jul 2016- Dec 2019)</p> <p>9) Bangladesh e-Government ERP (July 2016- Dec 2020)</p> <p>10) "Digital Security Awareness for Girl's" workshops & Online complain against cyber crime using</p>	<p>-Developed master plan for Digital Bangladesh.</p> <p>-Developed five online citizen services (i. various certificate, ii. Trade License, iii) holding tax, iv) Water bill & v) property management) at 9 Municipalities and 1 City Corporation.</p> <p>-Four modules have been developed (Inventory, Meeting Management, Procurement & Asset Management).</p>		

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to September 2020]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken ¹	Remarks
1	2	3	4	5
	Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS)	-Digital Security Awareness for Girl's" workshops have been conducted of 8 divisions across the country. 25,500 students were covered by these workshops (Till May, 2019). Online complain against cyber crime using Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS).		
	11) Establishment of Computer and Language Training lab in Educational Institution all over the Country project.	-4016 "Sheikh Russell Digital Lab" and 160 "Sheikh Russell Digital Classroom" have been established in various educational institutions -Language training software (vashaguru) has been developed and training has also been completed.	Computer lab management Guideline. Training Manual Guidelines	IMED Report CRI Report PD Report
	12) i-Lab 13) Service Innovation Fund 14) grants/ Scholarship for innovation and research	-137 Public universities are connected -Innovations are fostering -Projects on Robotics, AI -5350+ online proposal submitted -185 Awardees -USD 3.1 million awarded -1i-Lab products commercialized & 247 idea funded -100+ individual/organizations and 50+ students/teacher/researchers of universities are getting funds every year		

৫.৮ Co-Lead Target for ICT Division

SDG Targets assigned (Co-Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status (January 2016 to December 2019)	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken	Remarks
1	2	3	4	5
Target (9.b): Support domestic technology development, research and innovation in developing countries including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities.	1) Establishing Bangabandhu Hi-Tech City, Kaliakoir; Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi; Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Sylhet; IT Parks at 12 districts; 21 IT Training & Incubation Centre at 7 districts; IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology (CUET).	<p>-A number of 48 IT companies are running their business in Sheikh Hasina Software Technology Park, Jashore.</p> <p>-A number of 14 software companies and 10 startups are working in the Janata Tower Software Technology Park.</p> <p>-Plots & 6,00,000 square feet spaces ready for investment and Number of 37 IT companies are allotted Land in Bangabandhu Hi-Tech City, Kaliakoir</p> <p>-Basic infrastructure and land is ready at Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Sylhet for investment.</p> <p>-Five storied building (72000 sft) is ready for Training and incubation centre for investors at Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi.</p> <p>-IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology (CUET); Number of 7 (seven) Sheikh Kamal IT Training & Incubation Centers and Number of 12 (Twelve) IT Parks at different districts are under construction.</p> <p>-Land Development works are ongoing on 97 Acres land of Bangabandhu Hi-Tech City Under Basic Infrastructure for Bangabandhu Hi-Tech City-2 Project</p> <p>-Establishment of 21 Specialized Labs in different Universities has been completed.</p>	<p>(1) Rules of One Stop Service of BHTPA.</p> <p>(2) Guideline for visa & work permit at HTP/STP.</p> <p>(3) Guideline for land selection of HTP/STP</p> <p>(4) Guideline for operating Training & Incubation Centre.</p> <p>(5) Skill Enhancement Guideline for Sheikh Hasina Institute of frontier technology</p> <p>Above mentioned policies or reforms would be taken to implement the actions of BHTPA</p>	

SDG Targets assigned (Co-Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status (January 2016 to December 2019)	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken	Remarks
1	2	3	4	5
	<p>2) Innovation Design Entrepreneurship Academy (Jul 2016-Jun 2021);</p> <p>3) Enhancement of Bangla Language in ICT through Research & Development (July 2016- Jun 2021)</p> <p>4) Establishment of software quality testing lab and certification center (SQTC) (Jul 2016- Jun 2020)</p>	<p>-135 Startups were funded 12.42 crore Taka</p> <p>- Formed startup company</p> <p>- 7 tools are under development</p> <p>- Quality testing of 63 software and 13 hardware items were done.</p>	<p>National ICT Policy 2015 and 2018;</p> <p>Software and Hardware Quality testing & Certification Policy (draft);</p> <p>Guidelines for funding through iDEA project;</p> <p>Draft of iDEA Act;</p> <p>Article of Association & MoA of Startup Bangladesh Company Ltd.</p>	
	<p>৭. সিসিএ কার্যালয়ে পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।</p> <p>৮. সারাদেশের ৮ম-১০ম শ্রেণির ছাত্রীদের অংশগ্রহণে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনার এবং Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) সিস্টেম ব্যবহার করে সাইবার অপরাধ বিষয়ে অনলাইনে অভিযোগ প্রদান ও আলামত সংরক্ষণ।</p>	<p>-সাইবার অপরাধের ফরেনসিক তদন্তের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জুন/২০১৮ মাসে পিকেআই সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে।</p> <p>- অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত সারাদেশের ৮ম-১০ম শ্রেণীর প্রায় ৪৬,০০০ ছাত্রীকে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) সিস্টেম চালু করা হয়েছে।</p>		

SDG Targets assigned (Co-Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status (January 2016 to December 2019)	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken	Remarks
1	2	3	4	5
	9. ICT Training and Infrastructure Establishment Program in recently abolished enclaves	<ul style="list-style-type: none"> -Site selection is Completed. Construction 02 D-SET center is going on. -900 young people have been trained up as Basic ICT literacy training. -300 young people have been trained up as IT Support Technology. - 08 Sheikh Russel Digital Labs are established in educational institutions of newly enclosed enclave area. 		
	10. Digital Opportunity for Youth	<ul style="list-style-type: none"> - Feasibility study is completed - DPP formulation is completed 		
	11. Development of mobile game and application skills project	<ul style="list-style-type: none"> -Training is provided to 16625 people -8525 people is Engaged in IT job -Entrepreneur 624 -1 App development is completed - Development of 26 Apps is going on development 		
	12. Learning and Earning Development Project	<ul style="list-style-type: none"> -Training is provided to 38660 people 		

Progress according to SDGs M&E Framework

Target	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (upto September 2020)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
9.c Significantly increase access to information and Communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020.	9.c.1 Proportion of population covered by a mobile network, by technology;	BTRC	2016: 80% mobile network coverage;	100%	99.56%	
		সিসিএর প্রতিবেদন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	-	১) সিসিএ কার্যালয়ে “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান” প্রকল্প বাস্তবায়ন ২) মোবাইল পিকেআই সিস্টেম স্থাপন	১) সিসিএ কার্যালয়ে “সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান” প্রকল্প চলমান ২) মোবাইল পিকেআই সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ফিজিবিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।	
		DoICT		(a) She Power: Sustainable Development for Women through ICT. (b) Establishment of Digital Connectivity (EDC) (i) Establishment of ideal national network and extension of internet connection at grassroots level;	(a) 1 st phase training and internship of 10500 women has been completed. (b)(i) Letter of Interest has been sent to China Government by ERD on 27/12/2018 for China loan fund.	

Target	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (upto September 2020)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				(ii) Establishment of Shekh Russel Digital Lab.	(ii) Draft commercial contract has signed between Doict and CRIG dated on 28 october 2018. (iii) ICTD has sent the manpower proposal of the project to finance ministry.	
17.8	17.8.1 Proportion of individuals using the internet.	BTRC; National ICT Policy 2018 (Action item-87);	2016: 35% using internet;	<100%	58.91%	In 2021, the target is 100%. For 2020, the target would be close to 100%.
		সিসিএর প্রতিবেদন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	পিকেআই সিস্টেমের আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার জগত এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ।	-সাইবার অপরাধের ফরেনসিক তদন্তের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জুন/২০১৮ মাসে পিকেআই সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে।	
		IMED Report CRI Report PD Report		(a) Establishment of Computer and Language Training lab in Educational Institution all over the Country project. (i) 5000 SRDL	(a)(i) 4016 "Sheikh Russell Digital Lab" and 160 "Sheikh Russell Digital Classroom"	

Target	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (upto September 2020)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				(ii) vashaguru software teachers training	have been established in various educational institutions (ii) Language training software (vashaguru)h as been developed (c) (i) Proposal has been sent for inclusion in ADP and preparation for feasibility study is going on.	
9.b	9.b.1 Proportion of medium and high-tech value added in total value-added;	সিসিএর প্রতিবেদন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন মেয়েশিশু/ নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি	সারাদেশের ৮ম-১০ম শ্রেণীর প্রায় ৪৬,০০০ ছাত্রীকে “ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা” শীর্ষক সেমিনারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) সিস্টেম চালু করা হয়েছে।	

Target	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (upto September 2020)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
		BBS/ ICTD		6 IT park /Training and incubation centers will be operational within 2020 and about 30,000 employments will be created in these parks.	12000 employment has been created in different HTP/STP and IT training and incubation center.	Space / Land has been allotted to IT companies. Production will start shortly
				<p>(a) ICT Training and infrastructure Establishment Program in recently abolished Enclaves.</p> <p>(i) Basic ICT literacy training to will be provided to 900 young people who are interested in ICT and also inexperienced in ICT.</p> <p>(ii) It will Provide long-term 300 young people about IT Support Technology with minimum knowledge of ICT.</p> <p>(iii) Establishment of computer lab in 08 educational institutions of newly enclosed enclave area</p> <p>(iv) Establishment of Digital Center (ICT Resource Center) at 02 convenient locations in newly</p>	<p>(a)</p> <p>i) 900 young people in Basic ICT literacy and 300 young people in IT Support Technology were trained already.</p> <p>ii) 8 Sheikh Russell Digital Lab has been established.</p> <p>iii) Establishment of 2 Digital Service Employment & Training Center (D-SET) is in progress.</p> <p>(b)</p> <p>i) DPP and feasibility study has been completed.</p>	

Target	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (upto September 2020)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				<p>enclosed enclaves.</p> <p>(b) Digital Opportunity for Youth</p> <p>i) Facilitation of research articles and management of research work through the introduction of National Research Articles Management System.</p> <p>ii) Facilitate the identification of higher education and professional opportunities and make the right decision in this regard through the introduction of Intelligent Education and Career Recommendation System.</p> <p>iii) Setting up tele-schools in remote areas and teaching online.</p> <p>iv) Introduction of Certificate Verification Platform in 2 Universities and 2 Government Institutions using Blockchain Technology.</p> <p>v) Reducing non-communicable disease mortality</p>	ii) Pending for PEC and ECNEC meeting.	

Target	Indicator	Data Source	Baseline Data (year)	Milestone for 2020	Progress (upto September 2020)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
				rate through the introduction of marginal digital health monitoring and services. vi) Create and enrich e-commerce learning platforms to help small entrepreneurs to use e-commerce/ f-commerce.		

SDGs Localization

Apart from the goals assigned for ICT Division as Lead and Co-Lead, ICT division has projects and programmes through it's different organizations that address some other SDGs. The highlights are as follows:

Sl.	Goal	Target	Activity	Project's Name
1.	3	3.8	<ul style="list-style-type: none"> Improving the quality of public service through the use of information technology in health; Improving the quality of life of the residents of the island providing adequate infrastructure for high speed internet, intranet and other ICT solutions; 	Digital Island Moheshkhali Project
2.	10	10.1	<ul style="list-style-type: none"> Network at remote areas will ensure ICT uses in those places. Because of affordable access to internet, inequality in access to ICTs prevailing within the country will be reduced. 	Connected Bangladesh
3.	8, 10	8.5 8.6 10.2	<ul style="list-style-type: none"> Empowerment of persons with disabilities through ICT skill enhancement and employment. Enhances platform for equal opportunity and thus reduce inequalities that will make sure of social, economic and political inclusion of persons with disabilities. 	Empowerment of Persons with disabilities including NDD through ICT Project

Sl.	Goal	Target	Activity	Project's Name
4.	9	9.5	<ul style="list-style-type: none"> Increased uses of Bangla will be ensured by developing tools through language research and development. 	Enhancement of Bangla Language in ICT through Research & Development
5.	16	16.6	<ul style="list-style-type: none"> Help to achieve accountability among government organizations and satisfaction among citizens; 	Bangladesh e-Government ERP
			<ul style="list-style-type: none"> Help to achieve accountability among government organizations and satisfaction among citizens; 	<ul style="list-style-type: none"> "Upgradation of PKI (Public Key Infrastructure System) and Capacity Building of the CCA Office" Implemented Establishment of CA Monitoring System (CAMS) and Security in the CCA office. To be implemented 1 July 2019-31 December 2020.

According to 7th Five Year plan (section 12.3.1 & 12.6) BHTPA¹, ICT Division will establish IT Parks and IT Training & Incubation centers at district and upazilla level. BHTPA has already taken project to establish 12 IT Parks at Rangpur, Natore (Singra), Khulna, Barisal, Dhaka (Keranigonj), Gopalganj (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University), Mymensingh, Jamalpur, Comilla (Sadar South), Chittagong (Bandar), Cox's Bazar (Ramu) and Sylhet (Companigonj). BHTPA has also taken another project to establish 07 IT Training & Incubation centers at Sylhet (Companigonj), Chottogram (port), Comilla, Natore (Singra), Netrokona, Barisal and Magura.

¹ Bangladesh Hi-Tech Park Authority

৫.৯ এসোসিয়েট বিভাগ হিসেবে:

SDG নির্দেশক 8.6.1 বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এসোসিয়েট বিভাগ/মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মসংস্থান/শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ :

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসোসিয়েট	NEET জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণে আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
০১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৬০,০০০ জন	১,৩৪,২৭২ জন	৭০,৩০৬ জন	২,০৪,৫৭৮জন

SDG নির্দেশক 8.5 বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এসোসিয়েট বিভাগ/মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ :

Sl.	Name of Project/Action (implementing agency and duration)	Progress in %		Specific Actions Completed (Up to June 2020) ²	Remarks ³
		Physical	Financial		
01	She Power Project: Sustainable Development For Women Through ICT Implementing Agency: Department of Information & Communication Technology Duration: 01 July, 2017- 31 December, 2019	100%	97.34%	4000 women as 'Freelancer to Entrepreneur', 4000 women as 'IT Service Provider' and 2500 women as 'Women Call Center', total 10500 women were trained. Already 3000 women got employed who completed the training.	Project Completed

² Please write the specific actions completed so far only in bullet points.

³ Please write in the remark column for any justification of unsatisfactory progress or any extra information you want to mention.

Sl.	Name of Project/Action (implementing agency and duration)	Progress in %		Specific Actions Completed (Up to June 2020) ²	Remarks ³
		Physical	Financial		
02	<p>Digital Opportunity for Youth (DOY)</p> <p>Implementing Agency: Department of Information & Communication Technology</p> <p>Duration: October, 2020 - September, 2022</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Feasibility Study has been completed • DPP has been completed • Now pending for PEC and ECNEC meeting <p>Objectives of the project are:</p> <ol style="list-style-type: none"> Facilitation of research articles and management of research work through the introduction of National Research Articles Management System. Facilitate the identification of higher education and professional opportunities and make the right decision in this regard through the introduction of Intelligent Education and Career Recommendation System. Setting up tele-schools in remote areas and teaching online. Introduction of Certificate Verification Platform in 2 Universities and 2 Government Institutions using Blockchain Technology. Reducing non-communicable disease mortality rate through the introduction of marginal digital health monitoring and services. Create and enrich e-commerce learning platforms to help small entrepreneurs to use e-commerce/f-commerce. 	Physical or Financial Progress is not applicable
03	<p>Empowerment of Persons with Disabilities including NDD through ICT (July 2017 – June 2021);</p>			<p>ICT training for persons with disabilities</p> <p>Job fair for persons with disabilities</p> <p>07 (seven) ICT resource centres have been established at the BCC regional offices and 250 audio-video tutorial content has been developed for Persons with Disabilities.</p>	<p>No of trainees 1680</p> <p>126 (last two Fiscal years)</p>

SDG নির্দেশক 4 বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এসোসিয়েট বিভাগ/মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

S.I.	Targets	Indicators	Progress (Up to June 2020)	Remarks
1.	By 2020 eliminate gender disparities in education and ensure equal access.	4.5.1 Gender Parity (Male-Female, Rural-Urban, Bottom-op wealth quintile) for all education indicators.	<p>(A) Provided ICT training to 4423 female and 8050 male participants (BCC-Bangladesh Computer Council).</p> <p>(B) Under “She Power Project: Sustainable Development For Women Through ICT” project (DoICT-Department of ICT):</p> <ul style="list-style-type: none"> 4000 women as ‘Freelancer to Entrepreneur’, 4000 women as ‘IT Service Provider’ and 2500 women as ‘Women Call Center’, total 10500 women were trained. Already 3000 women got employed who completed the training. <p>(C) Till June, 2020 CCA Office has trained 45,500 female students of class VIII-X on digital security through seminar on “Awareness of girls on digital security” (CCA-Controller of Certifying Authorities).</p>	<p>Duration: Jan 2016 – June 2020</p> <p>Duration: 01 July, 2017- 31 December, 2019</p>
2.	Education for sustainable development and global citizenship.	4.7.1 Global Citizenship Education and Education for Sustainable Development.	<p>(A) Provided ICT & entrepreneurship training to 1030 women entrepreneur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trained 2730 persons with disabilities in ICT. Job placement of 500 persons with 	Duration: Jan 2016 – June 2020

S.I.	Targets	Indicators	Progress (Up to June 2020)	Remarks
			<p>disabilities. (BCC-Bangladesh Computer Council).</p> <p>(B) Under “Establishment of Computer and Language Training Lab in Educational Institutions all over the Country” project (DoICT-Department of ICT):</p> <ul style="list-style-type: none"> 4001 Sheikh Russel Digital Lab, 65 Language Training Lab, 160 Sheikh Russel Digital Classroom in primary schools have been established across the country along with 15 Sheikh Russel Digital Lab in Community Schools of Saudi Arabia. <p>(C) 26500 Govt. officer have been trained on digital signature by the CCA Office till June, 2020. They have been also provided with digital signature certificate (CCA-Controller of Certifying Authorities).</p> <p>(D) 20% teachers (2,00,000 teachers) have received training in Muktopath.</p> <ul style="list-style-type: none"> 40% teachers (4,36,000 teachers) have received training in Teacher’s Portal (a2i-Aspire 2 Innovate). 	
3.	Increase supply of qualified teachers.	4.C.1 Proportion of teachers with pedagogical Training.	<p>Under “Establishment of Computer and Language Training Lab in Educational Institutions all over the Country” projects (DoICT-Department of ICT):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1024 teachers have 	

S.I.	Targets	Indicators	Progress (Up to June 2020)	Remarks
			<p>been trained on 9 different languages using Vashaguru software.</p> <ul style="list-style-type: none"> 8703 teachers from different schools, colleges and madrasas has been trained on "ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance" course. 	
4.	Sustainable Development and Life Styles in Harmony with Nature	12.8.1 Global Citizenship Education, Education for Sustainable Development (including Climate Change Education)	-	Not Applicable

৫.১০ Best Practices/Innovative Cases of Information and Communication Technology Division:

Best Practices:

Case: 1

The Digital Center: Empowering Women to be Self-Dependent

Goal: 5

Target: 5.b, 5.c

"I have created an identity for myself thanks to a2i's Union Digital Center. The same people who frowned at me once, see me as an example today," says a proud Rani, entrepreneur at a local Union Digital Centre (UDC).

Orphaned since childhood, Rani was raised by her relatives who refused to look after her following her university graduation. Desperate to find a way of earning her livelihood, Rani found out about the Union Digital Centre. With a positive attitude, determination and a strong will to learn, she took it upon herself to aptly learn how to use a computer. She excelled in her mission and has even started training people on how to use a computer. She has since become an entrepreneur in one of a2i's digital centers and now earns BDT 25,000 per month.

Just like Rani, thousands of poor and underserved female inhabitants of rural areas have been empowered by Union Digital Centers which have provided ample opportunities of entrepreneurship to citizens. It has remarkably improved the living standards of the entrepreneurs. Furthermore, gender equality is prioritized with each UDC having one male and one female entrepreneur to offer the services.

*In 2010, the **Union Digital Centre (UDC)** were initiated by Access to Information (a2i) programmer of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP in multiple union councils in order to provide citizens a one-stop centre to digitally obtain numerous government solutions. There are 5,865 UDCs so far across the country facilitating more than 5000 female entrepreneurs.*

Case: 2

'e-Nothi': Establishing Transparent, Accountable e-Governance

Goal: 16, 9

Target: 16.6, 9.b

"The dream of a perfect Bangladesh which I saw during the war is becoming a reality. I could have never imagined availing government services from the comfort of my own home!" an elated Freedom Fighter Abdul Khaleque explains.

Abdul Khaleque, an inhabitant of Hajiganj upalaza in Chandpur district, needed to have his gazette corrected and reissued. However, he was unaware of the steps he had to take in order to get his work done. He was incited regarding the lengthy and time consuming nature of the process and the hassle associated with this. But upon visiting the local district office, the worries of Abdul Khaleque were quickly resolved as he learned about the new digital system involved printing the application form from the Ministry of Liberation War Affairs' website, filling up the form and submitting the form with the appropriate documents to the ministry. On July 15, 2019, Abdul Khaleque filled out and submitted the application accordingly and when asked for a follow-up, he was informed that after the documents are checked and verified, the application will be uploaded to the 'e-Nothi' system. The procedure in the 'e-Nothi' system will be completed within a couple of days and he will be informed via email and SMS. The gazette will be available on the ministry's website from where he will be able to download and print it. On 30 July, 2019, Freedom Fighter Abdul Khaleque received an SMS which said that his application has been processed and that he can print a copy of his amended gazette from the ministry's website.

The (a2i) programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP launched 'e-Nothi', an online filing system, as an effective method of ensuring faster disbursement of files through the different layers of government offices with increased transparency and accountability. Till now, more than 8 million files have been disposed through e-filing in more than 8000 offices.

Case: 3

Digital finance: Bringing banking to the doorsteps of the poor

Goal: 1, 8

Target: 1.4, 8.10

"Starting my poultry business from scratch would never have been possible if not for the DFS lab and agent banking service. I got a loan through the DFS access points in my village and it has been my main instrument to develop my business"._ Alamin (24).

Upon graduating from university, Alamin from Debidwar, Cumilla preferred to be a self-made entrepreneur rather than entering in the fight of finding a decent job in the tough market. But opening his poultry business turned out to be a big challenge due to lack of financial support. And just like many other unbanked rural inhabitants of Bangladesh, neither Alamin nor his family members had any idea about getting a loan from a bank.

With the purpose of bringing many other Alamins under the umbrella of a formal banking infrastructure, and ensure financial inclusion for the most underserved citizen, Bangladesh Bank and a2i in 2018 initiated Agent Banking through the Digital Financial Services (DFS) lab in Union Digital Centers, a platform for decentralized public and private services with internet connectivity in more than 4500 unions across the country to get more people under the banking umbrella without the associated costs of infrastructure and logistics. The Digital Financial Services (DFS) Lab, an initiative of the Access to Information (a2i) programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP, works with a number of stakeholders to build DFS access points for the rural and unbanked population. The lab enables the application of citizen-centric products like digital payments, financial literacy and advocates policy reform based on local needs. The 3900+ DFS access points set up by the lab has brought in BDT 417 million as remittances in one month. According to Bangladesh Bank figures, 6,993 agent banking points including the 3,670 under UDCs now serve millions of people in the country and the number keeps rising.

Case: 4
Apprenticeship Programme: Transforming Young Women into Breadwinners

Goal: 4, 8

Target: 4.4, 8.6

“Once not too long ago, my family was struggling to meet the financial burdens. Now, thanks to a2i, I am able to contribute. I will be eternally grateful towards a2i for helping me find a way to lead a better life.”

Sabikunnahar is a young and energetic girl from the village of Chorkhona Madhyapara in Pakhudiya upazila of Kishoreganj district who wanted to support her family financially and also become self-dependent at the same time. She was desperately looking for sources to capacitate herself and foster required skills within herself. Suddenly she came to know that a2i, in collaboration with Bangladesh Industrial & Technical Assistance Center (BITAC) took an initiative to provide skill development training in the light engineering sector from her cousin who also undertook the same course. Being interested to take part in the program, she enrolled for a training course on AutoCAD. She took theoretical and practical classes with numerous other struggling job seekers like her. Following 3 months of attending seminars, practical sessions and examinations, she passed the training and received a certificate. The training session enabled her to obtain a skill that has high value in the job market and she has since been employed by Transcom Electronics and earns a salary of BDT 10,000 per month with a scope to grow further.

The Apprenticeship Programme is an initiative taken by the Access to Information (a2i) programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP to provide skill-based professional training to the youths entering the job sector by equipping apprentices with practical, on-the-job skills as well as facilitate the link to employment opportunities. Till now, more than 43000 youth have been trained and employed through the Apprenticeship Programme.

Case: 5
Call Center 333: Quick Remedy for Social Problems

Goal:16

Target: 16.10

An 8th grader with her entire life in front of her, Dola’s hopes and dreams were about to be shattered at a tender age of 14 when her father set her marriage with a CNG driver more than twice her age. . Student of a local high school in Maligacha, a remote village in Pabna Sadar Upazila, Dola had dreams of reaching a respectable position in life and was performing well in her studies. The news of her marriage however, put her goals in jeopardy.

With the date of her marriage fast approaching, Dola rushed to Hasina Akter, an NGO worker as a last resort. As Hasina was well informed and knew about ‘333’, she helped Dola call the helpline and explain her situation. The agent at the receiver’s end immediately relayed the information to the Deputy Commissioner of the Pabna District Administration and the Upazila Nirbahi Officer (UNO) of Pabna. The latter spontaneously made the trip to Dola’s village home with police and some local representatives in order to stop the marriage. When the UNO explained the laws concerning child marriage and its consequences, Dola’s parents agreed to stop the marriage and give their word that they wouldn’t marry their child off before the age of 18.

“It felt like I found new life after my marriage was prevented. Thanks to ‘333’, I can get back to focusing on my studies and continue to dream of the life I have always wished for”, says a relieved Dola. Around 3,000 such marriages have been stopped thus far.

The Access to Information (a2i) Programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP has initiated the national help centre, 333, to provide citizens with information on procedures of receiving public services. Anyone can dial helpline 333 from anywhere and receive information about

government offices/ officers, tourist attractions, 64 districts and redressal of different social problems like child marriage. This helpline is accessible 24/7 and it allows Non-Resident Bangladeshis (NRBs) to receive various services as well. Within a short amount of time, more than 3000 child marriages have been stopped with the help of 333.



Case: 6


South-South cooperation of a2i

Goal:17

Target: 17.6

The success of the a2i's initiatives is going beyond Bangladesh and its South Asian neighbors Maldives and Bhutan teamed up with a2i to adopt some of Bangladesh's most popular initiatives-multimedia classrooms, e-health, e-payments, information- technology training and government enterprise architecture, as well as the signature Digital Centers. Peru signed a contract with Bangladesh to





implement its own SDG tracker after the successful launch of Bangladesh's SDG Tracker, a platform that tracks the country's SDG progress against pre-set targets, by region, by indicator and across time, by integrating data from various agencies using any device in any location. Paraguay, Tunisia, Brazil, Namibia, Malawi, Nigeria, Colombia, Morocco, Uganda and Ecuador have expressed interest in doing the same.

Inspired by the success of the National Portal created by a2i, Somalia took the initiative to build one of their own. Cambodia decided to emulate Bangladesh's empathy training, a crucial ingredient in Bangladesh's success in implementing many of their interventions, and are now sending doctors to different medical colleges disguised as patients.

Much of this collaboration is being done through the South-South Network for Public Service Innovation (SSN4PSI) launched in 2017 by the UN Office for South-South Cooperation. Through the network, Bangladesh not only collaborates with fellow developing countries, but has been taking a lead in forging these partnerships between Southern countries.

Case 7

Teachers' Portal: A powerful tool for reforming teacher development

Goal:4

Target: 4.a

Kazi Monira is an assistant teacher at Muktagacha High school in Mymensingh. Like most teachers, her life also revolved around her students and the school. As technology and the use of computers progressed in education, she found herself struggling to keep up due to her inability to operate computers. Hence, she wanted to take classes to learn and adapt to computer technology to help her in her profession.

Right at that time, she came to know about a new platform called 'Teachers Portal' which was initiated to bring together the country's teachers and allow access to quality content, peer-mentoring, self-paced learning through practice, peer-collaboration, and motivation through healthy competition. A complete newbie to computers in 2014, Monira quickly learned the technology and today, she is one of the most liked teachers on the platform. Today, she regularly provides valuable insights to other teachers seeking to improve their skills.

"Teachers' Portal has changed my life and has also increased my self-confidence and that made a huge impact on my life." says a grateful Monira.

*The Access to Information (a2i) programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP designed and developed the **Teachers' Portal** to not only complement multimedia classrooms but also provide a platform for teachers to engage with each other directly and learn through peer collaboration and guidance. Developed in partnership with the Ministry of Education and the British Council, the platform makes digital learning content available far and wide throughout the country.*

Case 8

Use of digital signatures

Goal: 9, 17

Target: 9.c, 17.8

Different governmental and non-governmental organizations and banks have already started using digital signatures in their own websites and individual level. Under the program taken by the Information and Communication Technology Division, digital signature was distributed and training was provided to the government officials. Senior officials of the concerned ministries / divisions / agencies and the Deputy Commissioner's Office were present in the training program organized in the offices of all the ministries / divisions / agencies and the Deputy Commissioner.

In order to increase the awareness for use of digital signature and cyber security issues, the Office of the Controller of Certifying Authorities arranged training programs at various universities, deputy commissioner's office and divisional commissioner's office.

In the meantime, digital signature is being used for e-TIN, Registration letter provided by RJSC, e-File system of A2i, online admittance letter of the National University and document signing by individuals.

Additionally, the Office of CCA brought out Awareness workshops on cyber security awareness programs for school girls of adolescent ages and those programs are being conducted in the schools across the country. These programs are being chalked out to make women aware about cybercrime and security.

Case 9

"Establishment of Computer and Language Training Lab in Educational Institutions all over the Country (Quality Education and Skilled Manpower)

Goal: 4, 17

Target: 4.4, 4.7, 17.8

In aligned with vision 2021, a pledge of the Government of Bangladesh is to transform the future of Bangladesh into a technologically advanced one, this project of setting up Sheikh Russell Digital Labs (Computer and Language Training Labs) in educational institutions, has been conceptualized and come into being. Fulfilling the vision of Digital Bangladesh, Department of ICT under ICT division is actively functioning for the expansion of ICT education and providing various foreign language training, including Bangle language, to make skilled human resources through improving languages through the establishment of special computer and language training labs in the educational institutions across the country. Increasing the efficiency of the language education software dash board already created. The opportunity to use ICT in education, create a possibility to access labs as a local cyber center through the internet connection. During the expansion and availability of digital education, create opportunities for the students to develop skills, capacity building and self-sufficiency in ICT and Increase efficiency in the ICT of teachers and students of schools, colleges, madrasa and technical institutions. The project seeks to light up the young minds with essential ICT skills in remote parts of the country, make ICT education accessible ever than before, build a large ICT skilled work-force and equip them with adequate skills so that they can access in global market.

The broad objective of the project is to establish specialized computer and language training labs in education institutions for creating opportunities to ICT based education. The project objectives have ensured the quality education, and trained and skilled human resources development by establishing the necessary ICT infrastructure and software-based language education by Increasing the skill of the teachers and students of the school, college, madrasa and technical institutions in ICT; and providing training to the unemployed young people for building skilled human resources and enhancing capacity through Vashaguru language learning software for 9 foreign languages such as English, Arabic, German, Chinese, Korean, Russian, French, Japanese, Spanish.

Through the project 4001 specialized computer labs called Sheikh Russel Digital Lab have been established in educational institutes of all the districts and 15 specialized computer labs have been established in Bangladesh Community School, Kingdom of Saudi Arabia (KSA). 160 Sheikh Russel Digital class rooms have been established also in primary schools all over the country. The project arranged seminars to build up awareness among the teachers. The project has trained 8703 teachers about basic ICT literacy, troubleshooting and maintenance.

Case 10

She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT (Women Empowerment)

Goal: 5, 9

Target: 5.b, 9.c

She power project has created awareness and opportunity for women employment in IT sector. The present trend shows freelancing in different IT outsource fields is growing in global market. Bangladesh has position in this field. Freelancers and outsourcing entrepreneurs are working very successfully in the competitive market. IT skilled women of Bangladesh can do this kind of jobs from home or in office environment. Entrepreneurs can help to enhance the capacity of women to work as freelancer like website design, Graphic design, Software develops, Data Entry, Mobile apps (Design & Develop), Writing etc.

Numerous IT hardware companies are working in Bangladesh. The hardware products are personal computer, laptop, printer, and different types of cell phones and many more. These products require after sales support to keep it functional. This is also very rising employment generating area in the country. Providing IT service is a new job market for women. This kind of job requires skilled manpower. Through the project women will get proper training to engage them in the service.

A call center agent is the person who handles incoming or outgoing customer calls for a business. A call center agent might handle account inquiries, customer complaints or support issues. A call center is important for achieving business efficiency, greater sales and increased customer satisfaction. Customers use call centers to contact company representatives and obtain answers to their questions quickly.

Considering the above opportunity for women, project scopes have been designed to develop skilled women for sustainable employment generation in IT sector. Through this project 10500 women have been trained in 21 districts of the country. There were three categories for training the women. 4000 women have been trained under the training category: Freelancer to Entrepreneur, 4000 have been trained under IT Service Provider and 2500 have been trained under category of Women Call Center Agent category. In this way the project has created some socio economic impacts. It developed the capacity of women in ICT sector, it provided scopes for women empowerment, it generated employment opportunity for women in IT farms. Some women became entrepreneurs after taking training under the project.

Case 11

E- recruitment System

Goal:17

Target: 17.8

E- recruitment System is a system to process Job postings and Job applications, mainly targeted for recruitment management of Govt. Agencies. Activities covered includes from Job posting to shortlisting of candidates based on result of evaluation exam! The system is integrated with National e-service Bus to reuse other GoB service. It can be used by Multiple Govt. Organizations, with provision of managing multiple recruitments by each organization. There is Dashboard for each organization highlighting glimpse of recruitments managed through the portal. Organizations are able to send electronic admit cards to applicants through the system. The recruitment system provides facility to upload & manage Question bank for taking Evaluation Exam. More than 10000+ questions on 10+ different subjects are already there in the system. There is option to generate unique questions from the bank for each test/exam. The online system decrease hassles of applicants/students for Job Application. It also reduce time of Job applications processing for employer. The system is connected with banking system to receive application fees online. Admin user is able to verify transactions via online payment gateway. Through this system, 150000+ online applications have been received from 24+ government projects / agencies in the last 2 years and recruitment process of 1800+ people has been completed through the collected application.

Case 12

Empowerment of persons with Disabilities through ICT

Goal: 8

Target: 8.5

Bangladesh Computer Council has been working towards empowerment of Persons with Disabilities through Information and Communication Technologies (ICT). In this area, the first step was inclusion of disability-related clauses in the National ICT Policies 2009. Later in 2011, BCC started ICT trainings for persons with disabilities and for them the trainings were offered completely free. In 2015, BCC organized a special job fair to promote employments for persons with disabilities. Since then BCC has been organizing this job fair every year. Apart from these, BCC started organizing IT competitions exclusively for youth with disabilities to encourage the persons with disabilities to learn and use ICTs. The idea is to equip them with ICT skills so that they can take part in the ongoing digital revolution in the country. In this view, a project called "Empowerment of persons with Disabilities including NDD" has been taken and currently its implementation is going on. Through this project ICT training has been given to 1600 persons with disabilities, 7 ICT resource centers have been established to assist in training and employment under the BCC's 7 regional offices, a total of 128 audio video tutorials have been created on 2 courses namely Introduction to Computer and Application package and Graphics Design and Multimedia, 14 Audio Content has been created for Visually Impaired people, a comprehensible e-learning platform has been created for people with all kinds of disabilities, job Portal is under development for the benefit of persons with disabilities and the employers.

Case-13

Bangladesh National Digital Architecture (BNDA)

Goal: 9, 17

Target: 9.b, 17.8

Bangladesh National Digital Architecture framework is based on leading standards, practices and frameworks like Open Group's TOGAF 9.1 but aligned and tailored as per Bangladesh requirements and strategic objectives. The Government under BNDA has introduced National Digital Architecture (NDA) Bus (known as National e-Service Bus) under Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) framework to ensure interoperability, availability and reusability of government online services, information and data. National e-Service Bus is software driven middleware platform which is being developed keeping a provision to enable online services, sharing of information and data of ministries, departments and directorates to ensure interoperability and end user's easy access to it. As a part of BNDA phase 1 conceptualization, couple of e-services have been developed on the BNDA components (NDA bus, service delivery platform and national data center cloud). The individual software components comprising of these e-services would be made available to other government organizations to enable faster software development time and reduce development costs. E-services that are already integrated with e-service bus: e-Pension for Directorate of Primary and Mass Education, Food procurement system for DG Food office, Online Recruitment System for ICT Division, NID verification service, Govt. Employee verification service, Alapon Messenger App, Geospatial Data service.

Case-14

e-Pensions system for primary teacher

Goal: 17

Target: 17.8

Piloting of e-pension and digital service book system for primary teachers ends on February 28 (in Manikganj and Tangail districts). The roll out of the country requires the guidance and cooperation of the Ministry of Primary and Mass Education.

Case-15
Digital food Procurement
Goal: 2, 17
Target: 2.c, 17.8

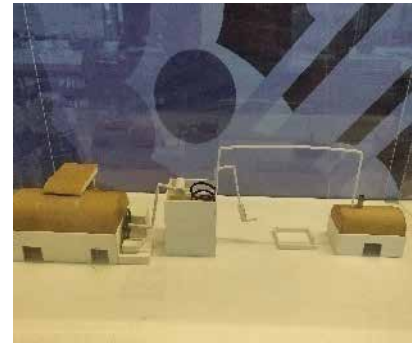
Digital food Procurement System an experimental activity has been going on in 16 districts and 16 Upazilla during Amon session 2019 (November 2019). Through this 850+ users have been trained up, 150,000+ registered farmer's application. Apps for Farmers that have been downloaded and used more than 33,000 times. 21+ MT paddy/rice stored that retaining 41 crores market value and around 30,000 MT rice/paddy will be stored. About 25000 supported call have been received by 333 call center from farmer.

Innovative cases:

Case: 1
Recycling plastic to save the environment
Goal: 11, 12
Target: 11.6, 12.5



Plastic is not biodegradable and takes hundreds of years to decompose. Plastic pollution is a worldwide problem and its hazards are greater than other wastes. With more than 6.3 billion tons of plastic waste thrown out in 60 years and the annual production set to rise



by 3.8% until 2030, the world's oceans and marine ecosystems are set to face serious disruption. What is worse is that less than 5% of this plastic is recycled and researchers say that plastic takes at least 450 years to biodegrade. The conclusion is obvious -- the earth is headed for a disaster.

Moreover, plastic waste is a serious public health concern as it corrupts food chains and clogs up sewerage systems. Plastic almost inevitably ends up in riverbeds and oceans, depleting mass ecosystems and marine biodiversity, and makes solid waste management more expensive as landfills and open incineration do not provide acceptable eco-friendly solutions for plastic disposal.

The call to action for the World Environment Day 2018 was "Beat Plastic Pollution". Plastic pollution is a pressing environmental concern that requires collective and immediate action.

The slogan was all the more apt for Dhaka in particular, where 14 million pieces of polybags are thrown out every day, which end up in water bodies and clog up sewerage. Bangladesh's floods in urban areas in 1998 and 2008 were attributed to a large part to polythene and plastic. A recent report by Earth Day Network ranked Bangladesh 10th among the top 20 plastic polluting countries in the world in 2018. Plastic accounts for eight percent of the country's waste, which is equivalent to 800,000 tons. A fourth of that goes into the oceans and rivers.

One HM Tawhid came up with an answer to this problem by recycling plastic in an eco-friendly manner facilitated by a2i's Innovation Lab (iLab). The Innovation Lab (iLab) is an initiative of the Access to Information (a2i) programme supported by the Cabinet Division, the ICT Division, UNDP and USAID and it offers the prospect of solutions and opportunities for sustainable development that are better, cheaper, faster, scalable and easy to use through focusing on science, technology and innovation

related idea implementation. The innovation lab (iLab) has leveraged for the brightest minds of the country to come together and innovate for a better future. It has led 64 projects in its first three years focusing on a wide range of service and policy challenges.

This innovative project attacked plastic from two directions – reduce waste and incentivize plastic waste collection. This plastic is then used to produce fuel. The process breaks up polythene and plastic, and transforms it into another form of carbon producing fuel (petrol and diesel).

This is a proven concept currently implemented in Jamalpur, a northern district of Bangladesh. The project has a capacity to process 200kg to 400kg of plastic every day with an average productivity of over 55%. A single unit (300kg/day) can reduce almost 80% of the entire district's plastic hazard.

If plastic pollution continues unchecked, Bangladesh might as well turn into an island of plastic. The time for action is now. This small project from a small town in Bangladesh could actually provide the solution if it were scaled up. Tawhid's innovation could potentially reduce 80% of plastic waste and 30% of Bangladesh's entire waste.

Case 2

Providing Nebulization to several patients with one cylinder

Goal: 3

Target: 3.8



When Anwar Hossain, an electrician working at a local hospital, was about to leave for home after a long day of work at the hospital, he noticed a long



line of people waiting for their turns to get nebulized. He saw that some patients were struggling to breathe yet had no other option than to wait as there was only one nebulizer system at the hospital which could only serve one person. Heartbroken by the sight, Anwar, being a creative technician, thought of ways to bring out a solution for the problem. Determined to ensure that people do not have to wait in queues for a long time, he built a 'Centralized Nebulizer System' with a2i's Innovation Lab (iLab).

The "Centralized Nebulizer System" is a centrally controlled nebulizing system built to serve multiple patients simultaneously using a single cylinder. As opposed to the regular nebulizing systems used in hospitals which are equipped to provide nebulization to one patient only, the centralized nebulizer system is able to nebulize six patients simultaneously from a centrally controlled device, thus, an emergency patient does not have to wait for their turn to take the service. This technological innovation also helps hospitals to have a single central machine running for the nebulization process rather than depending on individual machines. Furthermore, it has backup power supply which can operate for up to 1 hour in case of a power failure.

"I have to visit hospitals regularly as part of my work. There, I often see patients with breathing difficulties waiting for a long time to receive nebulization. Seeing their sufferings, I imagined building a system that would be able to nebulize multiple patients at the same time and reduce their waiting time," says Anwar.

About his future plans for his innovation, Anwar stated, "I have plans to further expand the system so that it can integrate even more people and have a larger backup power system."

Dr. Shabnam Mostari, Consultant, iLab says, "Given the population of this country and how people are prone to various diseases, there is no doubt that regular nebulizers which serve one person at a time are not sufficient to support the large number of patients. As a result, the Centralized Nebulizer System has increased the capacity of patients who can receive treatment, thereby tending to emergency patients more swiftly."

She added that the National Institute of Diseases of the Chest & Hospital (NIDCH), the first and only hospital so far which has been using the Centralized Nebulizer System, can now provide nebulization to almost 100 people per day. "They are so impressed with the system, that they are interested in acquiring more. The hospital authorities say that the Centralized Nebulizer System has helped them offer better services to more patients. They are reluctant to rely on the old system any longer."

Dr. Shabnam continued, "There's great potential for the Centralized Nebulizer System in a Bangladeshi context, and we want to further modify it so that it will be able to nebulize more patients and can provide backup power for a longer period of time. We also intend to introduce it to all the district hospitals and medical colleges."

The Innovation Lab (iLab) is an initiative of the Access to Information (a2i) programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP and it offers the prospect of solutions and opportunities for sustainable development that are better, cheaper, faster, scalable and easy to use through focusing on science, technology and innovation related idea implementation. The innovation lab (iLab) has leveraged for the brightest minds of the country to come together and innovate for a better future. It has led 64 projects in its first three years focusing on a wide range of service and policy challenges.

Case: 3

Ensuring inclusive education for the visually impaired through innovation

Goal: 4

Target: 4.a



Having lived with visual impairment since birth, Saifuddin Rafi always depended on others to read for him. The books he wanted to read were narrated by his family members. Being born in a small village in Chittagong, his family struggled to provide him with specialized education.

Despite the challenges he faced due to his impairment, Rafi obtained the highest grade of GPA 5 in his Higher Secondary Exams (HSC). He was among the 3.54% of the students in the HSC exams across the country who obtained GPA 5 that. When he was asked about the secret behind his success, gleaming with joy he replied, "This was made possible by the multimedia talking book!"

The Access to Information (a2i) programme of the ICT Division supported by the Cabinet Division and UNDP introduced Daisy, a standard multimedia talking book which is specially designed for visually impaired students. Visually impaired students can learn their lessons independently through this book.

Rafi topped in all his exams starting from PSC in primary school. He said that the biggest advantage of the multimedia talking book was that he didn't need help from anyone else to use it. "Previously I needed a lot of help from my sister for studying but this book has helped me be more independent. It may seem like a small step but it is a very big achievement for me, as I have become more self-reliant and confident through this process."

Rafi's success stories not only inspire millions of other people with disabilities, but it also inspires the government, UNDP, USAID and a2i to continue working towards making the world a better and more inclusive place for all.

Case 4

Impact in SDGs implementation and data governance

Goal: 9, 17

Target: 9.b, 17.8

SDG Tracker is a powerful and innovative tool having wider scope of inducing correlation among multiple indicators, target setting and progress tracking, disaggregation of all available data, SDG localization, etc. This Tracker's data journey from its dashboard to portal anticipates data culture to data revolution through creating evidences. Dashboard is enabling individual ministries/divisions and agencies to provide, approve and publish data for each SDG indicator drawing up analytics to get visual comparison. Here data are collected electronically, visualizations are done in multiple tiers and manners reflecting implementation progress overtime. Besides the portal is empowering policy makers, govt., private agencies, academia, researchers, etc. to track year on year progress against each target and create required visualisation.

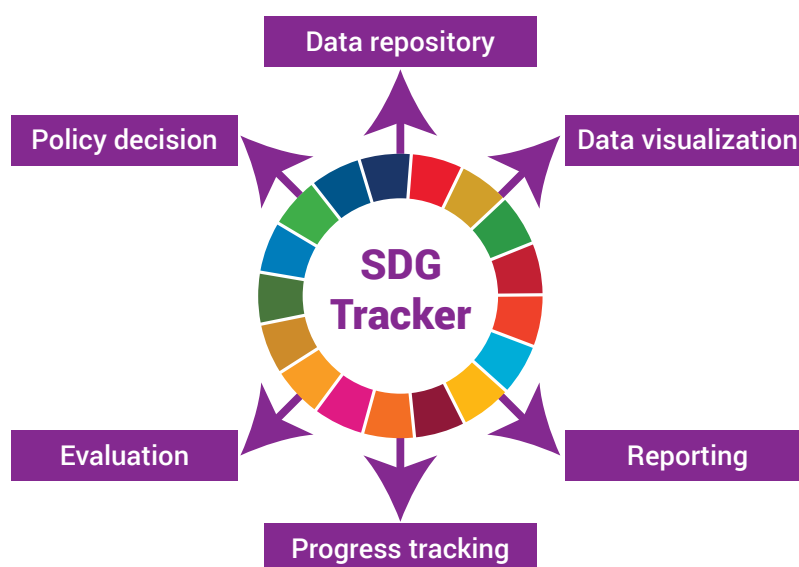


Figure: SDG Tracker: At a Glance

It has brought data revolution in Bangladesh at the heart of co-creating evidences. Currently, 88 data providing agencies of Bangladesh are providing data to SDG tracker. Already 51% indicators have been updated eradicating the barriers faced. The analytics developed from the statistics of the Tracker is helping policy analysts to take development decisions since five thematic area-wise Analytics have already been developed. Furthermore, the initiation of both descriptive and inferential statistics by the SDG Tracker ensures reflection of understanding data and its variability across all agencies centrally transforming from silo to whole-of-government. Also, SDG Tracker is helping to analyse dense dataset for creating insights that benefits the community at large and also the government in achieving their goals.

SDG Tracker impacts on the improved decision making with the use of analytics, visualization and progress reporting. The disaggregation and progress tracking of deprived groups are ensuring the key message of 2030 Agenda--Leaving No One Behind as well. Connecting all the dots of being usefulness, improved usage, enabler and integrating institutionalization, SDG tracker has become a platform for best use of data for ensuring availability of data, tracking indicators, making policy decisions and sharing knowledge. It has enabled the citizen of Bangladesh to head back from a centralized state to the local provider (union/upazila/district level) on a real time mode. Furthermore, SDG Tracker is the vital data repository for SDGs implementation in Bangladesh. As it stores country's all data, it will assist to fulfil all the SDG targets and indicators ensuring the data availability and fostering the development progress through the data insights.

5.0 Business cases

To facilitate secured and fast online communication, document transfer and online transaction the Digital Signature was introduced in the country in 2012. This activity enhances and ensures secured e-commerce, e-transaction, e-Governance in the country.

6.0 Collaborative cases

05 private organizations and government computer council as government CA were licensed as Certifying Authority (CA) these 06 companies/organizations completed their own technical process and obtained CA certification from the Office of the Controller of Certifying Authorities. These 06 CA organizations are now providing digital signature certificates and related services to various government and private organizations and to interested individuals. In the meantime, digital signature is being used for E-TIN, e-File system of A2i, birth registration and online admittance letter of the National University.

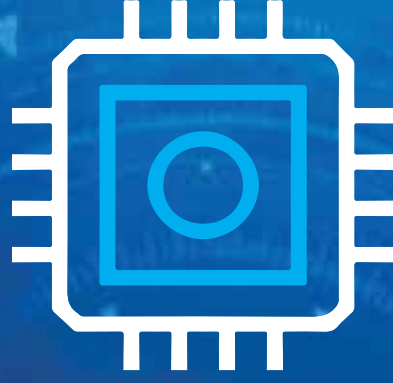


চিত্র: SDG বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মশালা



চিত্র: SDG বিষয়ক প্রকাশনা সংক্রান্ত কমিটির পর্যালোচনা সভা।





অধ্যায়-৬

টেকসই উন্নয়ন অভীক্ষসমূহ বাস্তবায়নে
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা



অধ্যায়-৬

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

Memorandum of Understanding (MoU) of ICT Division with other countries:

ICT division is working relentlessly to expand the use of information and communication technology throughout the country. To speed up the activities of building digital Bangladesh ICT division and five organizations under the division taking different initiatives for collaboration and cooperation with other countries. Till the year 2019, ICT division has signed 9 MoUs with different countries like China, India, Sri Lanka, Cambodia, Singapore and Denmark (Table-1).



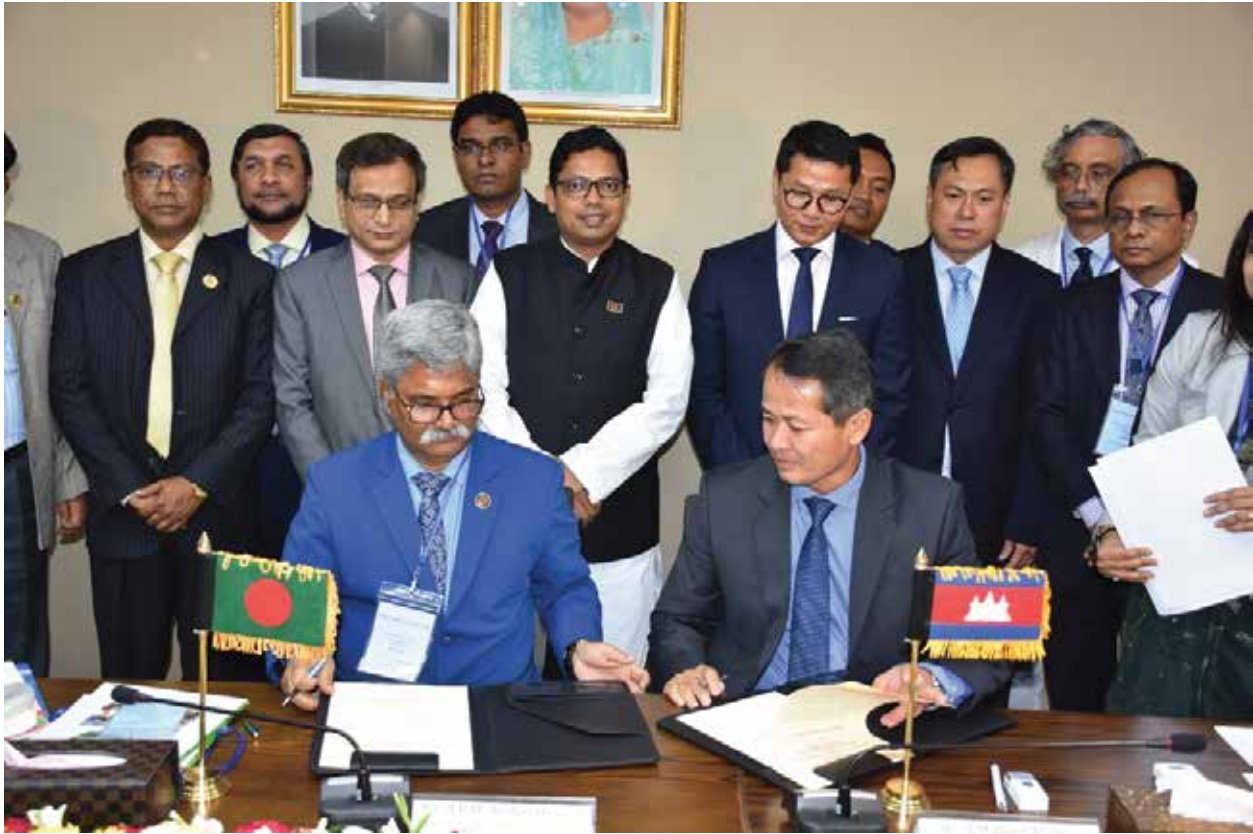
ছবি: ১৩/১০/২০২০ তারিখে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর দ্বিপাক্ষিক সভা।

৬.১ Table: Signed MoUs of ICT Division with different countries.

S.L.	Country Name	Areas of Cooperation	Parties of the MoU	Date of Signing MoU
1.	Bangladesh - China	Establishing Digital Connectivity	Directorate of Information & Communication Technology and China Railway International Group Co. Ltd.	04.08.2015
2.	Bangladesh - China	Strengthening the Development of Information Silk Road for Information Connectivity.	National Development and Reform Commission (NDRC) of the People's Republic of China Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh	14.10.2016
3.	Bangladesh - China	Cooperation in Information and Communication Technology.	Ministry of Industry & Information Technology, the People's Republic of China and Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh	14.10.2016
4.	Bangladesh - China	General Terms and Conditions of Contract (Volume-one, two & three)	Bangladesh Computer Council (BCC) and China Railway International Group Co., Ltd. (CRIG)	31.08.2016
5.	Bangladesh - China	Tripartite Agreement for Land and Building Allocation	Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) And Summit Technopolis And ORYX Biotech Ltd.	11.08.2020
6.	Bangladesh-Huawei technologies (Bangladesh) Ltd.	Memorandum of Understanding	Bangladesh Computer Council, Bangladesh Hi-Tech Park Authority & Huawei technologies (Bangladesh) Ltd.	12/12/2020
7.	Bangladesh - Japan	Possible Collaboration on Human Resource Development, Training and Attracting Investment for Creation of Infrastructure Development Hub	Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) And Fujitsu Research Institute (FRI), Japan	17.06.2019
8.	Bangladesh - Japan	Regarding Mutual Certification Agreement on Information Technology Engineers Examination (ITEE)	Information technology Promotion Agency (IPA), Japan and Bangladesh Computer Council (BCC)	01.09.2014
9.	Bangladesh, Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, and Japan	Regarding Implementation of common Examination on Information Technology Engineers Examination (ITEE)	Memorandum of Understanding among PhilINTS of Philippines, NSTDA of Thailand, VITEC of Vietnam, MCF of Myanmar, NIPT of Mongolia, Information technology Promotion Agency (IPA) of Japan and Bangladesh Computer Council(BCC)	31.08.2017
10.	Bangladesh, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia and Japan	Regarding Implementation of Common Examination on Information and Technology Engineers Examination (ITEE)	Memorandum of Understanding among PhilNITS of Philippines, NSTDA of Thailand, METOR of Malaysia, VITEC of Vietnam, MCF of Myanmar, NIPT of Mongolia, Information technology Promotion Agency	01.09.2014

S.L.	Country Name	Areas of Cooperation	Parties of the MoU	Date of Signing MoU
11.	Bangladesh - South Korea	Agreement on Bangladesh Frontier Startups' Business Preparation Support	Korea Productivity Centre & Information and Communication Technology Division	24.11.2020
12.	Bangladesh - South Korea	Memorandum of Understanding for Bangladesh Frontier Startup's Business Preparation Support.	The Ministry of Justice of the Republic of Korea & Information and Communication Technology Division, Bangladesh & Korea Productivity Center & Korea Invention Promotion Association.	27.11.2019
13.	Bangladesh - South Korea	Regarding on Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh	Korean International Cooperation Agency (KOICA), Information and Communication Technology Division, Local Government Division and Access to Information Program (a2i)	07.05.2018
14.	Bangladesh - South Korea	Partnership to develop the Hi-Tech industry and startup innovation ecosystem in Bangladesh.	Bangladesh Hi-Tech Park Authority & Startup Bangladesh Limited and Korean EPZ (KEPZ) Corporation Bangladesh Limited.	22.02.2021
15.	Bangladesh - Denmark	Digitalization and Development of Islands along Bay of Bengal, Haor Areas.	Information and Communication Technology Division, Economic Relations Division (ERD) & Embassy of Denmark, Bangladesh	23.03.2019
16.	Bangladesh - India	Collaboration on Innovation, Entrepreneurship and Startup Ecosystem Development.	Tech Mahindra Ltd., India and Innovation Design And Entrepreneurship Academy (iDEA), ICT Division.	05.10.2019
17.	Bangladesh - India	Cooperation in the area of Cyber Security.	BGD e-Gov CIRT and The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) Ministry of Electronics and Information Technology, Republic of India.	08.04.2017
18.	Bangladesh - India	Cooperation in the field of Information Technology and Electronics.	Information and Communication Technology Division & The Ministry of Electronics and Information Technology, Republic of India.	08.04.2017
19.	Bangladesh - India	Memorandum of Understanding	Bangladesh Hi-Tech Park Authority and The High Commission of India & Economic Relations Division (ERD).	17.12.2020
20.	Bangladesh - England	Memorandum of Understanding	Bangladesh e-Government Computer Incident Response Team and Cyber Wales.	11.04.2021
21.	Bangladesh - Cambodia	MoU to establish an agreed framework for mutual cooperation.	National Institute of Posts, Telecoms and ICT, Cambodia And Innovation Design and Entrepreneurship Academy (iDEA), ICT Division.	20.01.2020
22.	Bangladesh - Cambodia	Cooperation in the area of National Cyber Security	1. Digital Security Agency, Bangladesh Information and Communication Technology Division. 2. Cambodia Computer Emergency Response Team, General Department of Information and Communication Technology.	20.01.2020

S.L.	Country Name	Areas of Cooperation	Parties of the MoU	Date of Signing MoU
23.	Bangladesh - Cambodia	Cooperation in the field of Information and Communication Technology.	The Government of the People's Republic of Bangladesh and The Government of the Kingdom of Cambodia.	04.12.2017
24.	Bangladesh - Singapore	Memorandum of Understanding	National University of Singapore and Information and Communication Technology Division.	13.03.2018
25.	Bangladesh - Sri Lanka	Cooperation in the field of Information and Communication Technology and Related Industry.	Information and Communication Technology Division & Ministry of Telecommunications and Digital Infrastructure, the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.	14.07.2017



ছবি: কম্বোডিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।



ছবি: গত ১২/১০/২০২০ তারিখে চীনের হুয়াওয়েই টেকনোলজি বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ও বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক এর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

৬.২ Inputs for the 47th Session of the Council of Foreign Ministers to be held in Republic of Niger, dated 27-28 November, 2020

Information and Communication Technology Division has already taken several important steps of IT Development targets focusing on peace and development among which many steps are already on the way to implementation. Some of the highlighted steps taken by the following departments/agencies of ICT Division on (I) Science and Technology (J) Information Technology are given below:

ICT for Greater Transparency, Good Governance and Service Delivery

Department of ICT (DoICT) under ICT Division promotes to spread and maintain ICT facilities and connectivity to last mile of the country and implement national ICT related policy and strategy in grassroot level. At the field level (district and Upzilla), DoICT's Officers provide necessary support in implementing E-filing (E-Nothi), Web-Portal as well as others e-service. They also provide necessary ICT Training and technical supports to different government officers and staffs, UDCs(Union Digital Center) entrepreneur, teacher etc at the grass root level. One of the major tasks of DoICT is to create a pool of efficient and quality IT skilled human resource.

Strengthening the Enabling Environment:

Department of ICT (DoICT) organized the 'BPO Summit Bangladesh' and 'Digital Bangladesh Day' for new strategic development aligned with the target of a Digital Bangladesh and strengthens our ICT sector. BPO carnival will bring the ICT companies, experts, key policy makers, industry leaders,

professionals & other ICT stakeholders of the society under one roof for a greater purpose to head for the BPO industry of Bangladesh. The summit will lead to a plethora of episodes like seminars, idea collaboration, confrontation of different platforms, job opportunity, hiring, career discussion and so on.

Enhance Quality Education through ICT:

4,176 computer and language training labs called “Sheikh Russell Digital Labs” have been established including 65 Language Training labs where 9 different languages (English, French, Spanish, German, Japanese, Korean, Russian, Arabic and Chinese) were taught in educational institutions all over the Country for ensuring quality and sustainable education for all. Another 5,000 labs will be set up in Primary, Secondary and Higher educational institutions. A total of 300 “School of future” will be established with a comprehensive plan.

Women Empowerment and Gender Equality through ICT

For empowering women (SDG Goal #5) through ICT a project named, “She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT”. Under this project, 4000 women as Freelance to Entrepreneur, 4000 women as IT Service Provider and 2500 women as Call Center Agent were trained in 21 districts of Bangladesh. Under the 2nd phase, a total of 25,125 women will be trained in four categories such 10400 women as IT Service Provider, 10400 women as Freelancer, 1075 women as Call Centre Agent and 3250 women as E-commerce Professional in the rest 43 districts of Bangladesh.

Progress of ICT Division to achieve the SDG Target 8.6.1 (Proportion of youth (aged 15-24 years) Not in Education Employment or Training):

NEET (Not in Education Employment and Training) People under Education Employment and Training	From January 2017 to September 2020 achievement status		
	Man	Women	Total
	1,34,272	70,306	2,04,578

Upcoming Initiative of DoICT:

DoICT is formulating some projects, which will help in implementing the 4 pillars of Digital Bangladesh. To materialize the vision-2021 and Digital Bangladesh and to ensure Broadband Connectivity for all a project named, “Establishing Digital Connectivity” has been proposed. Under this project 109244-root level school, college, village, Growth Centre, Government office will get digital connectivity through optical fiber. To increase ICT based employment and increase foreign earnings by developing a digital content industry in Bangladesh project named is, “Accelerating Digital Content Industry”. Connectivity infrastructure up to citizen’s household and improve quality of life in coastal islands, hoar and beel area project named is, “Digitalization of Islands Along Bay of Bengal, Haor and Beel”. In addition, another project named is “Digital Opportunity for Youth (DOY)” has also been proposed.

Promotion of Science, Technology and Innovation

Government of Bangladesh has established Innovation Design and Entrepreneurship Academy (IDEA) and Startup Company to promote innovation in the society. Bangladesh request linkages and collaboration among such entities in other countries. This will allow startup to access a larger market for their growth and sharing of ideas.

Information Technology

Cyber Security is a rising global challenge. Government of Bangladesh has enacted Digital Security Act-2018 and under this act Digital Security Agency has been created. Government of Bangladesh would like to request setting up a center of excellence for research, analysis of cyber threats. The center of excellence will also have provision for training of cyber security professionals, managers, judges, lawyers etc. to meet the cyber security issues comprehensively.

This is extremely urgent as our digital assets and space is growing exponentially and the capacity to protect them has remained limited.

Research & Development in IT sector

The share of IT in Global market is huge. For optimization of IT use and minimization of cost, Research and Development is crucial. So share of R&D may be considered among the Asian Parliament Assembly (APA) countries.

Cyber security Issues

Progressive dominance of digital technology in the world economy has also been influenced the Asian countries despite there have been uncontrolled cyber threads. Cooperation among the countries is crucial to ensure secured utilization of IT for overall economic development.

Investment

Hi-Tech Parks are the hub of investment opportunities. Here BHTPA has built huge business space, established basic infrastructure, developed human resources, provided world class financial incentives, fasten service delivery, declared concession rate for space & land allotment. Already 108 IT companies awarded space & land in different Hi-Tech Parks and their investment is about 38 million USD and proposed investment is about 281 million USD by 2025. The mentionable companies are Mobile assembling company, Fiber Optic Cable Production Company, Bio-Tech Company, Software Developer Company and BPO, KOP, Call center related company. Investors/companies of from any country may establish or invest in Hi-Tech Parks either as Foreign Investors with sole ownership or through Joint Venture.

Special Incentives:

Government of has declared attractive incentives for the promotion IT/ITEs sector. BHTPA provides these incentives to the IT companies in the IT/Hi-Tech parks. The incentives are as follows.

- ◆ 12 years exemption of Income Tax for park developers.
- ◆ 10 years exemption of Income Tax for investors.
- ◆ Exemption of Import Duty, Regularity Duty and Supplementary Duty for localy production of ATM machine and CC camera;
- ◆ Exemption of Duties on importing Capital Equipment and Construction Materials by the Investors;
- ◆ Hi-Tech Parks are declared as Bonded Warehousing Station;
- ◆ Exemption of Income Tax on Dividend, Share Transfer, Royalty, Technical Fees for investors;
- ◆ Exemptions of Income Tax for Foreign Employees;
- ◆ Exemption of Income Tax on declared Dividend by Park Developers;
- ◆ Exemption of VAT during production level of goods by the Investors;

- ◆ Exemption of Duties on importing Goods/Materials to be used for the development of Hi-Tech Parks by the Park Developers;
- ◆ Exemption of Duties on importing Transport by the investor;
- ◆ Exemption of stamp duty on the deed registration/ mortgage deed registration;

Infrastructure Development of IT/Hi-Tech Parks:

Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) has established 4 Parks as (i) Bangabandhu Hi-Tech City, Kaliakoir (4,25,000h square feet) (ii) Sheikh Hasina Software Technology Park, Jashore (2,32,000 sft) (iii) Janata Tower Software Technology Park (72,000 sft) (iv) Sheikh Kamal IT Training and Incubation Centre, Natore (12,000 sft) for IT/ITEs companies. Basic infrastructure like fiber optic cable line, gas line, water line, electricity line, seaware line, water treatment plant and internal & external road, link road, solar street light etc already developed in those parks. Number of 108 IT companies are allocated floor/space/land in those parks. Infrastructure development work of some other parks i.e (i) Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi, (ii) Hi-Tech Park, Sylhet (iii) Sheikh Kamal IT Training and Incubation Centre at 7 (seven) places (iv) IT/Hi-Tech Park at District Level (12 district) (v) IT Business and Incubation Centre, CUET (vi) Banghabandhu Hi-Tech city (97 acre) are ongoing.

About 20,00,000 square feet floor/space will be ready in the above mentioned parks by next 5 year.

HR Development and Employment for IT/ITEs sector:

To fulfill the demand of skilled manpower for IT/ITEs industries, BHTPA has provided IT training to 12,000 graduates. Among these trainees no. 98 graduates have received training from India and another 50 graduates are waiting to receive training from India. Some of them has employed in national/multi-national companies and most of them are self-employed, begin their own business.

Recently (15 Sep to 15 Dec 2019), 50 IT/EEE/CSE graduates have received training on Artificial Intelligent, Robotics, Internet of Things, Data Science and Cyber Security from Fujitsu Research Institute of Japan and some of them get job in Japanese company including Google, Amazon.

Within next 5 year BHTPA will provide training to additional 50,000 graduates and 100,000 job opportunities will be created.

Startup / Entrepreneur Promotion:

Bangladesh Hi-Tech Park Authority is nursing and promoting IT Startups/IT Entrepreneurs to establish giant IT Company like Goole/Apple / Microsoft/Amazon / Alibaba. In this regard, BHTPA has allotted space, internet and electricity free of cost to 100+ selected local IT Startups/IT Entrepreneurs; some of them are transformed into registered BPO/KPO/IT Company. In every IT/Hi-Tech Parks some free space will be reserved for local IT Startups/IT. Within next 5 year BHTPA will be allotted free space to 300+ Startups/IT

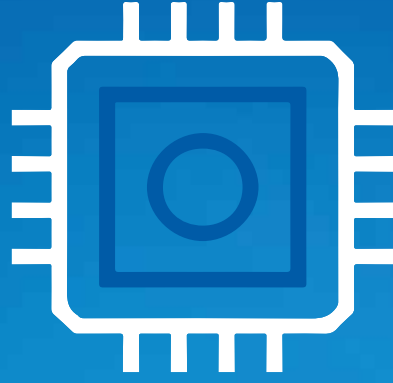
Digital Security

Digital Security Agency (DSA) under ICT Division is playing an active role in all programs of OIC-CERT through BGD e-gov CERT project. Bangladesh participated in OIC-CERT Cyber Drill 2020 held in September 2020. Bangladesh secured 8th place and achieved 85% marks (highest score: 100% earned by UAE -aeCERT) from among 25 participating member countries. Bangladesh is participating in the competition since 2016 last.

Bangladesh can provide full support to the OIC Secretariat's initiative for Consolidation of OIC's position to preserve gTLD's (Generic top-level domain) with Islamic identity. Further Bangladesh may propose to take up following initiatives by OIC:

- Research and academic programs in Artificial Intelligence (AI), Robotics, BigData, IoT, Blockchain; and
- Cyber Security, Cyber Crime,

Research and academic programs in the above areas would help member countries to meet acute shortage of trained manpower in this field. It is proposed to strengthen the mutual cooperation among member states in the above areas as well.



অধ্যায়-৭

GED Mapping and 8th FYP
2021-2025

অধ্যায়-৭

৭.১ GED Mapping on SDG Action Plan of ICTD (2016)

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry Value added in total value added.	Lead: MoST Co-Lead: ICTD	BD; ERD; LGD; MoA; MoHPW; MoInd; MoR; MoS; PID; RTHD; MoInd (DPDT); MOTJ; SID	Innovation and ICT Industry promotion.	IDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy. Skill development for mobile game and application Bangladesh e-government ERP Establishment of software quality and certification centre Research and development of Bengali language by using ICT. E-government master plan for digital Bangladesh. Up gradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office." Project July 2016-June 2018	2297.38 2819.70 234.7 236.46 1590.20 285.7 220.4	Establishment of Digital Connectivity – Establishment of network to remote areas	80,000.00 6250.00	National e-Service Implementation Project Implementation of Electronic Stamping Project. Capacity enhancement of CCA Office and Cyber Security Project Establishment of Incubation Center and Software Finishing School at Universities. Research and support on Nano Technology robot and retia. Cycle Crime Prevention	7th five year plan. ICT Policy.	

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
9.c.1 Proportion of covered by a mobile network, by technology	Lead: ICTD; Co-Lead: PTD	Inf. Com: MoR	Connectivity established in grass-root level. Establishing a community based network of learning centers in order to create scope for ICT based continuing and lifelong learning	Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-III (Info-Sarker-3) Digital Island Moheshkhali(Jan 2017-Dec 2019);	19994.90 209.7	Establishment of Digital Connectivity Establishment of ICT network to remote areas	80,000.00 6250.00	Establishment of Digital Network to rest of the union of Bangladesh Establishment of National Cyber Security Agency Establishment of ICT Centers in District and Upazilla Level Project Open Source Software Implementation Project	7th five year plan. ICT Policy.	PTD implemented a for
17.8.1 Proportion of individuals using the internet.	Lead: ICTD; Co-Lead: PTD	MoST; MoFL; ERD; MoFA; MoPA; PMO (a2i); IRD (NBR)	Technology Preservation and access to internet	Establishment of Tier IV National Datacenter (July 2016 to June 2018) Establishment of software quality and certification centre.	15169.00 236.46					PTD implemented a for
5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex. Total-129.584 million, Up to Feb. 17 some (BTRC)	Lead: MoWCA	ICTD		1. She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January-2014-June 2017)	818.95 1804.00					

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
17.16 Number of countries reporting progress in multistakeholder development effectiveness monitoring framework that supports development proxy/supplementary Indicator: Workshops for mobilizing and sharing knowledge and expertise for discerning	MoFA	ERD	ICTD	Establishment of National CERT Project. (January-2017-June-2018)	244.26					
4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communication technology (ICT) skills, by type of skills	Lead: SHED Co-lead: TMED	ICTD	ICT training facilities for the youth/adult. Improve tale density to 100%, internet penetration to 100% and broadband coverage to 50% All secondary schools to have at least 3	1. She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January 2014-June 2017)	818.95			Women Empowerment and Self-Employment of ICT Skill	Update curriculums for Bachelors/dei ploma to include ICT ciyrses & embed tested courses	

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
			multimedia classrooms 100% of all secondary schools to have an ICT laboratory 1 Million trained HR for the ICT the industry Extending opportunities for effective skill training -5 million graduates of Basic Literacy Project							
9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry Value added in total value	Lead: MoST Co-lead: ICTD	RTHD; MoInd; (DPDT); MOTJ; SID		Support to Development of Kaliakoir Hi-Tech Park and other hi-tech park Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center, Natore. Establishment of Sylhet Electronic City Establishment of Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi	339414.81 2654.60 (apprx.) 1871.20 238.247 (apprx.)			Establishment of more UDC, BPO centre IT/ITES Industry Promotion Project. ICT Entrepreneurship development project.		

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
				Establishment of IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology Establishment of Twelve IT Parks. Basic infrastructure for Bangabandhu Hi-Tech city-2 Project information Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center, at 11 districts.	76,906 1,796,400 3,449,342 5,335,492					
17.8.1 Proportion of individuals using the internet.	Lead: ICTD; Co-Lead: PTD	MoST; MoFL; ERD; MoFA; MoPA; PMO (a2i); IRD (NBR)	Technology Preservation and access to internet	Establishment of Tier IV National Datacenter (July 2016 to June 2018) Establishment of software quality and certification centre.	15169.00 236.46					PTD implemented a for
[9.2.1] Proportion of medium and hi-tech industry's value added in total value.	Ministry of industry	ICT Division ERD; LED; MoA; MoHPW; MoIND; MoR; MoS; PID	Implementation of National ICT Policy.	Establishment of Kaliakoir Hi-Tech Park (other hi-tech parks) Establishment of Sheikh Hasina Software Technology Park, Jessore.	3941.40 (apprx.) 2530.951 (apprx.)			Establishment of ICT Vocational Institute in every zilla Establishment of virtual University.		

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
[9.b.1] Proportion of medium and hi-tech industry's value added in total value	Lead: MoST Co-lead: ICTD	RTHD; MoInd (DPDT); MoTJ; SID		Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center, Natore. Establishment of Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Sylhet Establishment of Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi Establishment of IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology Establishment of Twelve IT/Hi-Tech Parks.	2654.60 (apprx.) 1871.20 2382.47 (apprx.) 769.06 17964.00			Establishment of more UDC, BPO centre IT/ITES Industry promotion project. ICT Entrepreneurship development project		
4.4.1 proportion of youth and adults with information and communication technology (ICT) skills. By type of skills	Lead: SHED Co-Lead: TMED	ICTD	ICT training facilities for youth/adult. Improve tale density to 100% , internet penetration to 100% and broadband coverage to 50%	1. She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT (July-2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January-2014-June-2017)	818.95 1804.00			Women Empowerment and Self-Employment through Enhancement of ICT Skill Update curriculums for Bachelors/diploma to include ICT courses & embed tested courses		

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) Education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in : (a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher education (d) student assessment.	Lead: SHED	ICTD	All secondary schools to have at least 3 multimedia classrooms 1 million trained HR for the ICT the industry	1.Establishing Computer and language lab in educational institutions throughout the country. (January-2015-December 2017)	298.98					

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
Number of countries reporting progress in multistakeholder development effectiveness monitoring framework that supports development proxy/supplementary Indicator: Workshops for mobilizing and sharing knowledge and expertise for discerning	MoFA	ERD	ICTD	Establishment of National CERT Project. (January 2017-June 2018)	244.26					
4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communication technology (ICT) skills, by type of skills	Lead: SHED Co-lead: TMED	ICTD	ICT training facilities for the youth/abult. Improve tale density to 100%, internet penetration to 100% and broadband coverage to 50% All secondary schools to have	1. She Power: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January 2014-June 2017)	818.95					

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/pro-programme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-programme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
			at least 3 multimedia classrooms 100% of all secondary schools to have an ICT laboratory 1 Million trained HR for the ICT the industry Extending opportunities for effective skill training -5 million graduates of Basic Literacy Project							
9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry Value added in total value added.	Lead: MoST Co-Lead: ICTD	BD; ERD; LGD; MoA; MoHPW; MoInd; MoR; MoS; PID; RTHD; MoInd (DPDT); MOTU; SID	Innovation and ICT Industry promotion.	IDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy. Skill development for mobile game and application Bangladesh e-government ERP Establishment of software quality and certification centre Research and	2297.38 2819.70 234.7	Establishment of Digital Connectivity – Establishment of network to remote areas	80,000.00 6250.00	National e-Service Implementation Project Implementation of Electronic Stamping Project. Capacity enhancement of CCA Office and Cyber Security Project Establishment of Incubation Center	7th five year plan. ICT Policy.	

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
9.c.1 Proportion of covered by a mobile network, by technology	Lead: ICTD; Co-Lead: PTD	Inf. Com: MoR	Connectivity established in grass-root level. Establishing a community based network of learning centers in order to create scope for ICT based continuing and lifelong learning	development of Bengali language by using ICT. E-government master plan for digital Bangladesh. Up gradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office" Project July 2016-June 2018	236.46 1590.20 285.7 220.4	Establishment of Digital Connectivity Establishment of ICT network to remote areas	80,000.00 6250.00	and Software Finishing School at Universities. Research and support on Nano Technology robot and retia. Cycle Crime Pre-vention	7th five year plan. ICT Policy.	PTD implemented a for

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
17.8.1 Proportion of individuals using the internet.	Lead: ICTD; Co-Lead: MoWCA PTD	MoST; MoFL; ERD; MoFA; MoPA; PMO (a2); IRD (NBR)	Technology Preservation and access to internet	Establishment of Tier IV National Datacenter (July 2016 to June 2018) Establishment of software quality and certification centre.	15169.00 236.46					PTD implemented a for
5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex. Total-129.584 million, Up to Feb. 17 some (BTRC)	Lead: MoWCA	ICTD		1. She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017- June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January 2014-June 2017)	818.95 1804.00					
17.16 Number of countries reporting progress in multistakeholder development effectiveness monitoring framework that supports development proxy/supplementary Indicator: Workshops for	MoFA	ERD	ICTD	Establishment of National CERT Project. (January-2017-June-2018)	244.26					

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
<p>mobilizing and sharing knowledge and expertise for discerning</p> <p>4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communication technology (ICT) skills, by type of skills</p>	<p>Lead: SHED Co-lead: TMED</p>	ICTD	<p>ICT training facilities for the youth/adult. Improve tale density to 100%, internet penetration to 100% and broadband coverage to 50% All secondary schools to have at least 3 multimedia classrooms 100% of all secondary schools to have an ICT laboratory 1 Million trained HR for the ICT the industry Extending opportunities for effective skill training -5 million graduates of Basic Literacy Project</p>	<p>1. She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January 2014- June 2017)</p>	818.95 1804.00			Women Empowerment and Self-Employment of ICT Skill	Update curriculums for Bachelors/diploma to include ICT courses & embed tested courses	

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/ pro-programme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-programme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry Value added in total value	Lead: MoST Co-Lead: ICTD	RTHD; MoInD; (DPDT); MOTJ; SID	5	Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center, Natore. Establishment of Sylhet Electronic City Establishment of Bangabandhu Silicon City, Rajshahi Establishment of IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology Establishment of Twelve IT Parks.	2654.60 (apprx.) 1871.20 2382.47 (apprx.) 769.06 17964.00		7.2	Establishment of more UDC, BPO centre IT/ITES Industry Promotion Project. ICT Entrepreneurship development project.		
17.8.1 Proportion of individuals using the internet.	Lead: ICTD; Co-Lead: PTD	MoST; MoFL; ERD; MoFA; MoPA; PMO (a2); IRD (NBR)		Establishment of Tier IV National Datacenter (July 2016 to June 2018) Establishment of software quality and certification centre.	15169.00 236.46					PTD implemented a for
[9.2.1] Proportion of medium and hi-tech industry's value added in total value.	Ministry of industry	ICT Division ERD; LED; MoA; MoHPW; MoInD; MoR; MoS; PID		Establishment of Kaliakoir Hi-Tech Park (other hi-tech parks) Establishment of Sheikh Hasina Software Technology Park	3941.40 (apprx.) 2530.951 (apprx.)			Establishment of ICT Vocational Institute in every zilla Establishment of virtual University.		



Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
[9.b.1] Proportion of medium and hi-tech industry's value added in total value	Lead: MoST Co-lead: ICTD	RTHD; MoInd (DPDT); MoTJ; SID		Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center, Natore. Establishment of Sylhet Electronic City Establishment of Bangabandhu Silicon City, Rajshahi Establishment of IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology Establishment of Twelve IT Parks.	2654.60 (apprx.) 1871.20 2382.47 (apprx.) 769.06 17964.00	7.1	7.2	Establishment of more ODC? BPO centre IT/ITES Industry promotion project. ICT Entrepreneurship development project		
4.4.1 proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) skills. By type of skills	Lead: SHED Co-Lead: TMED	ICTD	ICT training facilities for the youth/adult. Improve tale density to 100% , internet penetration to 100% and broadband coverage to 50% All secondary schools to have at least 3 multimedia classrooms 1 million trained HR for the ICT the industry	1. She Power: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January 2014-June 2017)	818.95 1804.00			Women Empowerment and Self-Employment through Enhancement of ICT Skill	Update curriculums for Bachelors/ diploma to include ICT courses & embed tested courses	

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) Education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in : (a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher education (d) student assessment.	Lead: SHED	ICTD	Building e-learning infrastructure i.e. one school, one computer lab, smart class room with e-learning facilities ICT Education: Training teachers to create digital contents for their use in the class rooms. Various subjects enhancing appreciation of fine arts should be introduced in Primary and Secondary level as per education policy 2010.	1.Establishing Computer and language lab in educational institutions throughout the country. (January-2015-December 2017)	298.98					
Number of countries reporting progress in multistakeholder development effectiveness monitoring	MoFA	ERD	ICTD	Establishment of National CERT Project. (January 2017-June 2018)	244.26					

Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG targets and Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
framework that supports development proxy/supplementary Indicator: Workshops for mobilizing and sharing knowledge and expertise for discerning										
4.4.1 Proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) skills, by type of skills	Lead: SHED Co-lead: TMED	ICTD	ICT training facilities for the youth/adult. Improve tale density to 100%, internet penetration to 100% and broadband coverage to 50% All secondary schools to have at least 3 multimedia classrooms 100% of all secondary schools to have an ICT laboratory	1. She Power: Sustainable Development for Women through ICT (July 2017-June 2019) 2. Learning and Earning Development Project. (January 2014-June 2017)	818.95 1804.00					



Global indicators for SDG Targets	Lead/Co-lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7th FYP Goals/Targets related to SDG Indicators	On-going Project/pro-gramme to achieve Goals/Targets		Requirements of New Project/Pro-gramme up to 2020		Action/Projects beyond 7th FYP period (2021-2030)	Policy/ Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
				Project title and period	Cost in BDT (Million)	Project title and period	Cost in BDT (Million)			
2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
			1 Million trained HR for the ICT the industry Extending opportunities for effective skill training - 5 million graduates of Basic Literacy Project							

November 30, 2020



EIGHTH FIVE YEAR PLAN

FY2021 – FY2025

Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness

General Economics Division (GED)
Bangladesh Planning Commission
Government of the People's Republic of Bangladesh

LEVERAGING DIGITAL BANGLADESH AND ICT STRATEGY FOR HIGHER GROWTH

12.1 OVERVIEW


Gradually, Bangladesh economy and society are in the grip of a digital revolution that is changing the way we work, interact with people and institutions, produce goods and services, and trade across borders. Central to this fast-evolving phenomenon in human civilization is information and communications technology (ICT) - the internet and digital ecosystem - compounded by an endless series of technological innovation that constantly feeds into each other, creating a digital economy characterized by rising productivity. In a sense, GDP growth in Bangladesh is the aggregation of this rising productivity across all economic activities around the country.

In the most fundamental sense, there are only two ways of increasing the output of the economy: (a) increase the quantum of inputs that go into the productive process, or (b) innovate new ways to get more output from the same quantum of inputs. “Doing more with less” is the core feature of productivity growth. The widely accepted growth accounting methodology attribute GDP growth to factor inputs: physical capital (capital accumulation), labour force adjusted for skill attainments, and the residual role of increases in the efficiency with which those factors are used (total factor productivity—TFP). Lately, the focus of growth economics has been on TFP growth as a critical driver of growth acceleration. Endogenous growth model (of Nobel Laureate Paul Romer), explains the impact of total factor productivity (TFP) on long-term economic growth. In this model, TFP is endogenously determined and all policies that contribute to more efficient use of factors of production can contribute to higher growth. High productivity of factors of production depends on capital investment (human and physical), improvements in institutional efficiency and governance, all of which could be compounded by progress in digital economy.

In the past quarter century developed countries have experienced higher TFP growth arising from innovation and technological transformation in the overall digital economy. Evidence from Bangladesh reveals that TFP growth played little or no part in GDP growth during the first two decades after independence. Rise in labour productivity fuelled by capital accumulation (or capital deepening) was the primary driver of growth. But over the past quarter century the contribution of TFP growth has been rising. This rise in TFP growth stems in large part from the spread of ICT and the growing penetration of the internet and digital systems across the economy and society. Technological transformation has started playing an important part in growth acceleration.

There is ample evidence to show that ICT affects growth and productivity both directly and indirectly. First, ICT is part of currently produced goods or services (e.g. computers and Internet), and technological improvement and productivity growth in ICT-producing sectors have a direct effect on aggregate productivity. ICT are also enablers of product, process and organizational innovation in ICT-using sectors, and this, qualifies them as General-Purpose Technologies (GPT): technologies that are pervasive –i.e. can be applied to several production processes - allow continuous improvements and experimentation and facilitates innovation in using sectors (through co-inventions). What the steam engine did to transform rail, shipping and cotton spinning in the first industrial revolution, ICT is doing similar even greater role for 4IR.

Digital Bangladesh – both a source and product of the knowledge economy – has been underpinned by the ICT sector in all its manifestations of modern technology. Under PP2041, Bangladesh seeks to achieve HIC status by FY2041. To secure this target, it is imperative that Bangladesh keeps expanding value creation in economic output through ideas and knowledge so that the economy graduates from factor-driven stage to a knowledge-based economy—through



both process and product innovation. Over the decades, ICT's humble beginning as computerization of information processing work, particularly within office environment, and its recent progress in digitization of public services have been progressing towards the development of the knowledge economy. Particularly, the technology track driving the Fourth Industrial Revolution (4IR) has strong footing in ICT. Standing at the cusp of the fourth industrial revolution, the 8FYP is at a critical juncture in planning Bangladesh's journey to leverage as well as cope with the challenges of an ICT driven digital economy.

Despite all the progress made, the Government's mid-term evaluation of the 7FYP finds, "The global standards of the Knowledge Economy are far away from the present situation of Bangladesh. Bangladesh has performed as one of the low ranked economies in the World Bank's Knowledge Economy Index." This reality raises the bar for the 8FYP to target rapid progress in key indicators measuring the strength of digital and knowledge economy.

By the time the 8FYP will be in effect, the economy of Bangladesh will be at a recovery stage from the local and global shock caused by COVID 19. While the pandemic caused distress across all sectors it also revealed the significance of ICT as a tool to securing connectivity for maintaining and managing critical operations for sustenance. The education sector pivoted to online education system, farmers connected to consumers through e-commerce, mobile money became a major channel for trade, telemedicine gained traction for health service delivery. ICT became the lifeline for finance, education, agriculture, health, skill and employment. Digital transformation has become pivotal for both the public sector and the private sector. ICT will thus work not only as a vertical but also as a cross cutting sector to boost the performance and progress against targets as stipulated in this 8FYP for other sectors.

12.2 LEVERAGING DIGITAL ECONOMY FOR HIGHER GROWTH

During the implementation of the 7FYP, significant progress was made in expanding Internet connectivity, and smartphone penetration in Bangladesh. As a result, more devices are accessing the Internet, an ever-increasing number of people are using digital services, and more value chains are being digitally connected. The 8FYP is all set to further expand the role of digital data and technologies as instruments for growth acceleration. Access to data and the ability to transform data into digital intelligence have become crucial for the competitiveness of firms, and also for the Government. Producers and exporters are becoming increasingly dependent on data analytics as operations get more digitized, and because they use support services that require access to data such as shipping and transportation, retail distribution and finance. It's worth noting that mobile financial service in Bangladesh has been expanding its footprint from simple money transfer to preferred mode of retail and utility payments. Such progression has uplifted the role of ICT from offering connectivity, supporting information exchange, and business process automation to digital economy. The concept of the digital economy has become commonplace to describe how digital technology is changing patterns of production, distribution and consumption of goods and services affecting economic outputs, consequentially growth. Given the evolving penetration of the digital economy in our lives and livelihoods it makes strategic sense to leverage this technological evolution for achieving broad-based targets in the 8FYP. Some of the relevant aspects of the digital economy are outlined below.

Value and trend in digital economy: The evolving digital economy is closely associated with several frontier technologies and fuelled by data. Some of these frontier technologies are sensors, data analytics, AI, 3D printing, Robotics, Cloud computing and 5G connectivity. They also underpin the fourth industrial revolution. Despite the growth of global IP traffic from 100 GB per day in 1992 to 46,600 GB per second in 2017, which is likely to shot up to 1,500,700 GB per second in 2022, the

world is only in the early days of the data-driven economy. And Bangladesh is showing similar trend. For example, as reported by BTRC, international internet bandwidth consumption increased by 228 GB per second (Gbps) to 900 Gbps at the end of November, 2018 from 672 Gbps in June.

Bandwidth consumption by the country's internet users was 411 Gbps in June, 2017. In June, 2016, country's total international bandwidth consumption was 265 Gbps while it was 186 Gbps in December, 2015 and only 8 Gbps in 2009. Basically, over the last 10 years, data traffic in Bangladesh has grown by over 100 times. During this period, Internet penetration has also grown from less than 1 million to close to 100 million. Unfortunately, there is no natural correlation between such growth in data consumption and socio-economic benefit, casual empiricism indicates fair contribution of mobile phone penetration or internet adoption driving economic growth. The 8FYP will promote deliberate measures to extract economic value from growing production and sharing of internet data to enhance productivity of public services.

The core components in driving this explosion of data are: (i) Devices and network connectivity supporting access and communication, (ii) Digital and information technology (IT) sectors, which produce key products or services that rely on core digital technologies, (iii) A wider set of digitalizing sectors, which includes those where digital products and services are being increasingly used, like e-Commerce and Internet of Things (IoT), and (iv) A set of technologies like sensors, artificial intelligence, blockchain, 5G broadband, data analytics, and cloud computing.

Global review of value creation and capturing in digital economy: The growing power of digital platforms has global implications that are likely to accentuate inequalities. Breaking this vicious circle to generate a fairer distribution of gains from data and digital intelligence challenges development thinking. For example, Internet advertising revenue share in global advertising revenue grew from 15% in 2010 to 38% in 2017, which is expected to grow to 60% by 2023. And Google and Facebook, two US giants, took away 65% of this revenue in 2017. These two companies alone took away more than Taka 1,000 crore revenue from Bangladesh in 2018. As a result, the erosion of advertising as a viable revenue source for other businesses like newspaper outlets is a concern. Among other issues, monopolistic trends, how platform companies strengthen their market positions, expansion into other sectors, Information asymmetry and data, and the need for engaging in global policymaking are creating pressure on leveraging digital economy. Particularly, it has been a growing challenge to Bangladesh.

Assessing the scope of value creation and its capture in Bangladesh: As global data platforms have been already monopolized, developing countries like Bangladesh should focus on a new product category or find market niches that globally operating platforms are unable or unwilling to address. To leverage it, focus should be on addressing challenges of (i) small and fragmented local markets, (ii) inadequate entrepreneurial knowledge and skills, (iii) lack of a highly skilled and affordable workforce, (iv) limited access to finance, and (v) poor intellectual asset base and R&D capacity.

McKinsey Global Institute reports that in India, newly digitizing sectors, including agriculture, education, energy, financial services, healthcare, logistics, and retail, as well as government services and labour markets, could each create \$10 billion to \$150 billion of incremental economic value by 2025 as digital applications in these sectors help raise output, save costs and time, reduce fraud, and improve matching of demand and supply. It only seems strategic that, having comparable socio-economic situation, connectivity, and Internet penetration, Bangladesh should also target leveraging proportionate economic benefit from digitization of these and other sectors.

Earlier it has been shown how TFP growth has become an instrument of growth acceleration in mature economies. Growth accounts in Bangladesh show that both capital deepening and, to a much lesser extent, TFP have been important for growth, though lately TFP contribution has been

rising. In order to accelerate Bangladesh's GDP growth, we also need to focus on raising total factor productivity through increased application of digital technology. Widespread Digitization is still an untapped opportunity. TFP growth was 0.3 on an average for the period of 2005-2016. According to projections in the Perspective Plan (2021-2041), in order to achieve the high and sustained economic growth to be an UMIC country by FY31 and a HIC by FY41, in addition to capital deepening, TFP must grow at an average rate of 2.7% during 2021-2031 and 3.6% during 2032-2041 periods respectively. Increasing the average TFP from 0.3 observed in the last decade to 2.3%-4.5% range will be a massive undertaking and will essentially require increasing the productivity of all factors of production. That is where ICT and the Digital Economy comes into play. A 2018 OECD report finds that firms with ICT use had, on average, 197% of the total factor productivity (TFP) level of other businesses in Viet Nam, 153% in Indonesia, 139% in Myanmar, and 139% in China.

12.3 OVERVIEW OF PROGRESS IN DIGITAL BANGLADESH PROGRAM

Digitization and service transformation are moving ahead. As a result, Bangladesh has moved up nine steps occupying 115th place among 193 countries in 2018 on the E-Governance Development index, published by the United Nations. The spread of ICT revolution has received particular emphasis based on the personal attention provided by the Honourable Prime Minister under her Digital Bangladesh Initiative. Digital Bangladesh is an integral part of the government's *Vision 2041*. The Digital Bangladesh initiative consisting of four key priorities are:

- Developing human resources ready for the 21st century.
- Connecting citizens in ways most meaningful to them.
- Taking services to citizens' doorsteps.
- Making the private sector and market more productive and competitive through the use of digital technology.

Bangladesh made important strides during the Sixth and the Seventh Five Year Plan in utilizing technology to bring in tangible transformation in all four areas. Progress made in bringing government services to the doorsteps of citizen is probably the area where Bangladesh registered most significant progress.

Information and Communication Technology Division (ICTD) has taken initiatives to encourage and provide support for ICT related activities, formulate national ICT strategy and policies, create standards and specifications of ICT tools for government organizations according to their necessity, work for human resource development in ICT sector while cooperating with the Government and other agencies to implement the Digital Bangladesh Vision. Digital Bangladesh Vision has four pillars: (I) Connectivity and Infrastructure, II. E-Government, III. Human Resource Development and IV. Industry Promotion

12.3.1 Connectivity and Infrastructure

Connectivity and infrastructure are the key components of the Digital Bangladesh vision. To ensure connectivity all across the country Bangladesh Computer Council under ICT Division has been working diligently. Bangla-GovNet project has been implemented by BCC to build the ICT Backbone Network up to 240 Ministry/Division/ Department, 64 Districts and 64 Upazila. Info-Sarker-II extends this network up to the Upazila level, connects the government offices at district and Upazila level. The Info-Sarker Phase-3 project has established broadband internet infrastructure in 2600 unions across the country through the optical fibre cable. 60 percent of the people of the country got access to the internet through this. In addition, the establishment of Virtual Private

Network 1000 police offices of Bangladesh has been done. Establishment of Information and Communication Technology Network in remote areas (“Connected Bangladesh”) Project has established Information and Communication Technology Network to 772 remote unions of the country. BCC has established National Data Centre (Tier-3) where more than 25000 Government domains, 260 applications, 417 VPN, File Servers 109 managed services, 16 collocation services, and 18059 Network Services have been hosted. Also, IV Tier Data Centre has been established recently which is 7th largest in the world. BCC has established Computer Lab in 3544 educational institutions.

Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) has taken initiatives to establish Hi-Tech Park, Software Technology Park and IT Training & Incubation Centre throughout the country to promote IT/ITES sector and to attract local & foreign investment. The initiatives will create huge employment opportunities and demand of skilled human resources. It will develop knowledge and capital-based industries in the country. Information technology, Software Technology, Bio-Technology, Renewable Energy, Green Technology, IT Hardware, IT Enabled Services and R&D etc. are the major investment areas of IT/ITES sector in Bangladesh.

Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) has established 4 Parks: (i) Bangabandhu Hi-Tech City, Kaliakoir, (ii) Sheikh Hasina Software Technology Park, Jashore, (iii) Software Technology Park, Janata Tower, (iv) Sheikh Kamal IT Training and Incubation Centre, Natore. 7.41 lakh square feet space for IT/ITES companies have been allocated. Basic infrastructure like fibre optic cable line, gas line, water line, electricity line, seaware line, water treatment plant and internal & external road, link road, solar street light, etc. have already been developed in those parks.

Government has declared attractive incentives for the promotion of IT/ITES sector. BHTPA provides these incentives to the IT companies in the IT/Hi-Tech parks. The incentives are as follows:

- 12 years exemption of Income Tax for park developers.
- 10 years exemption of Income Tax for investors.
- Exemption of Import Duty, Regularity Duty and Supplementary Duty for locally production of ATM machine and CC camera;
- Exemption of Duties on importing Capital Equipment and Construction Materials by the Investors;
- Hi-Tech Parks are declared as Bonded Warehousing Station;
- Exemption of Income Tax on Dividend, Share Transfer, Royalty, Technical Fees for investors;
- Exemptions of Income Tax for Foreign Employees;
- Exemption of Income Tax on declared Dividend by Park Developers;
- Exemption of VAT during production level of goods by the Investors;
- Exemption of Duties on importing Goods/Materials to be used for the development of Hi-Tech Parks by the Park Developers;
- Exemption of Duties on importing Transport by the investor;
- Exemption of stamp duty on the deed registration/ mortgage deed registration;

To simplify and expedite service delivery BHTPA has launched online One Stop Service system under the One Stop Service law. As a result, an investor can easily get all kinds of information and service related to the investment. Already 7 kinds of services have been delivered through these

windows. The total investment is about US\$ 38 million and proposed investment is about US\$ 281 million by the close of 8th FYP. In the Hi-Tech Park, Mobile phone assembling company, Fibre Optic Cable Production Company, Bio-Tech Company, Software Developer Company and BPO, KOP, and Call centre related companies are already in operation.

12.3.2 e-Government

The Government has launched a Master Plan for Digital Bangladesh Project for effective and efficient implementation of Digital Bangladesh Vision through the learnings from e-Government implementation experience of South Korean government. Besides, a roadmap has also been formulated to bring different ministries/departments and departments/agencies under the Bangladesh National Enterprise Architecture Framework. As part of the implementation of e-Government Master Plan 1 of the 46 initiatives suggested in Master Plan report is being implemented, titled 'Digital Municipality Services System'. The piloting has been implemented in 1 City Corporation & 9 Municipalities through which 5 online citizen's services will be provided to more than 20 lac people. Digital Sylhet City Project has been initiated to turn Sylhet into country's first smart city. For automation of different government organizations, Bangladesh E-Government ERP Project has developed a common ERP software (nine modules) primarily for use of nine organizations under the Planning Division and ICT Division. Digital Island Moheshkhali Project has improved the quality of public services in an isolated region through the utilization of Information and Communications Technology (ICT) solutions. To ascertain the proper applicability of the software and hardware produced/ developed/ purchased by different government departments/agencies and maintain its quality Bangladesh Computer Council (BCC) has established Software and Hardware Quality Testing & Certification Centre. Based on leading standards, practices and frameworks, but aligned and tailored as per Bangladesh requirements and strategic objectives, Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) project has created Bangladesh National Digital Architecture framework. Design, development and implementation of interoperability framework across the GoB has been developed through this project. To establish Bangla in computing as a leading language at the global platform, Enhancement of Bangla Language in ICT through Research & Development (1st Revised) project has been working to standardize various features of Bangla language and develop Tools, Technologies and Contents for Bangla computing. BCC has developed BGD e-GOV CIRT (Computer Incidence Response Team) to improve the cybersecurity defence capability of Bangladesh Government.

These six CA organizations are now providing digital signature certificates and related services to various government and private organizations and to interested individuals. In the meantime, digital signature is being used for E-TIN, e-File system of A2i, birth registration and online admittance letter of the National University. Different governmental and non-governmental organizations and banks have already started using digital signatures in their own websites and individual level.

A Virtual Private Network (VPN) connection was established to make link with NID database of the Election Commission to verify user information for issuing digital signature. E-Tender and e-file systems were launched at Office of the Controller of Certifying Authorities. This office received membership of the OIC-CERT (Organization of the Islamic Cooperation-Computer Emergency Response Teams) The website of this office was developed under the National Portal platform.

Digital Forensic Lab was established to control and investigate cybercrimes under the project "Improvement of PKI (Public Key Infrastructure System) and Capacity Building of the CCA Office"

and PKI systems was upgraded. By establishing a world-class" PKI system, Cyber security would be ensured through the use of digital signature certificates for online transactions and information sharing.

Much progress has already been made on digital security awareness. Various groups in society, namely, girls, students, teachers, journalists, and government officials, have been imparted training on cybercrime, related laws, safety strategies on social network platforms, ways to get rid of crime, and specific procedures to register complaints, and so on. An online service called 'Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS)' was introduced in the CCA's office for the prevention of crime investigation and immediate detection of offenders online.

12.3.3 Human Resource Development

Human resource development for the ICT sector is one of the key focus of ICT Division. Bangladesh Computer Council through Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance project has developed 32,000 skilled manpower for IT and ITES sector in the last five years. 536 women got Office Applications & Unicode Bangla training under the WID Project. To integrate persons with disabilities in the mainstream of development BCC has initiated Empowerment of persons with disabilities including NDD through ICT Project. Through this project, already 1480 persons with disabilities got ICT training. BCC is also introducing and promoting the ICT Professionals' Professional Certification (ITEE) system in Bangladesh through Capacity Building on ITEE Management Project. Students are trained with the skillset such as Japanese Language, IT skills (including ITEE Level 2 Exam preparation) and Japanese business manner through this project.

To enhance the quality of education through ICT, the Department of ICT (DoICT) is responsible to spread ICT based quality education and developed IT skilled resource pool. A milestone project named Sheikh Russel Digital Labs has been implemented all over the country along with 15 in Saudi Arabia. Under this project some 4,176 labs have been established nationally involving secondary schools, colleges, madrasas, technical institutions, and primary schools. Phase by phase another 15,000 labs will be set up in Primary, Secondary and Higher educational institutions. These schools will lead "School of future" with comprehensive plan. 100,000 students of primary & secondary level will be trained in "Basic Programming, IT Security and MS Office". 36,000 teachers as master trainers and 20,000 youth in 9 different languages will be trained in future.

For empowering women through ICT, a project has already been started named, "She Power Project: Sustainable Development for Women through ICT". The objective of the project is to increase nationwide awareness of the significance of women empowerment and to increase women self-employment and entrepreneurship through ICT. Through the "Sustainable Development for Women through ICT" Project, training was given to 4,000 women as Freelance to Entrepreneur, 4,000 women as IT Service Provider, and 2,500 women as Call Centre Agent.

12.3.4 ICT Industry Promotion

Bangladesh Computer Council has played a vital role to promote ICT industry both locally and globally. ICT project has promoted local IT and ITES capabilities into the global market leading to improved global awareness and perception of Bangladesh for IT and ITES business. This project has also conducted ICT Career camp in 64 districts and reached more than 80,000 students of Bangladesh. Innovation Design & Entrepreneurship Academy (IDEA) Project is promoting

innovation and entrepreneurship across the country and provided funds to 64 start-ups totalling over Taka 5 crore. To promote local ICT Industry BCC has successfully organized Digital World 2015, 2016 & 2017.

Bangladesh Hi-Tech Park Authority is nursing and promoting IT Start-ups/IT Entrepreneurs to establish giant IT Company like Google/Apple/ Microsoft/Amazon/Alibaba. In this regard, BHTPA has allotted space, internet and electricity free of cost to 100+ selected local IT Start-ups/IT Entrepreneurs; some of them have already transformed into registered BPO/KPO/IT Company.

Bangladesh Hi-Tech Park Authority is promoting local BPO/KPO/IT Companies for getting international standard like CMMIL-5, CMMIL-3, ISO- 9001 and ISO- 27001 etc. Already 2 companies-CMMIL-5, 21 companies CMMIL-3, 47 companies ISO- 9001, 6 companies ISO- 27001 have received international standard certification by the patronization of BHTPA.

12.3.5 Acts, Guidelines, Rules and Policies by ICT Division

ICT Division has been formulating acts, guidelines, rules and policies related to ICT. In last 5 years ICT Division has formulated the following: National ICT Policy 2015 & 2018, Digital Security Act 2018, Public Email Policy 2018, National Digital Commerce Policy 2018, Cyber Security Strategy, BNDA Guidelines, User Policy for National Data Centre, Secure Coding Guidelines, National Bangla Keyboard (BDS-1738: 2018), International Phonetic Alphabet (IPA) for Bangla (BDS 1970:2019), Bangla Sign Language (BDSL) (BDS 1971: 2019), Innovation Guideline Strategy & Policy, National Blockchain Strategy, National Robotics Strategy, Big Data Strategy, Artificial Intelligence (AI) Strategy, Internet of Things (IoT) Strategy, Strategy to Promote Microprocessor Design Capacity in Bangladesh, E-Service Strategy, Digital Service Design Guideline & Strategy, Educational Technology Portal Framework, E-Learning Guideline & Strategy, Covid 19 Protection & Remedy Guidelines, Critical Thinking & Problem-Solving Skills Strategy, Integrated Service Delivery Platform Strategy, Integrated Payment Policy, Government to Person Strategy, Digital Financial Ecosystem Strategy, National Hotline Policy, E-Nothi Guideline, Amendment of Digital Government Act for e-Nothi, E-Nothi Implementation Roadmap, 4IR-Based Future Skills Policy, Conceptual Framework for Future of Work for Bangladesh etc.

Different policy guidelines such as the Digital Certificate Interoperability Guidelines, PKI Auditing Guidelines, Digital Certificate Interoperability Guidelines, Secure Coding Guidelines, and the Certification Practice Statement (CPS) Guidelines were prepared for enabling Digital Signature processes. A Cyber Tribunal was set up for Cyber-crime Trial. Time Stamping Services Guidelines for Certifying Authorities & Cyber Security Strategic Guidelines were formulated. The draft of the Cyber Crime and Investigation Rules has been drafted for cybercrime investigation. Guideline for the Declaration of Privately Operated (Non-BHTPA) Software Technology Park has been formulated. Made in Bangladesh Policy is going to be finalized soon.

Besides, National Integrity Strategy (NIS), R&D Equipment Import Policy, R&D Products Raw Materials Import Policy, R&D Products Standardization Strategy & Policy, Amendment of IP Policy, Amendment in Secretariat Instructions & Rules of Business was done in cooperation of ICT Division.

Table 12.5: Programme Activities for Turning High-tech Parks into Nucleus of Innovation

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets
Provide incentives to ecosystem to provide knowledge inputs to high-tech manufacture firms	Value add through collaboration
Encourage high-tech product assemblers to redesign their products through sourcing of ideas and design services locally	Number of products being redesigned and patents filed
Support start-ups to innovate high-tech products and locate into high-tech parks	Number of start-ups move to high-tech parks
Offer R&D supports to universities to undertake redesign assignments from high-tech firms	R&D projects, patents, publications
Support collaborative projects between firms operating in high-tech parks, and university-based incubators	Number of collaborations
Support the collaboration between firms operating in high-tech parks, ICT industry, universities, and line ministries so that local industry can succeed in innovating and manufacturing needed innovations to support mission need of respective line ministries	Number of line ministries involved and their implications on innovation, local production and procurement
Encourage local and foreign companies to manufacture digital devices and its backward linkage products in Bangladeshi High-Tech Parks. Relative policy support should ensure to develop investment environment to make Bangladesh as the Global Manufacturing Hub for Digital Devices.	Number of Companies in Hi-Tech Parks
Providing financial support with low interest to IT/ITES companies to allow them to purchase fixed assets and by allocating low-cost space for offices in the hi-tech parks.	Number of Companies get financial support and low-cost space in Hi-Tech Parks

ICT Division has been formulating acts, guidelines, rules and policies related to ICT. In last 5 years ICT Division has formulated the following: National ICT Policy 2015, 2018, Digital Security Act, Public Email Policy 2018, National Digital Commerce Policy 2018, Cyber Security Strategy, BNDA Guidelines, User Policy for National Data Centre, National Bangla Keyboard (BDS-1738: 2018), International Phonetic Alphabet (IPA) for Bangla (BDS 1970:2019), Bangla Sign Language (BDSL) (BDS 1971: 2019), Innovation Guideline Strategy & Policy, National Blockchain Strategy, National Robotics Strategy, Big Data Strategy , E-Service strategy, Digital Service Design Guideline & Strategy, Educational Technology Portal Framework, E-Learning Guideline & Strategy, Critical Thinking & Problem-Solving Skills Strategy, Integrated Service Delivery Platform strategy, Integrated Payment Policy, National Integrity Strategy (NIS), Government to Person strategy, Digital Financial Ecosystem Strategy, R&D Equipment Import Policy , R&D Products Raw Materials Import Policy , R&D Products Standardization Strategy & Policy , Amendment of IP Policy , National Hotline Policy , E-Nothi Guideline, Amendment of Digital Government Act for e-Nothi, E-Nothi implementation Roadmap, Amendment in Secretariat Instructions & Rules of Business , 4IR-Based Future Skills Policy, Conceptual Framework for Future of Work for Bangladesh etc.

Different policy guidelines such as the Interoperability Guidelines, Auditing Guidelines, the Certification Practice Statement (CPS) guidelines were prepared for enabling digital signature processes. A Cyber tribunal was set up for cyber-crime trial. Time Stamping Services Guidelines for Certifying Authorities was formulated in 2016. Cyber Security strategic Guidelines was formulated. The draft of the Cyber Crime and Investigation Rules has been drafted for cybercrime investigation. Beside this AI, IOT, Microprocessor Design and strategy have been formulated by ICT Division. Made in Bangladesh Policy is going to be finalized soon.

12.4 STRATEGIC DIRECTIONS FOR DIGITAL ECONOMY IN THE 8FYP

The critical success factor is the creation and demonstration of a scalable model of profitable exploitation of Digital Bangladesh Agenda, ICT and Knowledge Economy through the investment made in ICT infrastructure, R&D, and innovation, and adopting policies for creating the demand of scaling up this model by the private sector. The overall strategy is to (i) make the Government smart lead user of digital innovations in meeting line ministries' targets, (ii) strengthen the supply side of physical infrastructure, (iii) develop human resources and prime the knowledge creation and exploitation through R&D, (iv) encourage private sector to leverage ICT innovations in addressing competitiveness, (v) empower ICT industry to scale up investment and innovations to create global success stories by taking home market as the stepping stone, (vi) attain redesign capability out of digital technologies so that material and energy need as well as wastage decrease and yield increases in whatever Bangladesh produces, (vii) leverage digital economy for harnessing the potential of fourth industrial revolution and attaining SDGs, and (viii) cope up as well as take the advantage from the unfolding fourth industrial revolution. Here are some strategic areas in which interventions will be made during the 8FYP:

1. Leveraging Line Ministry Centric Digital Economy Opportunities
2. Adopting the Five Helix Approach
3. Establishing cooperation between Industry, Academia, and Government
4. Intellectual Asset and Local and Global Market Centric Start-up Success Creation and Youth Empowerment while leveraging on local opportunities
5. Leveraging of Redesign Capability for Creating Success in High-tech Devices and Innovation
6. Turning high-tech Parks into Nucleus of Digital, Knowledge and Innovation Economy
7. 4IR Productive Knowledge Acquisition
8. Digital Economy for Leveraging Fourth Industrial Revolution
9. ICT for Greater Transparency, Good Governance, and Service Delivery
10. Ensuring Equitable and Fair Share of Bangladesh in Global Digital Value Chain
11. Leveraging Digital Economy for Attaining Sustainable Development Goals
12. Intensifying Effectiveness and Efficiency, and Encouraging Private Investment
13. Developing the Culture and National Innovation System for Leveraging Knowledge Economy
14. Harnessing the power of ICT for revival from the effect of COVID 19 and for adaptability to shocks arising from health crisis, natural disaster, climate change, or global shift in competitive landscape

These strategic areas have been explained further along with suggested policies, program activities, and indicators in following sub-sections.

12.4.1 Leveraging Line Ministry Centric Digital Economy Opportunities

In achieving respective mission, every line ministry should strategically leverage digital innovations to ensure smart and personalized public service. Focus should be on taking advantage of emerging digital innovations supporting local R&D, innovations, start-ups and industry. For example, ministry of transportation should look into the opportunity of connectivity, onboard and roadside sensors and AI for monitoring driving behaviours and road conditions for reducing accidents, and enhancing throughputs. Basically, every line ministry has the unfolding opportunity in the digital space. Moreover, leveraging of digital innovations for achieving mission objectives also supports the attainment of some critical SDGs relevant to energy, emission, and environment. ICT will also be a key driver for the line ministries for mitigating COVID 19 impact. Key interventions or action agendas relevant for the line ministries for COVID response is highlighted further in this document.

12.4.2 Five-Helix

In taking advantage of line ministry specific unfolding digital opportunities, the focus should be on five-helix approach: collaboration between (i) government, (ii) education and research organizations, (iii) industry, (iv) start-ups & entrepreneurs and (v) investors. Along the attainment of mission objectives, it will promote digital transformation of the local ecosystem. *But be mindful* of the challenges implied by “multiple helix” approaches to policy making. The organization and governance of such multi-stakeholder processes is complex and often challenges the possibility of ensuring that decisions follow an agreed roadmap, respect defined roles and responsibilities, and are binding. Line ministry centric digital economy strategy outline is shown in Table 12.1.

Table 12.1: Line Ministry Centric Digital Economy Strategy Outline

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets	Complementary Activities
To keep monitoring global progress and envisioning line ministry specific unfolding digital possibilities	Number of technologies and innovations tracked, and number of possibilities identified. Local value addition through R&D and innovation. Collaboration between the Government, Industry and Academia.	Vendor driven procurement of imported ready to use approach should be supplemented with envisioning the future possibilities and supporting local R&D for increasing local value addition, strengthening academia, and fostering innovation, start-ups and industry.
Develop line ministry specific digital programs for addressing key mission objectives.		
Establish synergy line ministry specific digital programs and establish nationwide programs		
Identify R&D issues for exploiting digital opportunities, and support industry-academia collaboration to carry out them		
Take a series of demonstration projects, in partnership with industry and academia, for increasing the scope of local value addition, and reducing risks in implementation		
Redesigning engineering programmes to meet the technological requirements of the Government and supporting local digital innovation industry		

It should be noted that the adaptation and diffusion of advanced digital technologies implies trial-and-error processes. Scope should be created for gathering experiences from success and failure for meaningfully making contribution to the exploitation of unfolding digital technology opportunities. Informed choices about the desirable future of attaining line ministry specific mission objectives out of digital possibilities require academic R&D, firms and governments to build on their strengths, recognize capability gaps and take risks to experiment and learn about what works and in which context.

12.4.3 Establishing Cooperation between Industry, Academia, and Government

Establishing linkages between Industry, Academia and Government is a vital issue for leveraging digital and knowledge economy the predominant view among the of academic community in Bangladesh is that basic research done by academia will lead to industrial innovation. Government's role is perceived to be as fund provider for pursuing basic research. On the other hand, Industry expects the academia to deliver human resources who can readily start engaging into productive activities. As Bangladesh has been pursuing technology import driven economic development, industry has very negligible learning and innovation program. On the other hand, linear model of innovation for distilling industrial products from basic research of academia appears to be highly risky as well as lengthy process of establishing meaningful linkage between industry and academia. Thus, the academia should be involved in undertaking R&D for predicting, adapting, and innovating next generation digital innovations, often by redesigning existing products and processes, for both the Government and the industry. Program activities for linking industry, academia, and government are shown in Table 12.2.

Table 12.2: Program Activities for Linking Industry, Academia, and Government

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets	Complementary Activities
Encourage industry to pursue redesign of products they are producing now by adding digital technology-based features to products as well as processes	Number of redesign products and processes by leveraging digital possibilities, and	Adequate research is needed to gather insights and focus on appropriate targets.
Encourage industry to start producing those products where MVA could be increased by leveraging digital technologies	MVA as well as service value add increased due to it.	Publications, and intellectual property issues to be managed well for ensuring meaningful collaboration
Encourage industry to pursue innovative solutions around digital technologies for marginalized groups	New products with digital contents are being introduced.	
For leveraging digital possibilities, encourage industry to adopt flexible and decentralized production; supply chain connectivity, delivery, performance and logistics; agile, adaptive organization	Patents and publications are being produced.	
Encourage the industry to pursue circular economy through recycling efficient use of resources; remanufacturing, refurbishment and reuse of products and components; product as service, sharing models, and shifting in consumption patterns	Royalty on patents is being earned by the academic intuitions.	
Provide incentives in detecting R&D issues for implementing above policies and engage academia to pursue them.	MVA from the exploitations of patents.	

To get meaningful results from this partnership, the academia should be assigned the role to produce publishable as well as patentable knowledge, and the industry should be enabled to utilize the knowledge into profitable ventures. In absence of this coordinated focus, there is a risk that use of public funds may not create a model of private sector driven R&D capacity.

12.4.4 Intellectual Asset and Local and Global Market Centric Start-Up Success Creation and Youth Empowerment

Despite the promise of creating an endless opportunity of growth out of start-ups, as high as 90 per cent mortality rate of start-ups is a big concern. Irrespective of the greatness of ideas and strength of the underlying technology core, every start-up starts the journey in taking an innovative idea to market at loss. In order to turn this loss into profit continued R&D is needed to make the innovation better as well as cheaper. The success strategy should be to focus on continued R&D, creation of portfolio of intellectual assets and properties, and improving quality and lowering cost for creating digital innovation success stories. Program activities for increasing start-up success stories are shown in Table 12.3.

Table 12.3: Program Activities for Increasing Start-Up Success Stories

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets	Complementary Activities
Provide incentive in undertaking R&D for producing patents and expanding intellectual asset base	Patents being filed and received by start-ups, and integrated into products and processes.	Focus on IA/AP in creating start-up success stories will address multiple issues, including industry academia gap
Discourage predatory pricing-based start-up race in the digital innovation space	Measures being taken to limit predatory pricing to monopolize digital start-up space.	
Foster academic R&D in supporting the generation of intellectual asset-based start-up formation and growth	IA/AP portfolio of start-ups spinning out from academic and R&D facilities.	
Create awareness and provide support to start-ups for managing Intellectual Asset (IA) portfolio, and leveraging it to the valuation and fund raising.	Role of IA and patents in start-up valuation and fund raising.	

It is being observed that digital start-ups scene has been drawing interest of youths. The formation of idea around smartphone apps and mobile connectivity has been very popular among the youths. But invariably these ideas do not start the journey in producing profitable revenue, inevitably creating the demand for fund. These youths should be empowered with IA/IP asset base to turn those ideas into profitable venture. Otherwise, there is a risk that upon losing money and time in pursuing those ideas through subsidy, they might end up in high-level failure and frustration.

12.4.5 Leveraging of Redesign Capability for Creating Success in High-tech Devices and Innovation

Labour content in manufacturing of high-tech products has been rapidly falling, weakening labour-based manufacturing value addition (MVA) strategy. On the other hand, advancement of digital technologies is offering the option of redesigning existing high-tech products for offering higher quality at lower cost. This opportunity should be exploited for increasing MVA through ideas

of redesign. Moreover, such redesign should also focus on process redesign as well. Such redesign capability acquisition will also increase the supply of high-tech productive knowledge. This strategy will also start increasing the high-tech patent portfolio, and opening the opportunity of linking universities with industrial R&D for supporting innovation need of the industry.

Bangladesh must start building patent portfolio for increasing MVA in high-tech. It is being observed that global ten frontrunner economies account for 90 percent of patents and 70 percent of exports. Only 10 economies together, they account for 91 percent of all global patent families in advanced digital technologies. Program activities for acquiring and leveraging redesign capability are shown in Table 12.4.

Table 12.4: Programme Activities for Acquiring and Leveraging Redesign Capability

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets	Complementary Activities
Link tax and other incentives to MVA through ideas of redesign	MVA growth through redesign	Adequate background research should be done to set achievable as well as attractive value of relevant indicators.
Support R&D for redesign of products by leveraging digital technologies	Patents	
Support R&D for adapting and advancing digital technologies to support product redesign	Patents and publications	
Support infrastructure and provide incentives to start manufacturing those high-tech products which are amenable to redesign for increasing MVA through ideas.	Number of newly introduced high-tech products.	
Support R&D for innovating new products by leveraging the capacity of redesign of existing high-tech products	Number of innovations introduced in the market	

Made in China 2025: It's time to draw lesson from China's renovation strategy. As opposed to inventing new technology and innovating new products around it, china has rather opted to imitate, and consequentially re-innovate existing successful products. Over the last 15 years, China has increased R&D finance from around \$30 billion to close to \$400 billion, making it the 2nd largest R&D spender. China's such R&D spending has ballooned publication records and patent filling to support its re-innovation strategy. This strategy has already powered Chinese mobile handset making companies to take over Indian market.

Japan's Nobel Prize has Root to Renovation strategy: Over the last 19 years, Japan has received 20 Nobel Prizes, mostly in Physics and Chemistry. This remarkable success appears to have root in producing knowledge to support redesign of existing products, starting from LED bulbs to Lithium-ion battery.

12.4.6 Turning High-tech Parks into Nucleus of Digital, Knowledge and Innovation Economy

The government of Bangladesh has been working on developing specialized industrial parks to support the growth of high-tech economy. So far 28 public high-tech and software technology parks, and 12 private Software Technology Parks (STPs) are at different phases of development. Firms have already started operation in some of these parks. Moreover, the Government has been

also developing a high-tech incubator at CUET. Particularly, in high-tech manufacturing, the journey has begun through labour-based value addition, primarily for assembling of imported components. But this value addition is extremely low, often less than 10 percent of the cost of the finished product. Due to high tax differential reaching as high as 57%, producers are succeeding in selling these locally assembled high-tech products as a strong substitute to imported ones. But such low value addition is neither rewarding for the country, nor cost-competitive for export. Due to low value addition, even after enjoying 10% cash incentive, producers are failing to make these locally assembled high-tech products competitive in the export market. In order to increase the value addition, moving to component manufacturing often does not offer attractive value proposition. Due to scale, scope, and IP effects, often it is cheaper to import most of the high-tech components than to manufacture them locally. To address this issue, the strategy should be linking high-tech parks with universities, research establishments, intermediate goods and service providers, and start-up initiatives making high-tech parks as the nucleus of innovation economy of Bangladesh. For example, semiconductor design service providers can offer services to high-tech product firms to redesign their products for adding value through ideas, in addition to labour. Table 12.5 shows program activities for turning high-tech parks into nucleus of innovation.

Table 12.5: Programme Activities for Turning High-tech Parks into Nucleus of Innovation

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets
Provide incentives to ecosystem to provide knowledge inputs to high-tech manufacture firms	Value add through collaboration
Encourage high-tech product assemblers to redesign their products through sourcing of ideas and design services locally	Number of products being redesigned and patents filed
Support start-ups to innovate high-tech products and locate into high-tech parks	Number of start-ups move to high-tech parks
Offer R&D supports to universities to undertake redesign assignments from high-tech firms	R&D projects, patents, publications
Support collaborative projects between firms operating in high-tech parks, and university-based incubators	Number of collaborations
Support the collaboration between firms operating in high-tech parks, ICT industry, universities, and line ministries so that local industry can succeed in innovating and manufacturing needed innovations to support mission need of respective line ministries	Number of line ministries involved and their implications on innovation, local production and procurement
Encourage local and foreign companies to manufacture digital devices and its backward linkage products in Bangladeshi High-Tech Parks. Relative policy support should ensure to develop investment environment to make Bangladesh as the Global Manufacturing Hub for Digital Devices.	Number of Companies in Hi-Tech Parks
Providing financial support with low interest to IT/ITES companies to allow them to purchase fixed assets and by allocating low-cost space for offices in the hi-tech parks.	

Like other developing countries, Bangladesh faces the challenge of developing a productive knowledge base, primarily in the technology stack that is underpinning the Fourth Industrial Revolution (4IR) while leveraging innovation economy. While innovating and making complex products may be a far-fetched dream, Bangladesh needs to keep acquiring superior productive knowledge so that the country's youths can participate in the emerging global labour market. In the era of 4IR, skill demands will progressively centre around the development of Artificially Intelligent (AI) components.

It is widely acknowledged that increased investment in conventional educational activities will not lead to the acquisition of higher-level productive knowledge. Rather, learning by working in processes tied to developing complex products appears to be the best option for acquiring the essential skills. Such reality often poses a chicken & egg problem and finding an entry point to break the impasse is critical. Among other options, this is why the immense potential of acquiring productive AI knowledge by harnessing possibilities like remote sensing offered by Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) or software intensive innovations for augmenting labour in farming and healthcare can be considered. Program activities for creating productive knowledge are shown in Table 12.6.

Table 12.6: Programme Activities for Creating Productive Knowledge

Policies and Programme Activities	Indicators/Targets
Establish labs focusing on 4IR technologies and collaborative platforms, especially Public-Private Partnerships (PPP), to create awareness and understanding, foster the adoption of new technologies, support adaptation and further advancement, developing intellectual assets, and facilitate the transfer of knowledge.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Real-life awareness of 4IR possibilities in different sectors 2. R&D supports will facilitate start-ups in taking their ideas to market 3. Supply of 4IR productive knowledge will increase 4. IT firms will make good use of the facility to undertake 4IR R&D
To create the demand and supply capacities of 4IR innovations, focus should be on developing sector specific 4IR Use Cases and documenting global best practices, and promoting as well as supporting their development, adoption, and diffusion.	Clarity of business benefits out of 4IR use cases and global best practices will lead to strengthening both supply and demand of local 4IR innovation market.
Establish labs focusing on 4IR technologies and collaborative platforms, especially Public-Private Partnerships (PPP), to create awareness and understanding, foster the adoption of new technologies, support adaptation and further advancement, developing intellectual assets, and facilitate the transfer of knowledge.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Real-life awareness of 4IR possibilities in different sectors 2. R&D supports will facilitate start-ups in taking their ideas to market 3. Supply of 4IR productive knowledge will increase 4. IT firms will make good use of the facility to undertake 4IR R&D

12.4.7 ICT for Greater Transparency, Good Governance, and Service Delivery

Bangladesh has already made progress in ICT usages in public service delivery (Table 12.7). This progress should be accelerated by capitalizing new technology opportunities, including data analytics. Box 12.1 shows areas where further progress needs to be made.

Table 12.7: Evolution of Bangladesh's e-Government Development Stages

Focused Area	e-Government Development Stages Over Three Major Periods					
	Till 2018		2020-2025		2031-2041	
<i>Position in E-Government Development Index (EGDI) prepared by Department of Economic and Social Affairs of United Nations</i>						
Indicator	Score (0-1)	Rank /193	Score (0-1)	Rank /93	Score (0-1)	Rank /93
E-Government Development Index (EGDI)	0.4862	115	0.65	80	0.74	40
Online Service Component	0.7847	NA	0.86	NA	0.90	NA
Telecomm: Infrastructure Component	0.1976	NA	0.54	NA	0.7	NA
Human Capital Component	0.4763	NA	0.73	NA	0.85	NA

Box 12.1: Areas for Further Improvement for ICT

- Lack of capacity and skilled resources: this has been observed time and time again as the single largest barrier. Skill gaps exist at multiple levels in agencies and among citizens, including:
 - Basic ICT and smartphone literacy of citizens, particularly at senior level
 - Digital service design and implementation
 - Business process transformation
 - Management of data centres and ICT systems in a secured manner
 - Integration, interoperability and information exchange between internal and external systems
 - Strategic ICT management and foresight.
- Lack of mass impact for citizens: few digital services have yet achieved high levels of take-up, and typically run alongside the existing paper-based systems (adding cost and complexity to service delivery while benefiting only some users of the services).
- ICT duplication: most of the information systems across government agencies are running on disparate data centres, ICT architectures and software development platforms, with duplicated requirements and investments.
- Lack of interoperability: systems have largely been developed in isolation from each other, so are difficult to integrate. Awareness of the National Enterprise Architecture and the E-Government Interoperability Framework is low, and people who are aware of them are unsure about the practical implementations for their Ministries.
- Insufficient capacity with existing shared services: where BCC already offers shared ICT services (e.g hosting in the national data centre, computer emergency incident response), these services are welcomed but we lack capacity to meet it in full.
- Data Protection, Privacy and Cybersecurity: following the recently experienced cybersecurity challenges at Bangladesh Bank, agencies increasingly appreciate the important need to improve the security of their digital government systems to protect the public administration from continual and evolving cyber threats, but lack skills, processes and resources to do so.

12.4.8 Ensuring Equitable and Fair Share of Bangladesh in Global Digital Value Chain

Given the regulatory weaknesses of Bangladesh and lack of international collaboration in dealing with antitrust and data privacy issues, the progression of digitization has been leading to gradual taking over of local businesses by global ones. Moreover, breach of data privacy is making citizens vulnerable to manipulation, discrimination, and harassment, consequently leading to increasing inequality among countries and fellow human beings.

For example, Bangladesh's total advertisement market size is worth US\$ 150 million. It's being reported that companies in Bangladesh are spending nearly US\$ 100 million every year for digital marketing on the platforms of Facebook and Google to reach their target audience. The rapid proliferation of smartphones, frequent visits of potential customers to web sites containing targeted contents, and increasing sophistication of algorithms have made online advertising far more effective than conventional platforms like TVs or billboards. Unlike the past, the online advertising market is virtually monopolized by two global players: Google and Facebook. Such monopolization raises important questions. How did they succeed? With high market shares, are these companies abusing market power throttling competition and unfairly treating users? How are different countries responding to concerns pertaining to market power, antitrust, and other competition issues?

On the other hand, Bangladesh's recent progress in ICT and digital Bangladesh is primarily driven by public expenditure, reaching above BDT 15,000 crore. The recent progress of smartphone assembling does not bring much change either, as local value addition is less than 10%. As labour based value addition in digital devices and software innovations is as low as 10%, firms and countries having strong portfolio of patented ideas are dominating value addition in international trade of digital products. According to recent study of UNIDO, "Ten frontrunner economies account for 91 percent of patents, 70 percent of exports and 46 percent of imports of new technologies." With virtually no patent portfolio in digital technologies, Bangladesh's digital agenda is primarily import driven. Bangladesh must take steps to reverse this situation. Suggested programme activities are shown in Table 12.8.

Table 12.8: Programme Activities for Increasing Fair Share of Bangladesh

Policy and Programme Activities	Outcomes
To protect citizens in the digital space, update data protection regulation, along the line of EU's General Data Protection Regulation.	Measures are taken to safeguard data of citizens, corporates, and the Government. Legal steps are being taken against violations.
Address regulatory weaknesses and strengthen international collaboration in dealing with antitrust and data privacy issues.	Global players are prevented from anti-competitive behaviour, and local firms are given scope to grow in digital space.
Invest in R&D in developing patent portfolio in digital technology space.	Bangladeshi firms start upgrading their value addition capacity by leveraging patents ideas.
Promote local firms in the global market	Branding Bangladesh as an ICT destination for hardware, software and BPO

12.4.9 Harnessing ICT for Poverty Reduction

Digital financial services (DFS) have revolutionized the delivery of financial services by cutting down transaction costs while at the same time reaching out to various poor and marginalized groups who have long been excluded from the formal financial sector. Bangladesh has also made use of mobile financial services in reaching out to the poor and vulnerable groups with social security benefit payment. The rapid growth of mobile cellular phone usages in Bangladesh in conjunction with the regulatory changes allowing banks to establish subsidiaries offering financial services through mobile phones has made it possible for mobile financial services (MFS) to become an important means of promoting financial inclusion. Another big policy push for promoting financial inclusivity through DFS was the reform initiative undertaken to transfer the government to person (G2P) payments for social security schemes directly to beneficiaries using either their bank or MFS accounts.

However, there are important ways that the 8FYP will make the DFS/MFS system more effective in achieving financial inclusion of the poor and marginalized groups. These include: includes amongst others, strengthening the national identification database, improving the payments infrastructure including the establishment of the interoperability amongst digital financial service providers, promoting innovations to make DFS services more supportive of growth of small business holders, and dealing with growing gender disparity in financial inclusion. In particular, the 8FYP will strive to:

- **Reduce gender disparity in financial inclusion:** Despite the remarkable progress achieved over the past decade, the growing gender gap (from 11 percentage points in 2011 to 29 percentage points in 2017) in financial inclusion is a concern. Although there are efforts to improve the situation through the digitization of G2P in largest transfer schemes that target rural, poor, marginal, and vulnerable women, there exist significant room for making the overall DFS architecture more gender inclusive. This includes, amongst others, expanding the existing product space of female DFS users.
- **Strengthen national identification (NID) database:** The national identification (NID) database – originally initiated for issuing voters' ID – currently registering about 110 million adult citizens has been made available for establishing an electronic know your customer (e-KYC) ID verification system, boosting the expansion of DFS through fast customer onboarding and reduced cost in the process. This is already playing an important role for mobile financial inclusion. However, 8 per cent of the adult population is reported to be not in the NID database. When the non-adult population group is considered, 32 per cent of Bangladeshi citizens do not have a digital ID. Achieving a full ID coverage of the population can be particularly helpful for women, poor and vulnerable groups who are more likely to be outside of the formal financial system and are in need of various social security support. Upgrading of the NID database would also include amending or updating any personal information as it has been reported that wrong dates of birth have made many elderly citizens ineligible for such social security benefits as old age allowances.
- **Develop a single registry of beneficiaries:** One critical challenge confronting Bangladesh's social protection system is to develop a single social registry of beneficiaries drawing on from separate databases maintained by various ministries. The use of digital ID of individual beneficiaries and electronic database of beneficiaries can help establish a robust single registry of social security beneficiaries.
- **Full digitization of G2P payments:** An important priority for the 8th plan would be to achieve the complete digitalization of the G2P payment system, linking the beneficiary targeting of social security/enrolment to NID along with operationalizing the National Household Database for addressing exclusion and inclusion errors in beneficiary selection.

12.4.11 Leveraging Digital Economy for Attaining SDGs

It's well accepted that technology has a key role to play to make progress in attaining SDGs. Technology, particularly digital technology stack driving 4IR comprising of more than a dozen frontier technologies, starting from AI to blockchain, has the potential to improve both effectiveness and efficiency of resource utilization, service delivery, monitoring progress, and establishing cooperative partnerships. It's obvious that the potential of digital technologies on each goal and also target will vary. How does the qualitative observation on likely relative potential (low, medium and high) of advanced digital technology stack up on attaining each of the 169 targets pertaining to 17 SDGs? Among them, 126 are targets for attaining SDGs and 43 are means of action, but each of them is amenable to get support from digital technology stack. Some example of digital opportunities is shown in Tables 12.9 and 12.10.

Table 12.9: Example of Digital Innovations for Attaining SDGs

Related SDG Targets	Digital Innovation Potentials
SDG 2.4 Ensure sustainable food production system SDG 12.3 Halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses	Reduce food wastage through (i) optimal harvesting, (ii) precision processing, storage, packaging and transportation, (iii) tracking the supply chain, (iv) optimal retailing. Supply and demand optimization at the retail level through improved prediction
SDG 2.3 Double the food productivity SDG 2.4 Ensure sustainable food production system	2.1 UAV based soil fertility and crop health mapping, and precisely distributing inputs like fertilizer, pesticide, and water; Wastage of farming inputs could be reduced and yield of farming outputs could be improved.

Table 12.10: Programme Activities for Leveraging Digital Technologies for SDGs

Polices and Programme Activities	Outcomes
For each target of SDGs, support is needed to conduct technology specific investigation, to locate realizable potential and designing intervention to turn it into results towards attaining SDGs.	Precise understanding leading to appropriate action, covering the whole value chain starting from idea generation to innovation, leading to diffusion.
Develop line ministry centric responsibility map and programs for leveraging digital technologies in meeting SDGs.	Well-coordinated, synergistic interventions
Engage industry through associations, and provide R&D supports to link universities and R&D facilities to industry focus innovations	Products and processes are being redesigned to minimize material and energy need, and reduce waste

12.4.12 Digital Economy for Leveraging Fourth Industrial Revolution

In a recent report (A2i, 2019), it has been predicted that in five major sectors of Bangladesh, 5.5 million people will likely loss jobs by 2041. Such prediction is in parallel with the global scenario of job loss, as predicted by Frey, C. B., and Osborne, M. (2013). On the other hand, there are also counter arguments. There has been also strong belief that like in the past, technology led

productivity growth will lead to both economic and labour demand growth. But there is no denying that technology creates job polarization effect. Along with the creation of new tasks, technology invariably delegates tasks from human to machines, creating non-uniform effect on individuals, firms, industries, and countries, which is commonly known as job polarization. In this globally connected economy, such reality of technology implications demands clear understanding about likely implications on labour demand and skill transformation, and required responses from education and training institutions to address them. Moreover, as scale, scope and speed of the effect of technology in the age of 4IR will be far deeper than other three revolutions, the importance of predicting and taking countervailing measures are far more important than ever before. Relevant observations and recommendations are provided in Table 12.11

Table 12.11: Leveraging Digital Possibilities for Coping Up and Leveraging 4IR

Sl	Observations	Strategic Recommendations
1	Technology progression will lead to (i) automation of tasks, (ii) creation of new tasks, and (iii) redefinition of remaining tasks. As a result, <i>task content production</i> will keep experiencing transformation. Such dynamics creating polarizing effect has non-uniform effect on types of tasks as well as gender.	In target industries, task level analysis of occupations should be performed, and projection should be made about the task content transformation based on likely implications of each of the technologies underpinning 4IR.
2	The improvements of technology, the increasing use of the internet and the need for people to learn beyond any restriction have led to a proliferation of Digital Learning. A digital center of excellence for teaching and learning through online media can be a center of education in coming days.	Steps should be taken to establish a Virtual University.
3	Skill requirement in performing tasks will keep changing due to transformation of task content production. For example, once digital printing is introduced, task content in production in the printing department of RMG value chain changes.	Training need for up skilling should be assessed based on likely transformation of task content production. Moreover, special emphasis should be given to up skilling female workers, as they are worse sufferer to automation.
4	Sharpening of innate capabilities (including soft skills) will increase the performance of labour in executing low-level manual tasks. As a result, technology developer will find it harder to automate those tasks, leading to longer shelf life of low skilled labour.	At the school level, measures should be taken to enhance innate capabilities and soft skills of students. Moreover, existing labour force should also be given training to enhance innate capabilities, along with soft skills.
5	In both goods and services, new features will be added for leveraging technologies driving 4IR. As a result, new tasks will be required to perform in producing those additional features. For example, AR/VR based features could be introduced to expand tour guidance features in hospitality and tourism industry.	Both existing and new labour force should be given training in performing those tasks in producing 4IR technology-based features. Some of these likely features are embedded electronics in RMG products, or VR/AR based guidance to tourists, or serving customized food to guests using modern cooking tools and methods.

SI	Observations	Strategic Recommendations
6	Depend on the progression of technologies underpinning the 4IR transformation of task content production will take place, demanding training need for up skilling.	Technology assessment and forecasting should be taken into consideration to predict task content production transformation for assessing the up-skilling training need.
7	Skill demand depends not only on the degree of automation, but also on the products, which firms, industries, and country as a whole produce. In addition to automating existing tasks, 4IR technology stack is also opening opportunity of introducing additional tasks, such as remote service delivery.	Measures should be taken to introduce production of additional products for the purpose of both export and import substitution, particularly by leveraging 4IR (e.g., remote supervision of IoTs and service delivery in collaboration with Robots) so that the volume of task supply increases.
8	It's estimated that almost 2 million job seekers are entering the labour market of Bangladesh. Among them as high as 50 percent of them are leaving the country.	In determining skill development need, transformation of job content production should also take into consideration of nature of jobs in which Bangladeshi expatriates will be likely engaging.
9	IR4.0 technology stack supports innovation, in both product and process levels, creating new tasks. For example, UAV based fertility and crop health mapping, and discharging of inputs in a precise manner.	Innovation prediction should be made and facilitation should be provided, consequentially increasing the task supply. Skill development training should be provided for performing those newly introduced tasks.
10	Most of the studies, including the one conducted by a2i in partnership with ILO, appear to be at the occupation level, giving emphasis on job loss. Such studies do not focus on the likely transformation of task content production due to progression of 4IR. As a result, such studies do not provide adequate clarity on training need assessment for skill development.	Existing studies should be complemented with follow up detailed tasks level investigation spelling out the automation of tasks, change of interface of remaining tasks, introduction of new tasks for adopting automation, and also introduction of new tasks due to addition of product features.
11	Due to rapid progression of IR4.0 technology stack, task content production will keep changing, consequentially demanding constant upgrading of skill level.	Lifelong learning attitude and skill should be developed in both existing labour force and future job seekers. Developing skill of learning from on-line resources is an example of building lifelong learning skill.

The Fourth Industrial Revolution has been a vital issue. The continued progression of the underlying technologies has been unfolding the 4IR. In order to cope up the threat and leverage opportunities, underlying technologies need to be monitored, implications should be assessed, HR development needs to be determined, innovation opportunities need to be identified, and appropriate interventions must be taken.

12.4.13 Intensifying Effectiveness and Efficiency, and Encouraging Private Investment

During the tenure of 7FYP, public investment has been dominating the investment scenario in the ICT sector and Digital Bangladesh program. It's worth noting that over a span of four years, public expenditure in the ICT sector jumped from around Taka 4,000 crores to over Taka 15,000 cores. It

appears that private investment has not kept pace with this growth of public investment. Some of the observations in intensifying private investments in different segments of the ICT sector are as follows:

(a) International connectivity, Domestic Transmission, Access network and Internet service:

There has been significant progress in international connectivity. Competition between private operators and state-owned submarine cable operators has reduced the wholesale price of international bandwidth. But such wholesale price fall is not reflected in proportionate price reduction of internet bandwidth at the user's end. One of the factors is domestic transmission network. There has been very weak or no competition in this segment. Government's aggressive investment to strengthen this segment by linking all unions is not being complemented by private investment. Rather NTFN operators have become contractors to Government's projects. As a result, supply driven competition strategy has not been in action. On the other hand, due to virtual monopoly in the access network, there has been no aggressive investment for upgrading technology and increasing efficiency. Despite the progress in mobile centric Internet connectivity, and public investment, the cost and quality of Internet connection is still a major concern. To address it, measures should be taken to intensify competition of private investment as opposed to pumping more public fund.


(b) Cloud Infrastructure: Foreign providers are dominating Bangladesh's cloud service market. These providers neither have establishment in Bangladesh, nor do they offer legally defensible acceptable SLA to individuals and firms of Bangladesh. Measures should be taken to address data privacy and SLA pertaining to global cloud service. To complement Government's investment in Tier 4 data centre, there has not been proportionate private investment to develop local cloud platforms. Policy measures should be taken during the 8FYP to stimulate private investment in setting up cloud platforms.

(c) Software: Despite the expansion of computer science and engineering education, and public funded training programs, there has been very limited private investment to expand the software segment of the ICT industry. To exploit the software segment further, strategic focus should be on blending of science with software to innovate solutions in addressing yield, quality and wastage in critical areas of the society.

(d) High-tech manufacturing: It's being reported that as high as 60% smartphone being sold in Bangladesh are now locally assembled. Basically, very low tax on components and high tax on finished products (as high as 57%) has created high tax differential in favour of local assembling. But labour based local value addition in this progress is very low. As a result, both job creation and private investment are extremely low. Conventional strategy of manufacturing components to progress along the value chain does not address this either. The focus should be on R&D for adding value through ideas of redesign. The 8FYP should take measures to make progress along this line. Tax and other benefits could be linked to the progress of acquiring patents and using them in redesigning products as well as processes for increasing the quality and reducing the cost. The focus should be on value addition and high-paying job creation as opposed to volume of assembling outputs.

(e) e-Commerce: Despite the recent growth of this segment, there has been ample scope of increasing the effectiveness and efficiency for encouraging private investment. During the 8th FYP, development of interoperable smart logistics and warehouses could be supported to grow to scale up e-commerce, particularly in the rural areas. Literacy for smartphone-based service consumption and transaction, and digital payment should also be addressed. Incentives could be given for digital payment as opposed to making cash payment.

(f) Business process outsourcing: Despite high wage differential in favour of Bangladesh, export



revenue in the BPO yet to show significant growth. The growth of mobile phone and Internet penetration has opened the opportunity of offering diverse services including customer care over the mobile phones. Policy and regulatory measure could be taken to encourage outsourcing customer care and back office services to develop local expertise and capacity for scaling up the export revenue.

(g) Freelancing: Despite the participation of large number of youths, as high as 500,000, the revenue from the segment is insignificant. It is learned that only a small fraction of these freelancers is generating attractive revenue from marketplace. As most of the freelancers are failing to earn adequate revenue, there has been declining trend in active freelancing population in Bangladesh. To increase per person revenue, the focus should be on delivering high-value professional services. For exploiting this potential, market-oriented skill development should get focus. Cross boarder payment appears to be a major obstacle for their growth. Research finds that top performing freelancers could be assisted to scale up their successes in creating firms. Some of the interventions could be in setting up accelerators and providing management support for product development.

(h) Start-ups and venture capital financing: Bangladesh's success of attracting less than \$100 million venture capital finance is insignificant India's record of raising over \$14 billion. A large number of international VCs poured such a huge risk capital to India's start-ups. The strategy of attracting increasing foreign VC funds in Bangladesh's start-ups should include packaging start-ups led innovation opportunities and promoting them, supporting R&D and encouraging start-ups to develop intellectual property strategy, and easing the operation of VCs in Bangladesh. It's worth of noting that international VC financing for exploiting digital innovation opportunities through start-ups could be a vital financing strategy for meeting SDGs and leveraging 4IR out of local innovation opportunities.

12.4.14 Developing National Innovation System for Leveraging Knowledge Economy

The leveraging of digital opportunities and creating knowledge economy is quite different than Bangladesh's track record of import substitution and RMG export. The culture of learning and pursuing the journey of perfection is quite different than labour-based manufacture value addition. It appears that Bangladesh needs to make significant progress to nurture conducive culture to leverage knowledge economy in the digital age. Lessons from other countries, particularly of Japan, are useful in this regard.

The culture of pursuing a relentless journey of chasing endless perfection out of scientific discoveries and technological inventions appears to be at the core of profiting from innovative ideas. Such cultural values grow among individuals through meticulous nurturing in families, schools, workplaces, and society as a whole. And the state plays a vital role in patronizing this precious capability underpinning the innovation economy. In addition to making progress in conventional indicators, it's time to have a serious focus on nurturing the culture of pursuing a persistent journey of endless perfection for offering better quality products at lower cost to succeed in profiting from ideas.

National innovation system: In building a knowledge economy as a key development priority for Bangladesh, sponsoring the importance of knowledge and technology diffusion for the promotion of knowledge networks and "national innovation system" should be given strategic focus. In developing the national innovation system driving economic growth of Bangladesh should draw lesson from other countries such as Korea, India, and Taiwan. Summary of the lesson from Korea is shown in Box 12.2.

Box 12.2: Lesson for building National Innovation System for Leveraging Knowledge Economy

Korea's process innovation leading to incremental improvement of products appears to be role model for Bangladesh. Korea's strategy of demonstrating the benefit of R&D in driving industrial competitiveness through Government funded research institution played a key role in encouraging private sector to set up corporate R&D labs. To leverage this progress, Korea carefully developed university centric research capacity and linked them with private sector R&D labs and Government's research institution. Such strategy appears to be very suitable for Bangladesh in developing the national innovation system. As a result, although Korea's R&D spending has reached over 4.3% of GDP by 2015, but Industry shares almost 90% of this R&D investment. Moreover, linking of university is addressing human resource issue.

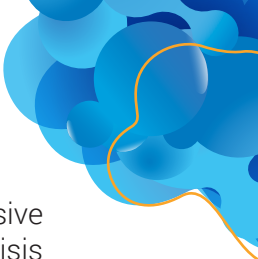
ICT Division will play a crucial role in this regard. It will be that of an innovation intermediary and knowledge leader that will spearhead the country's ability to spot, understand and integrate new development approaches, work to strengthen institutional linkages across the whole-of-government and whole-of-society, and play a catalytic role in fostering inclusive, citizen-centric governance and societal innovation in Bangladesh. In doing so, the ICT Division will accelerate a national innovation ecosystem that empowers individual citizens and society as a whole to transform innovative ideas into practical solutions that reach the scale necessary to achieve the SDGs and realize Vision 2041 of emerging as a prosperous, developed and poverty-free nation.

12.4.15 Harnessing the power of ICT for revival from the effect of COVID 19 and for adaptability to shocks arising from health crisis, natural disaster, climate change, or global shift in competitive landscape

Addressing sector specific challenges and opportunities: While COVID-19 has revealed the fault lines in our systems, it has also provided an opportunity to define blind spots, identify systemic barriers and opportunities for growth. COVID-19 challenges have triggered actions which, if leveraged, can take Bangladesh to the next level of digitization with the agenda of Made in Bangladesh. The challenges posed by COVID 19 in key sectors and the relevant ICT led strategies are summarized below:

Financial Inclusion: The COVID-19 pandemic, and subsequent lockdowns and social distancing requirements are exacerbating the long existing problem of lack of access to finance. Despite the strong efforts in the last few years to propel financial inclusion, inadequate interaction among banks, NBFIs, MFIs, MFS and DFS platforms, and mobile phone operators regarding data sharing has held back the inclusion of the bottom of the pyramid citizens into financial channels. This has prevented the most vulnerable populations from availing financial support during the current pandemic. Leveraging learnings from best practices globally, the ICT Ministry proposes the following short-term interventions: a) promote interoperability to speed up financial inclusion by 10 times by 2021; b) offer direct incentives for availing financial services till mid-2021; c) collaborate with MFIs and mobile operators to offer digital credit score for SMEs to promote 4 times growth; d) devise a masterplan for a digital economy to secure a resilient financial ecosystem; e) develop regulatory sandbox by the Bangladesh Bank to allow pilot testing before approval of a policy from the end of 2020.

Startup Ecosystem: Startups have been a driving force behind innovation and economic progress, playing an instrumental role in the Vision 2021 and Digital Bangladesh Agenda, employing 1.5 million people, and attracting over \$ 200 million in international venture capital funds. However,



lack of access to funding, improper knowledge of cash flow management, lack of comprehensive government support, and legal and regulatory challenges hinder this sector. COVID-19 crisis severely impacted the ecosystem – a survey of over 160 startups in April 2020 found a 50% drop in revenue generation. The ICT Ministry proposes the following immediate to short-term interventions: a) emergency allocation of BDT 150 crore startup funds for 150 prominent startups in the form of equity/quasi-equity by 2020; b) launch fund of funds to attract domestic/foreign capital market investments by 2021; c) launch Startup Assistance program to provide in-kind benefits to minimize operation costs till mid-2021; d) enact procurement law “Made in Bangladesh” to mandate corporations to source from startups and incentivizing angel investors to increase overall liquidity by 2021; and, e) set-up Invest Bangladesh as a holistic information platform for startups by 2025.

Digital Commerce: Since 2013-14, the digital commerce landscape experienced remarkable growth. Over 102 million internet users are spearheading digital literacy and online spending. The sector is expected to equal at TK 70 billion (\$ 826 million) by 2021. The COVID-19 outbreak severely disrupted this sector; companies outlined a loss of TK 666 crore (\$ 78.6 million), where e-commerce and non-essential businesses suffering the most. Lack of technological adoption and platform services for the SME sector, limited awareness and exposure to the utilities of e-commerce, knowledge gaps, and lack of conducive tax and VAT policies for digital commerce are refraining the growth of the sector and lowering the potential for further investments. The ICT Ministry proposes the following immediate short-term interventions: a) develop a COVID-19 code of conduct along with e-commerce policy to promote hyperlocal e-commerce for the last mile; b) reform taxation for online shopping and digital advertising by 2020; c) launch assisted e-commerce service for easier adoption of online shopping practices; d) ensure affordable mobile internet prices in collaboration with BRTC; and, e) promote existing digital platform startups and services, and introduce new ones for SMEs for digital transformation by end of 2021.

Education: Education institutions in Bangladesh are safe havens for learning, social protection and health, nutrition, and psychological support to young minds. COVID-19 pandemic put 16 million students at risk; session jams and high dropout rates are resulting in multitude of obstacles to students in the secondary, higher secondary, SSC examinees, HSC candidates and university students. The crisis can potentially increase child labour, underage marriage (especially of girls), increased anti-social/illegal activities, and impact future income generation. Lack of a national edu-tech agenda further impacts the sector –students are disconnected due to lack of connectivity/affordability. Only few urban and semi-urban institutions have moved to online classes, while majority of nationwide student remain excluded. The ICT Ministry proposes the following immediate and short-term interventions: a) policies to facilitate the growth of blended learning before 2021; b) development of multisectoral participation and infrastructure for virtual schooling before end of 2020; c) develop IT infrastructure and provide incentives to support tech-based learning through public-private partnerships by 2021; d) encourage group education methods in rural areas; and e) enable private sector investments to ensure improved access to education for all by 2030.

Supply-chain: The COVID-19 crisis and subsequent lockdown/restrictions on movement is leading to the supply-chain disruption like stockouts, stockpiling, and price inflation of essential goods. Smallholder farmers are failing to buy agri-inputs from intermediaries, while FMCG distributions are disrupted due to absence of digitized inventory management issues. A loss of \$16 million is predicted due to China’s slowdown through global value chains, where 94% of the loss is expected to be borne by the leather industry. Increasing mobile data costs are making it more difficult for people belonging to the lower income groups to reap the benefits of using mobile applications to avail digital services such as - agri-based app, logistics app, and e-commerce platforms. The ICT

Ministry proposes the following immediate to short-term interventions: a) empowering marginal farmers to strengthen agri supply-chain; b) fully digitizing inventory management to make FMCG supply more efficient and resilient; c) onboarding policymakers to lower the cost of mobile internet packages by 2020; d) popularize the use of smartphones in rural areas; and, e) policy reform to modify the law of lending fleets by corporates within 2020.

Employment and Skills: Bangladesh generated 1.15 million jobs per year over the past decade. However, the growth in the working-age population is argued to have outpaced job creation rate. Although official unemployment rate at 4.2%, youth unemployment rate is 10%, and for youths with a bachelor/ higher education, it is 34%. 80% youths aged 15-29 are categorised as 'Not in Education, Employment or Training (NEET).' The quality of the labour force remains weak; 32% do workforce do not have education, 26% have primary level education, and less than 6% have tertiary education (LFS 2016-17). Low female labour force participation, youth unemployment and youth NEET, and erosion of real wage are key market challenges. COVID-19 aggravated job creation with economic activities staggering at a low pace, leading to loss in income and employment for millions of people, especially those engaged in small scale manufacturing, service and informal sectors. ICT Ministry proposes five immediate short-term interventions: a) establish a universal employability registry; b) develop national strategy to revamp all training and skill development curricula; c) introduce online platform for small-scale loans for the CMSMEs; d) establish employment generation schemes; and e) initiate short-term unemployment benefits.

Software: The software industry is propelling with a remarkably optimistic future in terms of growing potentials and job creation opportunities for millions. However, proper intervention of the government and adaptive policy reformulation will be required to continue the momentum of this sector's growth. COVID-19 resulted in significant losses for the sector; BASIS estimates around \$800 million equivalent of international orders and \$500 worth of domestic work orders have been cancelled the past few months. Despite the changing modes of businesses during the crisis, demand for only a few software categories increased. The sector already suffers from lack of local and global market intelligence, ineffective promotional branding strategy, inability to retain skilled employees, limited access to finance, and inability to reach the last mile clientele due to high transmission costs. The ICT Ministry proposed on the following immediate short term interventions: a) develop market intelligence through assessing local and global market demands and opportunities; b) remodel promotional strategies; c) support other line ministries and industries for successful operation shift; d) support strategies for retaining skilled employees and creating employment with FDI; and e) promote local software products and services, employment and self-sustainability.

Digital Device: Bangladesh has vast prospects in the digital device sector. Availability of workforce at competitive wages, domestic market demand, and favourable policy structure are some of the key factors that make Bangladesh an attractive market for digital device manufacturing. The shift in remote working during the COVID-19 crisis led to remarkable increase in the demand for computers, laptops, and networking devices. However, disruptions in imports led to increased prices in the market and the lockdown/holidays exacerbated the local market. The need for Bangladesh's own manufacturing hub of digital devices became more significant. Enabling policies are required to ensure investments and favourable environment for growth. Several factors like high capex, lack of skillsets, quality assurance and international certification requirements, and lack of financial stimulus halted this sector during the pandemic. The ICT Ministry proposes to conduct the following immediate short-term interventions: a) encourage purchase of locally assembled products in government-funded projects; b) incentivize quality assurance certification of local digital device products; c) promote "Made in Bangladesh" products in local/global markets; d) attract foreign investment and foreign companies in the Hi-tech parks;

e) provide policy support to incentivize local production/assembling; and, f) address the lack of skilled manpower or migration of skilled manpower.

Business Process Outsourcing: The growth of the business process outsourcing (BPO) has been impressive in the last decade. Robust IT infrastructure, skilled human resources and supportive government policies are supporting this. The industry employs over 50000 people and is exporting services to European and North American clients. However, absence of internationally recognized certification, lack of strong connections with foreign clients, poor market intelligence, limited country branding, and lack of financial stimulus have constrained the sector. 95% of BPO firms in Bangladesh have lost revenue due to COVID-19. The BPO firms are estimated to have suffered a loss of around 1730 crore BDT from domestic market, which includes revenue coupled with net operating loss. IT budgets have shrunk for most organizations, but it is expected that there will be a continual growth in demand for BPO services, with cost optimization being the primary driver for offshoring services. The ICT Ministry proposes the following immediate short-term interventions: a) create a universal grading system or professional certification for the workforce; b) remodel promotional strategies and branding; c) aggressive marketing; d) penetrate into post COVID-19 target markets; and e) invest in developing necessary skills for leveraging new opportunities.

ISP and Infrastructure: Accelerated growth of internet users (103 million as of June 2020) is contributing to establishing “Digital Bangladesh”, an integral part of the government’s Vision 2021. During COVID-19, people are relying more and more on the internet, which is becoming an essential part of the economy. The crisis, however, possesses new challenges for the ISP and infrastructure sector. Increased internet traffic reduced bandwidth per head, making working from home more difficult with slower speed. With the declaration of national holiday/shutdown, ISPs were unable to collect 2-3 months’ bills. The sector faced issues with accessing working capital from banking sector under the government stimulus package. In addition, complex VAT structure in the ISP value chain, lack of cash, lack of National Data Protection and localization rule impacted their business environment. The ICT Division proposes the following immediate short term interventions: a) withdrawal of VAT on ISPs; b) facilitate access to working capital under the stimulus package; c) facilitate faster port clearance and reduced duties; d) provide proper safety gears and necessary health support; e) incentivize to set-up and provide policy support for local data centres and cloud operators.

Agriculture and Food Security: Despite Bangladesh’s noteworthy food production and stock, compared to other COVID-19 hit nations globally, food security (which involves proper distribution of food, availability of food, and people’s purchasing capacity) remains uncertain. During the COVID-19 shutdown, farmers lost an estimated TK 565 billion (\$6.7 billion), and people involved in agriculture experienced a net income loss of 80% (with 66% reporting zero income). Around 15.5 million (or 66%) of those employed in the country are in this sector. Nutrition of pregnant women and children marginalized, and low-income population have been severely impacted. Fragmented access to information, market disruptions, inefficient national coordination, disconnect with e-commerce, absence of commodity exchange system, and lack of market price monitoring hinder this sector. Despite investment in application of ICT in agriculture by the Government for over a decade, digital literacy among farmers remain low and there is no comprehensive real time data for effective decision-making. ICT Ministry proposes the following: a) kiosk-based mobile application through PPP; b) online marketplace for agro-machinery rental; c) connect farmers with e-commerce and social media platforms; d) localized agro-advisory and e-training platform for enhancing farmers’ digital literacy; and e) digital marketplace and commodity exchange through PPP and private sector led models.

Health Sector: Bangladesh faced challenges with a burdened public health sector and reckless private sector health service providers. Denial of treatment, false covid-19 reports, day long queue

for Covid-19 tests and lack of treatment are some of the grieving complaints. Ever since the crisis hit, the maternal and child mortality increased, with 25% of women not going to healthcare centres and 45% reporting that health facilities are inaccessible. The critical challenges identified are in governance, management and private sector management. In addition, the private sector lacks effective regulation. The ICT Division proposes the following short- and medium-term action agenda: a) establish a robust referral system with medical history management; b) connect all private facilities with the GoB system to get real-time data on patients, ICU, HDU and other facilities; c) establish inventory management system for all facilities and introduce decentralized procurement; d) develop a grievance mechanism policy, addressing system using ICT where sufferers can submit their complaints and receive solutions; and, e) introduce telemedicine in a coordinated and standardized manner, involving community clinics and pharmacies, and policy revisions ensuring service quality and mental health at the forefront.

Freelancing: Bangladesh supplies 16% of total global online workers (second highest in the world). Freelancing is becoming increasingly popular among the youth in Bangladesh and globally. The COVID-19 pandemic devastated the hard-earned outcomes gained by freelancers in past years. According to Bangladesh Freelancers Development Society (BFDS), around 80% freelancers are now out of work as orders fell by 60-70%, where freelancers involved in only domestic market are the most affected. During the pandemic, transactions in the bank were halted, to some extent, initially. However, the already-present complication in cashing out the payment for the freelancers has been ever-difficult during the pandemic. The sector already suffered from payment issues, absence of global/local market analysis, lack of skill training and mentorship, and inadequate access to last mile and affordable high-speed internet in rural areas. Lack of appropriate financial stimulus further impacted this sector. The ICT Ministry is proposing the following interventions in the immediate short-term: a) address cross border payment issues; b) promote global/local market analysis; c) launch profession development programs; d) brand Bangladesh as an ICT skill destination; and, e) establish last mile affordable and high-speed connectivity.

Emerging Technologies: In Bangladesh, companies are incorporating emerging technologies (artificial intelligence, robotics, ai, big data, blockchain, etc) to fulfil the new market demand. The Government introduced policies and strategies to create an ecosystem and promote emerging technology. In response to the COVID-19 crisis, the Government jointly collaborated with private sector to accelerate the adoption of emerging technologies. Global supply chain disruptions will have an impact, but for some emerging technology led businesses, the pandemic has become a growth opportunity. Key drawbacks in the pursuing the emerging technologies include inadequate skill and capacity development, lack of promotion and funding, inadequate knowledge of such technologies in the education sector, and lack of policies. The ICT Ministry proposes the following immediate short-term interventions: a) create an ecosystem for encouraging emerging technology R&D; b) promote emerging technology startups; c) promote and fund emerging technology solutions; d) promote emerging technologies in the education sector; and e) ensure implementation of policies and strategies supporting emerging/frontier technology solutions.

Public Sector Transformation and Innovation: Since the launch of 'Digital Bangladesh' in 2009, Bangladesh has become a global example of digital transformation of public services. The Government has made all necessary information of the Ministries and other relevant notifications available for public through various websites. More than 50,000 public officials have been training to maintain and update the information regularly. The National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase II was established (which already implemented 800 video conferencing systems at different Ministries, Departments and Upazila offices with the aim to ensure 10Gbps capacity network at the Upazila levels and 100 Gbps capacity networks at the District levels). The government's e-governance initiative comprises 5 components – Service Process Simplification

(SPS), 'less paper office,' government services portal, land information services, and government forms portal. The SPS aims to simplify processes involved in public service delivery and reduce the time required to deliver them. A total of 424 public services were included in this programme till early 2020, and more will be included. COVID-19 pandemic disrupted the transformative aspiration articulated in perspective plan 2041 (PP2041). The top five action agenda proposed are: a) effective and scaled up 2000+ citizen centred services; b) paperless government; c) institutionalization of innovation culture; d) citizen's participation of innovation culture; and, e) data-driven policy framework.

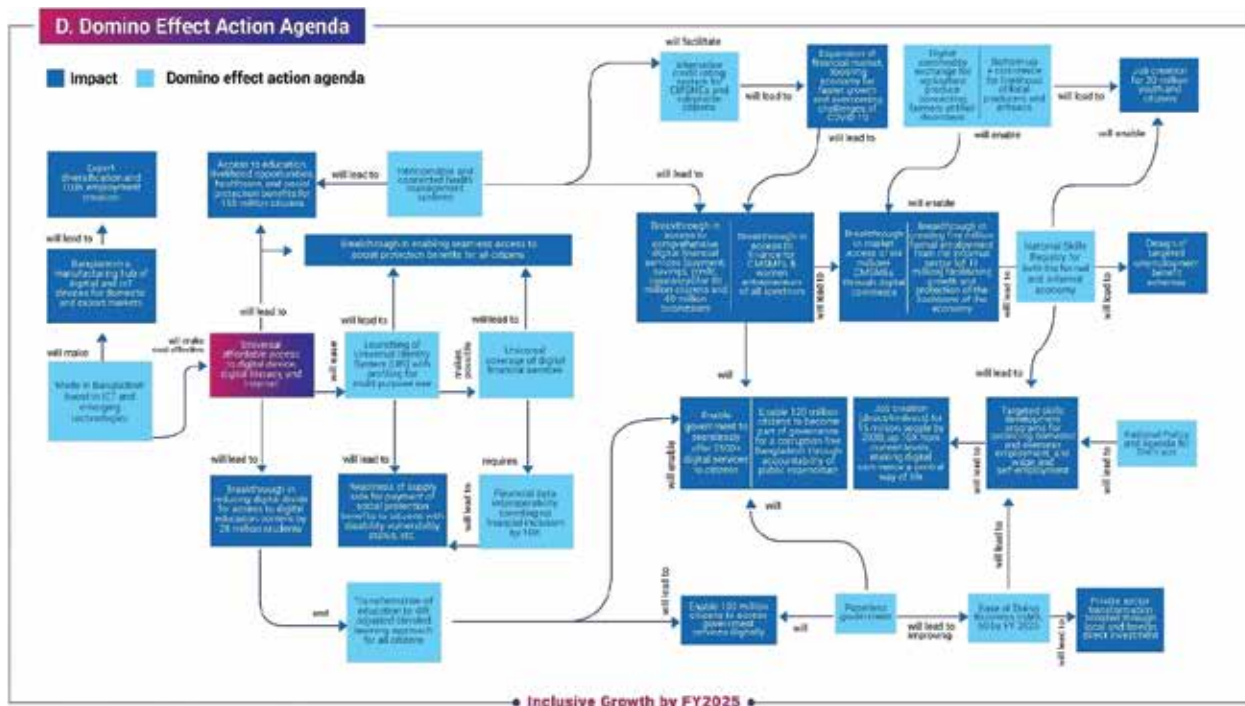
Private Sector Transformation: Private sector plays a pivotal role in Bangladesh and contributes in the economic growth through investment, production and export. Private investment to GDP ratio in Bangladesh was 23.40 % (Bangladesh Economic Survey 2019). COVID-19 impacted all sectors in Bangladesh and private sector is adversely affected as well. The private sector can be impacted by a big negative shock in terms of private sector growth, employment consumer spending, etc. The financial sector is also be adversely affected. Key constraints to the private sector due to COVID-19 include interruptions in production and manufacturing, shift to alternative sale channels, disruptions in distribution and supply-chain networks, accessibility and utilization of ICT and digital tools, accessing global market place due to strict regulatory mandates, and lack of comprehensive workforce database. The ICT Ministry proposes the following interventions: a) address the digital divide; b) launch digital online training program; c) link local manufacturers with global marketplaces; and, d) digitize workforce database.

Creating a domino effect: The proposed interventions or action agendas in the priority sectors are interconnected. As such, one intervention in one sector can have a ripple effect across several sectors. This can be defined as a domino effect. The ICT ministry will undertake the following priority interventions in the different priority sectors:

Action Agenda	Policy Implication	Timeline for implementation
'Made in Bangladesh' boost in ICT and emerging technologies	<ul style="list-style-type: none"> Development and enactment of 'Made in Bangladesh' Policy for digital devices for domestic and foreign market 	FY 2021
National Policy and Agenda for Start-ups	<ul style="list-style-type: none"> Introduction of National Policy for Start-ups to promote growth of the ecosystem, while also attracting foreign investment 	FY 2021
Financial data interoperability speeding up financial inclusion by 10X	<ul style="list-style-type: none"> Enactment of Data Interoperability Law Enactment of Data Protection and Privacy Law [e.g., GDPR] Revision of Digital Security Act, 2018 to connect with independent law on data protection and privacy 	FY 2021
Universal affordable access to digital device	<ul style="list-style-type: none"> Development of guideline covering all citizens under 'universal access to digital device and Internet' program 	FY 2021
Universal affordable access to Internet broadband connectivity	<ul style="list-style-type: none"> Upgrading National Broadband Policy, 2009 for: <ul style="list-style-type: none"> - Inviting districts and upazilla level investors and start-ups to offer broadband services - Revision of TAX, VAT, and Surcharge to decrease Internet price 	FY 2022

Action Agenda	Policy Implication	Timeline for implementation
Interoperable and connected health management systems	Health system is transformed from 'doctor-centric' to 'healthcare management centric' <ul style="list-style-type: none"> - Development of an accountability framework for both public and private facilities - Development and enforcement of a mandatory health data interoperability protocol - Launching of universal health insurance system for public and private facilities 	FY 2022
Paperless government	Introduction of Paperless Government Act	FY 2022
Launching of Universal Identity System [UIS] with profiling for multi-purpose use	Inter-agency working group for appropriate design and roadmap for UIS Enactment of Data Interoperability Law Enactment of Data protection and Privacy Law [e.g., GDPR]	FY 2022
Alternative credit rating system for CMSMEs and vulnerable citizens	Enactment of a law for CMSME credit rating system with emphasis on credit bureau database under Bangladesh Bank Order, 1972	FY 2022
Facilitating bottom-up e-commerce for livelihood of local producers and artisans	Upgrading National Broadband Policy, 2009 for revision of TAX, VAT, and Surcharge to decrease Internet price Upgrading National Digital Commerce Policy, 2018 for exemption of taxes imposed on digital commerce and advertising	FY 2022
Digital commodity exchange for agriculture produce connecting farmers at their doorsteps	National policy for quality standards for different agro-commodities in Bangladesh National Agro-Commodity Exchange Policy	FY 2022
National Skills Registry for both the formal and informal economy	Introduction of National Skills Registry Policy	FY 2022
Universal coverage of digital financial services	Digital Financial Inclusion Policy to incentivise digital financial transactions across the population	FY 2023
Transformation of education to 4IR adjusted blended learning approach for all citizens	Digital Education Policy [in alignment with 8th Five-Year Plan] Upgradation of Intellectual Property Rights [IPR] Policy to ensure appropriate encryption and to protect the providers of online education	FY 2023
Universal affordable access to digital literacy	Development of digital literacy curriculum guideline for each segment of learners by public and private agencies Making curriculum and content for digital literacy open [creative commons licensing]	FY 2025
Ease of Doing Business Index, 50 by 2025	Introduction of Ease of Doing Business Policy catering to each of the 18 sectors	FY 2025

It is expected that the implementation of these interventions would lead to domino effect as illustrated in the following diagram:



12.1 OVERALL OBSERVATIONS, RISK FACTORS, AND RECOMMENDATIONS

Digital Bangladesh agenda for improving public service delivery, connecting industry to global digital space, and creating new industries ultimately depends on technological upgrading; but import driven technology upgrading runs the risk of hurting Bangladesh's competitiveness. As a countervailing measure, Bangladesh should participate in the global value chain of technology development and innovation for adding value out of knowledge.

First came the steam, which was followed by electricity and computing-driven industrial revolutions. Recent technological breakthroughs in the broad area of digital technologies seem to be pushing yet another wave, which is commonly called the Fourth Industrial Revolution (4IR). In the age of 4IR, Bangladesh's technology import driven, labour-based value addition strategy is under serious threat. Along with skill uplifting, Bangladesh must focus on knowledge economy building by leveraging 4IR technology stack.

Digital Bangladesh, ICT and Knowledge economy form the core competence to address inclusive sustainable industrial development for making Bangladesh an advanced economy by 2041. The 8th FYP should focus on developing and leveraging this competence for creating jobs and income opportunities, forming new industries, addressing environmental issues, minimizing energy and material use, improving industrial competitiveness, enhancing capital utilization, and establishing effective linkages between actors of knowledge economy.

Despite the recent progress, Bangladesh suffers from serious deficiency in capacity for leveraging the opportunity of Digital Bangladesh, ICT and knowledge economy out of innovations. The 8th FYP should address both market, system and directional failures. Due to the presence of such failures, Bangladesh's relevant agenda is primarily technology import driven. It's time to focus on jobs creation, local value addition, and economy wide value-added effect, as opposed to public expenditure centric revenue of the ICT industry.

Advanced digital technologies allow for fully integrated, connected, and smart production processes, where information flows across operations and generates real-time feedback to support decision-making (such as use of smart sensors and machine-to-machine communication, robots, big data analytics, cloud computing, artificial intelligence and 3D printing). To graduate from analogue stage to this smart production stage, Bangladesh should focus on acquiring knowledge, and adopting craftsmanship culture of pursuing endless perfection through technology absorption and adaptation, scientific discoveries and technology invention as opposed to continuing technology import driven leapfrogging strategy.

Increasing digitization is posing threat to data privacy, taking over local market by global ones, unfair competition, non-productive usages of technologies like smartphone and social networking, social isolation of youths and addictive attachment with technology, and new form of digital divide. The 8FYP should pay serious focus on these critical issues.

At the cusp of the fourth industrial revolution and the mission of attaining SDGs, Bangladesh has started the journey of graduating from low middle-income country status to be high middle-income country by 2031, and advanced country by 2041. Graduation from factor driven to knowledge economy by leveraging advanced digital technologies appears to be critical requirement for Bangladesh to cope up as well as leverage 4IR and SDGs, while progressing towards economic milestones. Existing mindsets and institutional capacity appear need to be significantly uplifted to make expected success in this mission.

The 8FYP will also aim to address the issues of deteriorating e-participation (as tracked by the UN E-Gov Surveys) particularly with regard to e-service delivery. It will aim to reduce the skills gap at multiple level in agencies and among citizens. This will include ethnography, know your customer insights research, data analytics, design thinking, sensemaking and futures thinking.

For COVID 19 response, the ICT Division will help educational institutions adapt to the rapidly changing technology landscape driven by the COVID19 pandemic. It will facilitate use of evidence to inform decision-making about education technology. Furthermore, ICT Division will develop a Digital Learning Ecosystem by equipping each institution with all required digital infrastructure facilities through public-private-partnership. It will develop a centralized educational resource repository for curating all innovative solutions in preparation for future emergencies. The division will ensure teachers' professional development so that they can host online/distance learning facilities for students. It will design and initiate student-led assessments and personalized learning spaces using artificial intelligence and/or other means where it is feasible.

Indicators for Measuring Progress of Digital Bangladesh. Bangladesh's overall position in some key overarching indicators related to Digital Bangladesh is shown in Tables 12.12 and 12.13. Proposed targets for improvement during the 8FYP leading to reaching 2041 targets are also shown in these tables.

Table 12.12: Evolution of Bangladesh's Competence in Digital Space and Indexes

Focused Areas and Indicators	Bangladesh's Development Stages Over Three Major Periods					
	Till 2017		2021-2025		2031-2041	
<i>Global Innovation Index, 2018</i>						
	Score (0-100)	Rank	Score (0-100)	Rank	Score (0-100)	Rank
ICT Access*	30.5	111	50	50	85	20
Government's Online Service	62.3	60	75	45	90	15
e-Participation	52.5	82	70	40	85	20
ICT and Business Model Creation	48.9	108	65	50	75	20
ICT and Organizational Model Creation	42.4	104	55	60	65	30
<i>World Economic Forum: Global Competitiveness Report, Ranking Among 127 Countries in 2018</i>						
	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank	Score (1-7)	Rank
Internet Access in Schools	3.3	115	5	60	6	30
Fixed-Broadband Internet Subscriptions/100 Pop ⁺	3.8	92	25	50	40	20
Internet Bandwidth kbps/User ⁺	9.2	111	40	60	55	40
Mobile-Cellular Telephone Subscriptions /100 Pop ⁺	77.9	121	100	70	120	40

* Wireline broadband access plays an important role + not score in scale of 1-7

Table 12.13: Changing Production Priorities to Support Innovation

Focused Areas	Bangladesh's Development Stages Over Three Major Periods					
	Till 2017		2020-2025		2031-2041	
<i>Position in Competitiveness Index, Prepared by the World Economic Forum</i>						
Indicator	Score (1-7)	Rank /137	Score (1-7)	Rank /137	Score (1-7)	Rank /137
Production Process Sophistication	3.7	79	4.5	50	6	30
Capacity for Innovation	3.8	97	4.5	60	5	35
Company Spending on R&D	2.8	113	3.8	65	4.5	30
University-Industry Collaboration in R&D	2.5	130	3.9	70	4.5	35
Contribution by TFP to GDP Growth	0.3 percent		2.5 percent		4.5 percent	

12.1 DEVELOPMENT RESOURCE ALLOCATION IN THE 8FYP

The ICT service expansion funding will mainly come from the private sector. The highly positive response by foreign and foreign private investors over the past decade provides comfort that the ICT sector will not be starved of funds. The Government is mindful of the taxation issue and will take actions to resolve it satisfactorily and ensure that Bangladesh remains an attractive destination for ICT investments. Regarding public investment, the strong foundations laid in the Sixth and Seventh Plans provides a solid platform to build upon in the Eighth Plan. During the Eighth Plan the main investment priorities will be:

- Ensure rapid and satisfactory completion of all ongoing ICT projects.
- Upgrade ICT infrastructure to provide space for projected growth of ICT services in adequate speed and reliability.
- Provide funding for R&D in ICT & Science and Technology
- Provide funding for ICT capacity building in public institutions
- Support ICT initiatives to expand services in the rural areas (cloud- based service, National helpline, BPO, Incubation Centre, ICT Research & Development centre, Broadband connectivity etc.)
- Develop and implement an e-government master plan
- Support product innovation & creation ecosystem
- Provide physical incentives & Institutional reform to create appropriate investment climate
- Establish Virtual University, Multimedia University
- Support in promotion of Bangladesh ICT Industry in the global market to brand Bangladesh as a destination for software, hardware, BPO, freelancing and ICT Innovation.

The ADP for ICT infrastructure development and Science and Technology are shown in Tables 12.14 and 12.15.

Table 12.14: ADP Allocations for Science & Technology and ICT Sectors during 8th Plan (Taka billion current prices)

Ministry	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ministry of Science and Technology	91.0	92.3	106.4	124.2	149.0
Information and Communication Technology Division	17.0	25.4	39.9	55.9	74.5
Sector Total	108.0	117.7	146.3	180.1	223.5

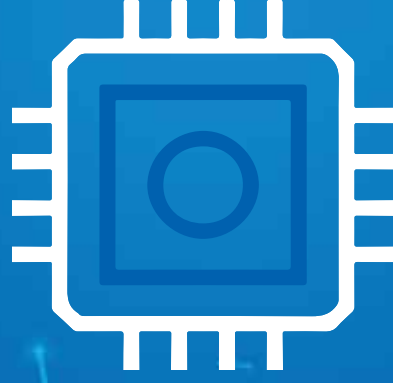
Source: Chapter 5, Part 1, Annex Table A5.1

Table 12.15: ADP Allocations for Science & Technology and ICT Sectors during 8th Plan

(Taka billion FY2021 constant prices)

Ministry	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ministry of Science and Technology	91.0	87.6	96.1	106.9	122.4
Information and Communication Technology Division	17.0	24.1	36.0	48.1	61.2
Sector Total	108.0	111.7	132.1	155.0	183.6

Source: Chapter 5, Part 1, Annex Table A5.2



অধ্যায়-৮

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

অধ্যায়-৮

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

মহামারীর ইতিহাস নতুন নয়; প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তাতে বহু মানুষের মৃত্যুও ঘটেছে। ম্যালেরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠব্যাদি কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবের জন্য তৎকালীন বিজ্ঞানীগণ পরিবেশের বিপর্যয়কে দায়ী করতেন। স্মরণাতীতকালে হংকং ফ্লু, (২০০৯-২০১০), সার্স (২০০২-২০০৩), সোয়াইন ফ্লু (২০০৯-১০), ইবোলা (২০১৪-২০১৬), মার্স (২০১৫-২০১৭) ও কোভিড-১৯ (২০১৯-চলমান) যেসব ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে তা প্রাণী থেকে মানবকূলে সংক্রমিত হয়ে মহামারী আকারে রূপ ধারণ করে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

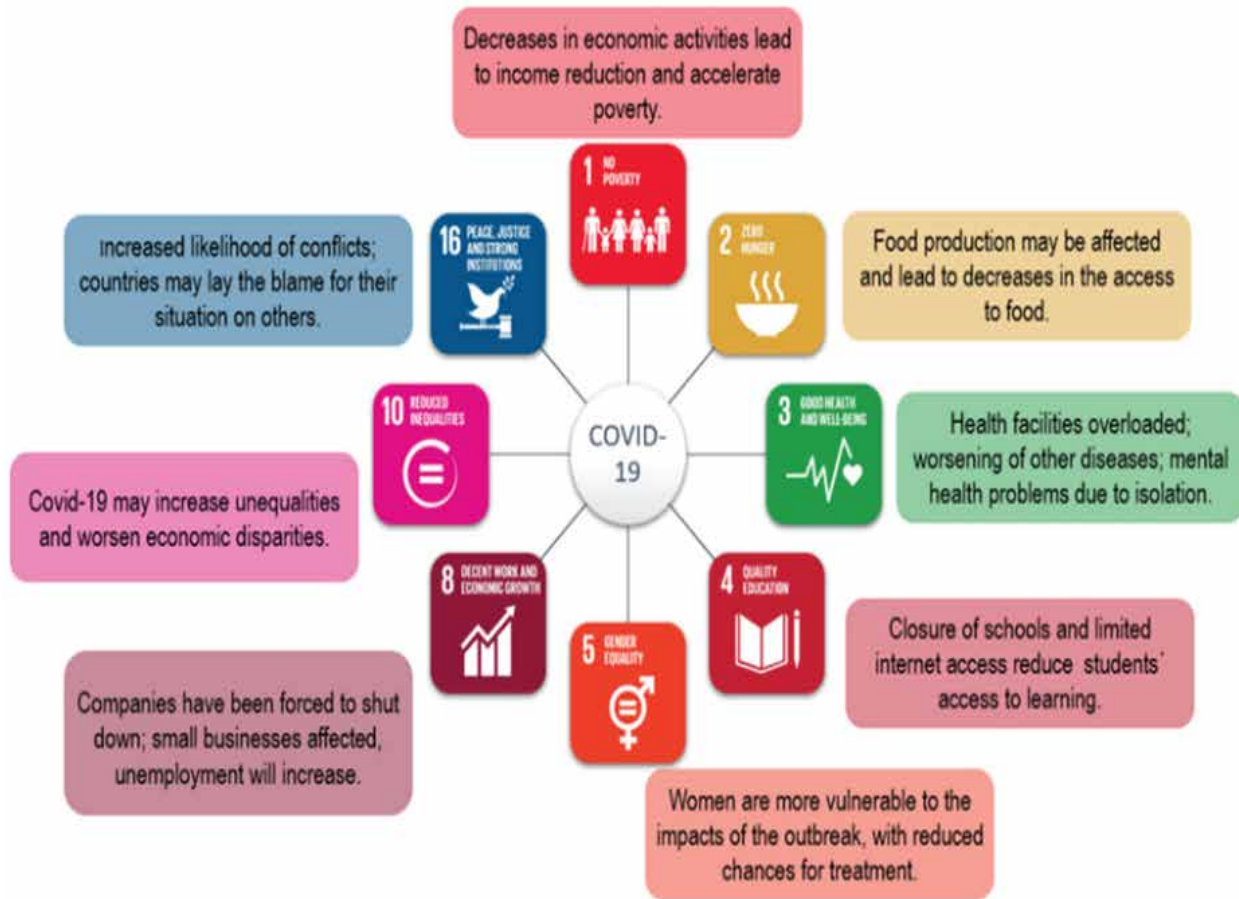
করোনা ভাইরাস সমগোত্রীয় ভাইরাসের একটি বড় পরিবার, যেগুলি সাধারণ সর্দিজ্বর থেকে শুরু করে মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম (মার্স) ও সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রোমের (সার্স) মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। ২০১৯ সালে চীনের উহান প্রদেশে একটি নতুন করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সনাক্ত করা হয়েছিল। এটি একটি নতুন করোনা ভাইরাস যা আগে কখনো মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি।

The pandemic presents both an enormous challenge and tremendous opportunities for reaching the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs). According to socio-economic assessments of UNDP, based on findings from more than 70 countries and five regional reports, show that while most developing countries are in the early stages of the pandemic, they are already dealing with its negative effects.



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান গ্রহণ করেন (রোববার, ১০ মে ২০২০)। -পিআইডি

Figure: Some of the main impacts of COVID-19 on the Sustainable Development Goals.



(Source: 'COVID-19 and the UN Sustainable Development Goals: Threat to Solidarity or an Opportunity?', July 2020)

Scientists have warned for years that unrestricted deforestation, the illegal wildlife trade, and diseases that cross from animals to humans would unleash an uncontrollable pandemic. That's why investing in green economies is crucial to restore the balance between people and planet and help countries recover. Like a double helix, the SDGs and the COVID-19 pandemic response are intertwined and cannot be tackled by a piecemeal approach.

COVID-19, as a pandemic, is impacting institutions around the world. Its scope and economic dimensions also mean that it poses a major threat towards achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Due to its wide scope and areas of influence, COVID-19 may also jeopardize the process of the implementation of the SDGs. It sends a cautious warning about the need to continue to put an emphasis on the implementation of the SDGs, so that the progress achieved to date is not endangered. In order to better understand the unfolding economic and social impacts of COVID-19, including the impacts on the SDGs, and potential strategic responses, a critical, evidence-based assessment was performed in ICT Division.

৮.১ পোস্ট কোভিড-১৯ জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

৮.১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান

দেশে করোনার রোগী সনাক্ত হওয়ার পরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ২৪ ঘণ্টা অনলাইনে যুক্ত থেকেছেন ও আছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সংস্থা, প্রকল্পের কর্মীরা যে যার বাড়িতে বসে নিরাপদে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী মহোদয় করোনাকালে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস চালু রাখার জন্য অতি জরুরি ভিত্তিতে ৫টি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। ২১ মার্চ করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সেবা গ্রহীতার কাছে সহজে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ৫টি বিষয়ে বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। গত ২৩ মার্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সেবা চালু রাখার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনকৃত ৫টি বিষয়ের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে ই-নথি ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সেবা চালু রাখার ০৫টি কর্মপরিকল্পনা (Business Continuity Plan) বাস্তবায়ন:

- ক) নিরবচ্ছিন্ন নিরাপদ নেটওয়ার্ক
- খ) ঘরে বসেই স্বাস্থ্যসেবা
- গ) ঘরে বসেই শিক্ষা
- ঘ) ঘরে বসেই নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ
- ঙ) ঘরে বসেই বিনোদন

৮.১.২ পোস্ট কোভিড-১৯ জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ:

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম সনাক্ত হওয়ার পর করোনা ভাইরাসে বিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃতের সংখ্যা আঠারো লক্ষ ৪৮ হাজার। আমাদের দেশেও আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৮৫ এবং মারা গেছে ৭ হাজার ৬৭০ জন (WHO Covid-19 Dashboard, Dated- 06/01/2021)। বৈশ্বিক এই মহামারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনসহ পুরো বিশ্বেরই অর্থনীতি, সামাজিক ও স্বাস্থ্য খাতে রেখে যাচ্ছে নেতিবাচক প্রভাব। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সচল রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আইসিটি বিভাগ।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের রূপরেখা নির্ধারণে তৈরি করা হয়েছে কোভিড-১৯ জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ (কৌশলপত্র)। তথ্যপ্রযুক্তি খাত হতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জনের কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজ চলছে। করোনার প্রভাবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন যেন ব্যাহত না হয় এবং করোনা পরবর্তী সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাত এই ক্ষতি কাটিয়ে ব্যবসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করবে তা নিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাত সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনদের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে এই কৌশলপত্রে। করোনাকালীন সময়ে আইসিটি বিভাগ কর্তৃক রোডম্যাপ অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

◆ কোভিড ১৯ ট্র্যাকার

এই সেবার মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই তথ্য ম্যাপ/সারণী আকারে দেখায়। তথ্য ও উপাত্ত নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা যায়, যাতে কোন ধরনের manual intervention প্রয়োজন হয় না। গত ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত ট্র্যাকারের ওয়েবসাইটে ৮,২০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৪,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে।

◆ Central Aid Management System (CAMS)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের চলমান পরিস্থিতিতে তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণের মাঝে মানবিক সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় দ্রুততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

মহোদয়ের নির্দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় পাইলটিং হিসেবে “টাঙ্গাইল” জেলায় ব্যবহার করে ওএমএস এর চাল বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রেরণে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করায় বাংলাদেশ সরকারের ৩৫৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। (সূত্র – Daily Star, ১২ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ)



◆ করোনা বিষয়ক পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই নাগরিকদের জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা সম্পর্কিত সকল সেবার তথ্য এবং সাম্প্রতিক করার জন্য করোনা পোর্টাল (www.corona.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এতে রয়েছে করোনা বিষয়ক অগ্রগতি এবং নির্দেশনা, ম্যাপে জেলাভিত্তিক করোনা হট জোন, এআই ভিত্তিক ‘চ্যাট বট’ এবং হটলাইন, স্বাস্থ্য বাতায়ন, আইইডিসিআর-এর হেল্পলাইনসহ জাতীয় কলসেন্টারের সকল তথ্য ও ১২৯৬ এর অধিক কন্টেন্ট। এখন পর্যন্ত নাগরিকগণ ১ কোটি ১৪ লক্ষের অধিক বার তথ্যের জন্য এই পোর্টালে ভিজিট করেছেন।



বাংলাদেশের করোনা ডাটাবেস আপডেট			
নতুন আক্রান্ত	মৃত্যু	সুস্থ	পরীক্ষা
২৪ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা	২৪ ঘণ্টা
মোট	মোট	মোট	মোট
সেখানেই রিপোর্টকৃত হতে ইচ্ছুক	২৫	৬০৯২	
		১৬২৩	৩৩৯৭৬৮
			১৪০৪২
			২৪৫৬৬৪৪

করোনা ভাইরাসের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গত ২০ এপ্রিল বাংলা ভাষায় গ্রাফিক্সসহ মানচিত্রভিত্তিক “কোভিড-১৯ ট্র্যাকার” (covid19tracker.gov.bd) তৈরি করেছে আইসিটি বিভাগ। এর মাধ্যমে ঘাতক এই ভাইরাসটি দেশজুড়ে কিভাবে ছড়াচ্ছে প্রতিমুহূর্তে এর হালনাগাদ তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় এটুআই মাঠ প্রশাসনের কোভিড-১৯ রিপোর্টিং সিস্টেমের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাঠ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যক্রমে এবং ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ কার্যক্রমের সমন্বয় করছে।

সম্ভাব্য করোনা আক্রান্তের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা এবং ঘরে বসে নিজেই নিজের করোনা ঝুঁকি যাচাইকরণে তৈরি করা হয়েছে ‘করোনা বিডি’ অ্যাপ। উক্ত অ্যাপটি ইতোমধ্যে ১ লক্ষের অধিক নাগরিক ডাউনলোড করেছেন এবং এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করছেন। এছাড়াও, করোনা আক্রান্ত রোগী এবং তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণে সহায়ক অ্যাপ হিসেবে কন্টাক্ট ট্র্যাসিং অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

◆ ডিজিটাল ম্যাপিং ‘বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ’

‘বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ’ তরুণদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী পরিচালিত ডিজিটাল ম্যাপিং কার্যক্রম। এ ক্যাম্পেইনে প্রায় ৩১,০০০ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এক লাখ ১০ হাজার লোকেশন গুগল ম্যাপ ও ওপেন স্ট্রিট ম্যাপে যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫,০০০ হাসপাতাল, ১৬,০০০ ফার্মেসি এবং ২০,০০০ মুদি দোকান সন্নিবেশিত করার পাশাপাশি ৮৭০টি রাস্তা ম্যাপে যুক্ত হয়েছে।

◆ করোনা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সচেতনতায় হাটুটু, ফিকশনাল এবং এনিমেশন জাতীয় মোট ১,৬১৭টি কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সোশ্যাল মিডিয়া, বিলবোর্ড ও অন্যান্য মাধ্যমে সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১১.৫ কোটি নাগরিকের কাছে এই প্রচারণা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কনটেন্ট প্রচারের ক্ষেত্রে ইউএনডিপি বাংলাদেশ অফিস এবং ইউনিসেফ’সহ ৯০টির অধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। ‘করোনা হেল্পলাইন’ নিয়ে দু’টি বেসরকারি টেলিভিশনে ডাক্তারদের যুক্ত করে এপ্রিল মাস থেকে টেলিভিশন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, যা এখনো চলমান রয়েছে।

◆ সহযোদ্ধাঃ প্লাজমা প্ল্যাটফর্ম

দেশের করোনা রোগীদের চিকিৎসায় প্লাজমা সংগ্রহ সহজ করার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরকে সাথে নিয়ে গত ০৯ জুন ‘সহযোদ্ধা’ প্লাজমা নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে। আগ্রহী প্লাজমা দাতা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তায় জন্য তৈরি এই ডিজিটাল প্লাজমা ব্যাংকে নিবন্ধন করতে পারবেন। যদি ডাক্তার প্লাজমা থেরাপি দেয়ার পরামর্শ দেন তাহলে আক্রান্ত রোগীর জন্য প্ল্যাটফর্মটিতে প্লাজমা খোঁজা এবং সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় সব সুবিধা থাকবে। আর এসবকিছু জানা যাবে “সহযোদ্ধার” অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.shohojoddha.com) ভিজিট করে।

◆ ই-হেলথ, টেলিমেডিসিন সেবা এবং ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন

বর্তমানে করোনা বিষয়ক তথ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত হয়েছে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনে। ৩৩৩-০ এ কল করে নাগরিকগণ করোনা ভাইরাসের এই ত্রাণশিকালীন সময়ে বন্যা-সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে এবং বিভিন্ন সহযোগিতা পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৬৩ হাজারের অধিক নাগরিক বন্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসেবা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ৩৩৩-০ নম্বরে ডায়াল করে নাগরিকগণ ত্রাণ সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ১ লক্ষ ১১ হাজারেরও অধিক ত্রাণ-বিষয়ক কল হতে যাচাই বাছাই করে ২,১০৪টি কল স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৩৩-১ হেল্পলাইন নম্বরে নাগরিকগণ হতে শুধুমাত্র করোনা সম্পর্কিত প্রায় ৩৯ লক্ষ কল গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৩৩-২ নম্বরে ডায়াল করে নাগরিকগণ ত্রাণ সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ১৮ লক্ষেরও অধিক ত্রাণ-বিষয়ক কল হতে যাচাই বাছাই করে ৪ লক্ষ ৭ হাজারেরও অধিক কল স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

করোনা বিষয়ক তথ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত হয়েছে হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে। এই হেল্পলাইন নম্বরে শুধুমাত্র করোনা সম্পর্কিত এখন পর্যন্ত ৩৮.৯১ লক্ষেরও অধিক কল এসেছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এর উদ্যোগে এবং এটুআই-এর সহযোগিতায় কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সারাদেশের নাগরিকগণকে ভিডিও ও অডিও কলের মাধ্যমে যেকোনো চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য বিএসএমএমইউ-এটুআই স্পেশালাইজড টেলি-হেলথ সেন্টার (০৯৬১১৬৭৭৭৭) চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় এটুআই, আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ই-হেলথ সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন ইউনিট তৈরি করেছে। উক্ত ইউনিটের মাধ্যমে অদ্যাবধি ২ লক্ষ ১৬ হাজারেরও অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সৌদি আরব এবং বাহরাইনে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানে চালু করা হয়েছে ‘প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার’। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সহযোগিতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর এটুআই এই ‘প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার’ পরিচালনা করছে।

◆ করোনা রোগী ও হটস্পট সনাক্তকরণে বিগ ডেটা

হেল্পলাইন ৩৩৩, ১৬২৬৩ এবং *৩৩৩২# এবং ২৫টি ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকগণকে করোনা টেস্টিং সাপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে। সন্দেহভাজনদের তালিকা হতে বিগ ডেটা এনালাইসিস-এর মাধ্যমে বাছাইকৃত প্রাথমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ১ লক্ষ ৮১ হাজারের অধিক নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডাক্তারের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রায় ৫০ হাজার চিহ্নিত আক্রান্তদের তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই ডেটাগুলো সিমুলেটিক সার্ভিলেন্স এর মাধ্যমে হটস্পট সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

◆ চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণে সহায়তা

আন্তর্জাতিক বাজারে সংকটকালীন সময়ে আইল্যাবের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিকট দেশে তৈরিকৃত জরুরি সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত জরুরি সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১৪,৯৩৪টি পিপিই, ৬৩,৯৪৫টি স্যানিটাইজার, ৯২,৮২৪টি মাস্ক, ১২৫,২৪৫টি হ্যান্ডগ্লাভস, ১৭,২৮৮টি হ্যান্ডওয়াশ এবং ১২,০৫০টি গগলস।

◆ করোনা চিকিৎসায় স্থানীয়ভাবে ভেন্টিলেটর উৎপাদন

কোভিড-১৯ চিকিৎসায় স্থানীয়ভাবে ভেন্টিলেটর উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেডিক্যাল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় প্রবেশ করলো। ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে একটি ভেন্টিলেটর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খ্যাতনামা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেডট্রনিকের পেটেন্ট, সোর্স কোড, ডিজাইন, হার্ডওয়্যার দিয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করছে। এছাড়াও, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় ওয়ালটন, মাইওয়ান, মিনিস্টার ফ্রিজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেশীয় ভেন্টিলেটর তৈরিতে কাজ করেছে।

◆ গবেষণা ও উন্নয়ন

একটি ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে একই সময়ে কয়েকজন রোগীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইসেফ নামক একটি মাল্টি-চ্যানেল ভেন্টিলেটর তৈরির গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ইনোভেশন ল্যাব ও এমআইটি (যুক্তরাষ্ট্র) এর যৌথ উদ্যোগে “আই-সেফ” ভেন্টিলেটর তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

◆ ওয়াশেবল মাস্ক

করোনাকালীন সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক এটুআই ইনোভেশন ল্যাব তিন লেয়ারবিশিষ্ট ওয়াশেবল মাস্ক নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করেছে।

◆ লেভেল-৩ সাপোর্ট পিপিই

করোনাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড লেভেল-৩ সাপোর্ট পিপিই (পার্সোনাল প্রটেস্টিভ ইকুইপমেন্ট) নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ডিজিডিএ হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলে লেভেল-৩ সাপোর্ট পিপিই সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হবে।

◆ ‘ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি’ অ্যাপ

অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য ‘ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি’ অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করছেন। মুক্তপাঠে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ তাঁদের সুবিধামতো সময়ে এই অ্যাপে যুক্ত হয়ে সেবা প্রদান করে আসছেন। এখানে ইতোমধ্যে প্রায় ৪.৫ হাজার চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানের জন্য যুক্ত হয়েছেন।

◆ ই-হেলথ সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন ইউনিট

করোনা আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ, রোগীর মেডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং, ফলোআপ, কেয়ার গিভার কাউন্সেলিং, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ দেওয়াসহ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক সেবা যেমন- জরুরি ভিত্তিতে অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতালে ভর্তি, খাদ্য ও জরুরি ওষুধ সহায়তা, মরদেহ সংস্কার করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কোভিড-১৯ টেলিহেলথ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৩ জুন ২০২০ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে এবং অদ্যাবধি ৫ লক্ষেরও অধিক রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

◆ মা টেলিহেলথ সার্ভিস

করোনাকালে গর্ভবতী ও মাতৃদুর্দমনকারী মা ও শিশুর সেবা পৌঁছে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্মটি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যৌথভাবে এ সেবা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে মা ও শিশুদের ২ লক্ষ ৪০ হাজারেরও অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

◆ স্পেশালাইজড টেলি-হেলথ সেন্টার

করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কারিগরি সহযোগিতায় ভিডিও এবং অডিও কলের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের জন্য স্পেশালাইজড টেলি-হেলথ সেন্টার (০৯৬১১৬৭৭৭৭) চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৮২ হাজারের বেশি নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

◆ প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার

সৌদি আরব এবং বাহরাইনে বসবাসরত প্রায় ২৪ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশিকে জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানে চালু করা হয়েছে ‘প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার’। ইতোমধ্যে ৭৮জন সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তার এ কল সেন্টারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং ৩ হাজারের অধিক প্রবাসী নাগরিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

◆ ভার্সুয়াল কোর্ট সিস্টেম

MyGov প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন সেবা যেমন: ই-নথি, একসেবা, মুক্তপাঠ প্রভৃতি উদ্যোগের সমন্বয়ে ভার্সুয়াল কোর্ট সিস্টেম (MyCourt) চালু করা হয়। ইতোমধ্যে ৮৭টি নিম্ন আদালতে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য তৈরিকৃত এই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যেও একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ৯,০০০ আইনজীবী এই প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত হয়েছেন।

◆ শিক্ষার অগ্রযাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তি

করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং ভোকেশনাল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত, মোট অনলাইন ক্লাস প্রচারিত হয়েছে ৪,৮০০টি এবং এতে যুক্ত রয়েছেন ৪,২৭৮ জন শিক্ষক। এছাড়াও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রায় ২৫টির বেশি সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে ডিজিটাল কনটেন্ট শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ‘এডুহাব’। শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্ত অংশীদার সংশ্লিষ্ট সকল ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ‘মুক্তপাঠে’ করোনা বিষয়ক ১০টি ই-লার্নিং কোর্স যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪ লক্ষের বেশি প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২ লক্ষের বেশি প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ৬৩ হাজারের বেশি চিকিৎসক এখানে

থেকে কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং চিকিৎসা পেশার সাথে যুক্ত ৩৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করেছেন। কোর্সসমূহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ব্র্যাক, জিওন, হোপকিনস-বিএসএমএমইউ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং এটুআই-এর সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এবং পরিচালিত হচ্ছে।

◆ ‘ভার্চুয়াল ক্লাস’ প্ল্যাটফর্ম

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে কার্যকরী ও সহজ উপায়ে চলমান রাখতে ‘ভার্চুয়াল ক্লাস’ প্ল্যাটফর্ম (www.virtualclass.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস বা ট্রেনিং পরিচালনা, এডুকেশনাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট টুলস, মনিটরিং এবং সমন্বয় করার প্রযুক্তি যুক্ত থাকছে।

◆ একদেশ এবং একশপ

যাকাত কিংবা আর্থিক অনুদান নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহজে যেকোনো ব্যাংকিং চ্যানেলের সহযোগিতায় প্রদানের লক্ষ্যে চালু হয়েছে দেশের প্রথম ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ‘একদেশ’। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা সহজলভ্য করতে প্রযুক্তিনির্ভর ‘একদেশ’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সারাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যাকাত কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান করতে পারছেন।

এছাড়াও ৩৩৩-৫ নম্বরে কল করে নাগরিকগণ ফোনে নিত্যপণ্য সেবা পাবেন। এটুআই-এর একশপ-এর উদ্যোগে ৬৮টি ই-কমার্স ও লজিস্টিক কোম্পানি, ই-ক্যাভ, ঢাকা বিভাগীয় প্রশাসন এবং ব্যাংক-এর সমন্বয়ে একটি লজিস্টিক কো-অর্ডিনেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে (অনলাইন)। এখন পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে প্রায় ৪.৫৫ লক্ষেরও অধিক নিত্যপণ্যের অর্ডার এসেছে।

◆ ফুড ফর নেশন:

আইসিটি বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় গত ২৩ মে বাংলাদেশের প্রথম উন্মুক্ত কৃষিপণ্য প্ল্যাটফর্ম ফুড ফর নেশন (foodfornation.gov.bd) চালু করে কৃষি মন্ত্রণালয়। কৃষক, বাজারজাতকারী, আড়ৎদার, বিপণনকারী আর প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা একই প্ল্যাটফর্মে পণ্যের দাম ও মান যাচাই করতে পারবেন। এর পাশাপাশি তারা সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগেরও সুযোগ পাবেন। দেশব্যাপী সহজ ও মোবাইলবান্ধব ইন্টারফেসের এ প্ল্যাটফর্মে ক্রেতা-বিক্রেতা রেজিস্ট্রেশন করে কৃষি জাতীয় সকল ভোগ্য ফসল বা সবজির ক্যাটাগরি নির্বাচন করে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন, কিনতে পারবেন। স্টার্টআপ বাংলাদেশের মাধ্যমে এখানে যুক্ত ক্রেতা-বিক্রেতার প্রোফাইলে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে শাকসবজিসহ সকল কৃষিপণ্য কেনা বা এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। পণ্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের সুবিধামতো মাধ্যম নির্বাচন করে লেনদেন করবেন। এই মার্কেটপ্লেসটি ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় বা বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে বিনামূল্যে।

◆ হেলথ ফর ন্যাশন প্ল্যাটফর্ম

করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা নতুন এক ঝুঁকির মুখে পড়ে। বেশিরভাগ হাসপাতালে করোনা আতঙ্কে ডাক্তারদের জন্য রোগী দেখা এবং রোগীর জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া দুটোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী স্টার্টআপ কোম্পানি, হাসপাতাল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প হতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ‘হেলথ ফর ন্যাশন’ নামে একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

◆ করোনা পরিস্থিতিতে গবেষণা কার্যক্রম

কোভিড পরবর্তী চাকরির বাজার ও দক্ষতা বিষয়ক একটি গবেষণা করা হয়েছে। উক্ত গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কোন খাতে কত মানুষ চাকরি হারাতে তা চিহ্নিত করা, কোভিড পরবর্তী চাকরির বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা, কোভিড পরবর্তী পেশার ধরন চিহ্নিত করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় নতুন খাতের বিকাশে নীতি-নির্ধারণী অবদান রাখা। এছাড়াও আরও কিছু গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জীবনে করোনার সামগ্রিক প্রভাব নির্ধারণে ‘র্যাপিড ইমপ্যাক্ট স্টাডি’, বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি কুইক ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে কোভিড-১৯ এর প্রভাব নির্ধারণ জন্য একটি ‘র্যাপিড এসেসমেন্ট’, সকল ইউডিসি উদ্যোক্তাদের জীবনে কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব নির্ধারণে একটি সমীক্ষা এবং কোভিড-১৯ এর সামগ্রিক প্রভাব নির্ধারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা।

◆ কল ফর নেশন

বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয় সংকট মোকাবেলায় আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে “কল ফর নেশন” নামে গত ৩০ মার্চ একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়। প্ল্যাটফর্মের আওতায় ‘কোভিড-১৯’ প্রতিরোধে প্রযুক্তিগত সমাধান খুঁজে বের করতে অনলাইন প্রতিযোগিতা আহ্বান

করা হয়। দেশের তরুণ বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের জমা দেয়া ৬৮১টি প্রকল্প থেকে ন্যাশনাল জুরিদের যাচাইবাছাই শেষে ৮ জুন সিজন-১ এর গ্র্যান্ড ফিনাল অনুষ্ঠানে ৬টি ক্যাটাগরিতে ৬টি প্রকল্পকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং সর্বমোট ৩৬টি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

◆ ভার্সুয়াল অফিস এবং ই-নথি

করোনাকালীন সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আইসিটি বিভাগ নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা, সভা, সেমিনার আয়োজন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যবহার করেছে জুমের মতো বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। আইসিটি বিভাগসহ সকল সরকারি অফিসই এসময় ই-নথির মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালু রাখে। ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সময়ে ৫৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়।

◆ অনলাইন ইভেন্টস আয়োজন

করোনা পরিস্থিতিতে জনসমাগম নিষিদ্ধ হওয়ায় এবারের ডিজিটাল মেলা ২০২০ সারা দেশব্যাপী আয়োজন করা হয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। এছাড়াও চট্টগ্রামভিত্তিক অনলাইন বিপিও ইভেন্টস ২০২০ আয়োজন করা হয় উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতিতে বিবেচনায় রেখে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ৭টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে বিপিও শিল্পে ক্যারিয়ার গঠনের লক্ষ্যে সরাসরি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেশনও অনুষ্ঠিত হয়। আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মেই।

◆ করোনা সচেতনতায় প্রচার

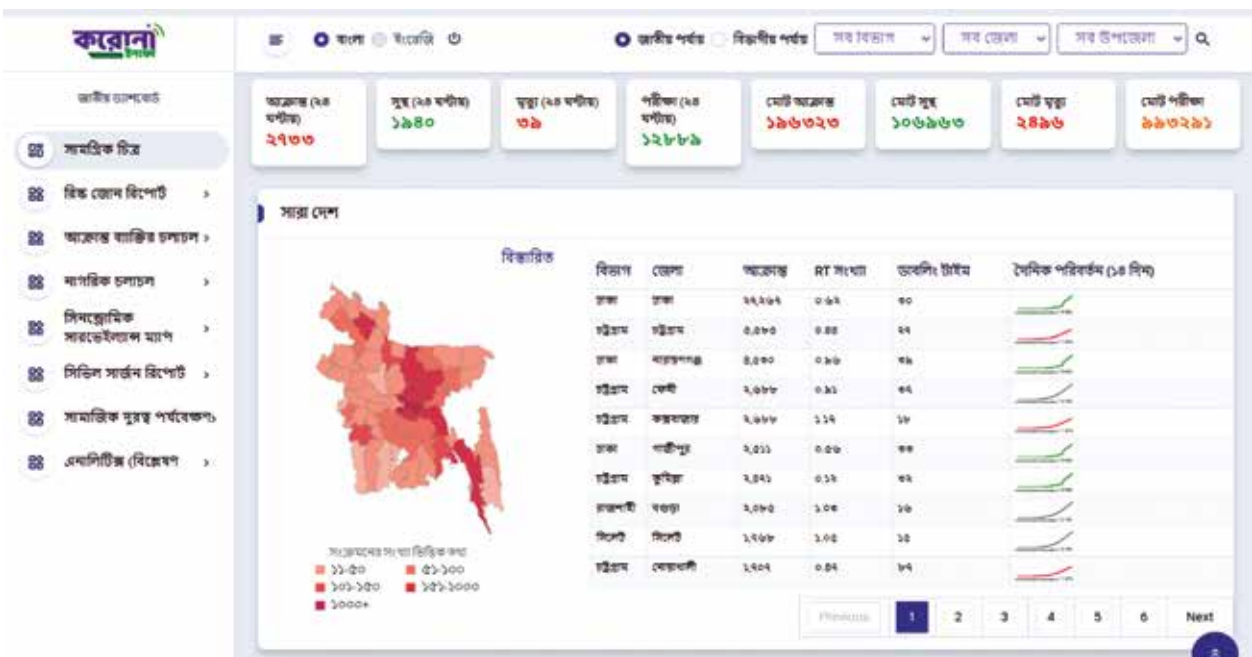
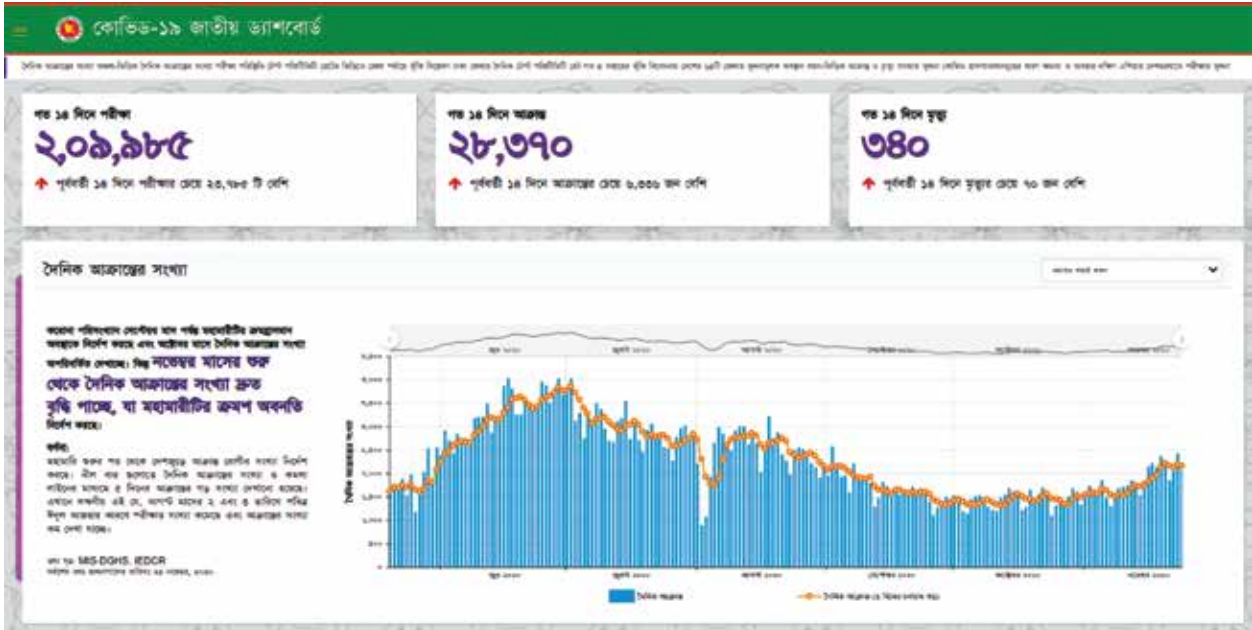
আইসিটি বিভাগ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সচেতনতায় হাউটু, ফিকশনাল এবং এনিমেশন জাতীয় মোট ১,৬১৭টি কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সোশ্যাল মিডিয়া, বিলবোর্ড ও অন্যান্য মাধ্যমে সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১০.৫ কোটি নাগরিকের কাছে এই প্রচারণা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কনটেন্ট প্রচারের ক্ষেত্রে ইউএনডিপি বাংলাদেশ অফিস এবং ইউনিসেফ'সহ ৯০টির অধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। 'করোনা হেল্পলাইন' নিয়ে দু'টি বেসরকারি টেলিভিশনে ডাক্তারদের যুক্ত করে এপ্রিল মাস থেকে টেলিভিশন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, যা এখনো চলমান রয়েছে।

◆ ন্যাশনাল কোভিড-১৯ ইন্টেলিজেন্স ড্যাশবোর্ড

সর্বস্তরের নীতি নির্ধারকবর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোভিড-১৯ ডেটাসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ৩টি ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে-

১. জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় ড্যাশবোর্ড
২. স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দের ব্যবহারের জন্য ন্যাশনাল ড্যাশবোর্ড
৩. অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও কেবিনেট পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ন্যাশনাল ড্যাশবোর্ড

ড্যাশবোর্ডগুলোর প্রাথমিক ব্যবহারকারীরা হলেন ডিজিএইচএস এবং আইইডিসিআর-এর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। এ ড্যাশবোর্ডগুলো মাঠ পর্যায়ের হেলথ অফিসার এবং জেলা পর্যায়ের সিভিল সার্জনদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবাগুলোর সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে। ড্যাশবোর্ডগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহামারীটির অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় এবং সে প্রেক্ষিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ড্যাশবোর্ডে সারাদেশের আলোকে, বিভাগের ভিত্তিতে, জেলার ভিত্তিতে দৈনিক কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা, সংক্রমণের হার, উচ্চ ঝুঁকি অঞ্চলসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়, বয়সভিত্তিক আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যার তুলনা, কোভিড হাসপাতালসমূহের ধারণ ক্ষমতা ও ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়ন নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা করা হয়।



চিত্র ১.১: অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও কেবিনেট পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ন্যাশনাল ড্যাশবোর্ড

◆ **বেসরকারি টেলিভিশনে করোনা হেল্পলাইন সম্প্রচার**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারদের যুক্ত করে এপ্রিল মাস থেকে ‘একাত্তর টেলিভিশন’ এবং ‘আরটিভি’-তে করোনা হেল্পলাইন প্রোগ্রাম নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের যুক্ত করে ২০০ এর অধিক পর্ব প্রচারিত হয়েছে এবং ৫ কোটির অধিক নাগরিকদের কাছে করোনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

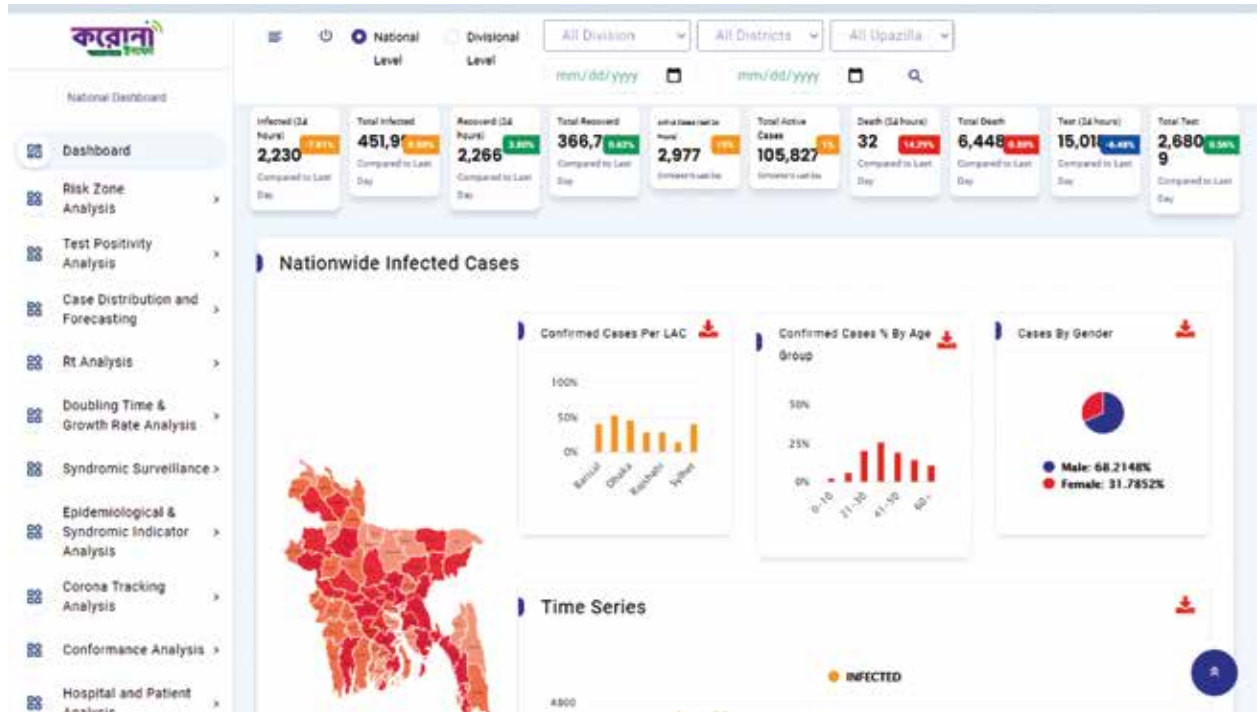
◆ **নারী নির্যাতন হ্রাসে সচেতনতামূলক টেলিভিশন প্রোগ্রাম**

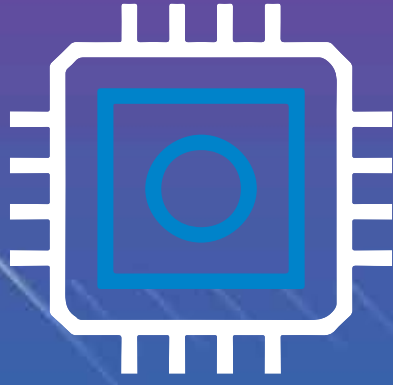
কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে বেড়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নির্যাতনরোধে সকল নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করোনা পরিস্থিতিতে নারীদের অবদানকে উৎসাহিত করতে ‘নারী নক্ষত্র’ শীর্ষক একটি ভিন্নধর্মী টেলিভিশন সিরিজ প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল-আরটিভি, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-এসএমসি এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে ১৩টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে এবং নাগরিকগণ ৫.৫ কোটিরও অধিকবার দেখেছেন।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা যেমনঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, এটুআই প্রকল্প, আইডিয়া প্রকল্প, মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এবং লিভারেজিং আইসিটি প্রকল্প নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সরকারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে চলেছে।

চিত্র: ১.২: স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দের ব্যবহারের জন্য ন্যাশনাল ড্যাশবোর্ড





অধ্যায়-৯

উপসংহার



এসডিজি অর্জন করতে হলে আরও প্রয়োজন এর স্থানীয়করণ। স্থানীয়করণ হলো এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সব অংশীজন ক্ষমতায়িত হয়, যাতে টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টা স্থানীয় প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি আরও সংবেদনশীল ও প্রাসঙ্গিক হয়। স্থানীয়করণের অর্থ শুধু স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে শুধু স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নই নয় বরং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ গ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন (www.localizingsdgs.org) এ জন্যই এসডিজি-১৬তে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পাশাপাশি এসডিজি সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গেলে কিছু প্রতিবন্ধকতা যেমন আছে তেমনি এসডিজির যুগে বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে আগামী দিনে বহু পরিবর্তন ও সংস্কার করতে হবে।

৯.১ প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Challenges):

এমডিজির সব লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। তাই জাতিসংঘের ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে এমডিজি অর্জনে সফল ১৮টি দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এমডিজি থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড়। বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে। সবাই পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জনও সম্ভব হবে। তবে এত বিশাল কাজ সম্পন্ন করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ভাবে কাজ করতে হবে। এসডিজি লক্ষ্যপূরণ একই সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনার দ্বার যেমন উন্মোচিত করেছে, ঠিক তেমনি কিছু চ্যালেঞ্জও হাজির করেছে। যেমন-

- তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা ও সমন্বয়যোগ্য তথ্যপ্রাপ্তি অন্যতম। এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নে ফলোআপ-এর অংশ হিসেবে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য তথ্য-উপাত্তের বিকল্প নেই। তথ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাগুলির সক্ষমতা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ (Data-related Issues and Capacity of the National Statistical Agencies)

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না থাকা। দেখা গেছে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ২৩২টি সূচকের মধ্যে ১১০টি (৪৭.৪%) সূচকের কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। একই সাথে মতামতভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে যে উপাত্ত তৈরি করতে হবে তা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাকেও কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পক্ষের মধ্যকার বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করতে হবে।

- এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় ও নেতৃত্ব (Management, Co-ordination and Leadership for SDG Implementation)

সরকার তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে নভেম্বর ২০১৫ তে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি “আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি” গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহের একটি ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহ হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয়। এ সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হবে এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

- অর্থায়ন এবং পদ্ধতিগত সমস্যাসহ বাস্তবায়নের অন্যান্য উপায় (Financing and other Means of Implementation Including Systemic Issues)

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে অর্থায়ন। এসডিজি বাস্তবায়নে অনেক অর্থ প্রয়োজন। সামাজিক খাতে ও অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করতে হবে। শুধু দাতাদের অর্থের উপর নির্ভর করে লক্ষ্য অর্জিত হবে না। অভ্যন্তরীণ সম্পদের জোগান বাড়তে হবে। বেসরকারি খাতকে এ কাজে যুক্ত করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির জন্য বাংলাদেশের অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে ৯২ হাজার ৮৪৮ কোটি মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৭৪ লাখ ২৭ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এজেন্ডা ২০৩০- এর মতো একটি সামগ্রিক, জটিল এবং সর্বব্যাপ্ত উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করতে হবে।

- ♦ জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতি প্রক্রিয়ার সাথে এসডিজি বাস্তবায়ন একীভূত করা (Aligning SDG Implementation with National Planning and Policy Processes)
- ♦ অংশীদারিত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ (Partnership and Stakeholder Participation Including Institutional Arrangements)

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তি খাত, এনজিও ও বিভিন্ন অংশীজনকেও (stakeholder) সম্পৃক্ত হতে হবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা দৃঢ়করণ এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব বিনির্মাণের পাশাপাশি সরকার, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং দেশীয় এনজিওর মাধ্যমে এসডিজির স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

৯.২ উত্তরণের উপায় (Way Forward):

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় SDG লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আমাদের করণীয় :

ক) উপাত্তের প্রাপ্যতা ও সময়োপযোগী তথ্যপ্রাপ্তি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এসডিজি অগ্রগতি বাস্তবায়নে ফলোআপ-এর অংশ হিসেবে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্তের বিকল্প নেই। কার্যকর পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

খ) এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস নির্ধারণ এবং সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) আমাদের দেশে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কর-জিডিপির হার খুব কম। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অর্থায়নের দেশজ নতুন উৎস খুঁজে বের করতে হবে। জনগণকে কর প্রদানে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান করার পাশাপাশি কর প্রদান সহজতর ও বামেলামুক্ত করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ভর্তুকি কমানোর কথা ভাবতে হবে। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির বাস্তবায়ন সফলতা নির্ভর করছে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মুখ্য ভূমিকা পালনকারী কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সরকারকে এসডিজি বাস্তবায়নে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এজেন্ডা ২০৩০-এর মতো একটি সামগ্রিক, জটিল এবং সর্বব্যাপ্ত উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থেরও সংস্থান করতে হবে।

ঙ) বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কিত প্রকল্পের ৩০ শতাংশ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে। মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের বাইরে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এবং ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে, যাতে তারা এসডিজি বাস্তবায়নে সক্ষম হন।

চ) এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদানে ব্যাপক দক্ষতা বাড়তে হবে।

ছ) মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং বেসরকারি পর্যায়ের সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। নীতিগত সহায়তার পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ইত্যাদি সঠিকভাবে হতে হবে।

জ) বৈষম্য দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সময়মতো তথ্যপ্রাপ্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশের ইকোসিস্টেম রক্ষা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঠিক সেবা নিশ্চিত করা এবং মানসম্মত অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

বা) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং সক্ষমতার বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

এ৩) জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবহন একটি বড় সমস্যা। এক্ষেত্রে সড়ক, নৌ ও রেলপথ নিয়ে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং সড়ক নিরাপদ করতে হবে। সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণে মানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ট) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা দৃঢ়করণ এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব বিনির্মাণের পাশাপাশি সরকার, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং দেশীয় এনজিওর মাধ্যমে এসডিজির স্থানীয়করণ ও বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।

ঠ) জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার, বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি সংগঠনের শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া দরকার।

এছাড়াও আরো কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ:

- ◆ For ensuring effective localization of SDGs, a clear roadmap for localization of the 2030 Agenda through proper consultation with local government institutions should be prepared.
- ◆ SDGs implementation requires a multi-stakeholder approach involving private sector, NGOs, CSOs, Media and Major Group of Other Stakeholders. ICT Division has been working out how to enhance participation of all the stakeholders in its efforts to implement the SDGs.
- ◆ There are enormous challenges in collection, analysis, disaggregation, and dissemination of data. The country needs to build collaboration at bilateral, regional and global levels for capacity building and sharing of best practices.
- ◆ Localization of SDGs targets and indicators for contextualizing the 2030 Agenda appropriately with local development plans and strategies is of utmost importance and emphasized.
- ◆ Investment in human development and investment in research should be increased
- ◆ Capacity building programmes for ICTD personnel to enhance SDG understanding should be taken.
- ◆ IT/ITES is a new business sector in our country. Proper planning and implementation is needed to address the existing challenges to develop IT sector. A good number of projects have been proposed by ICT Division and its different organizations to achieve the targets of SDGs.

SDGs are all encompassing requiring huge resources for implementation. As Bangladesh is now enjoying 'Demographic Dividend', we need a big fund to expedite the proposed projects so that we may cover all with the same, safe and low cost ICT infrastructure as well as quality Human Resource Development initiatives. Traditional sources of funding are not going to be sufficient to implement the SDGs. We need to find innovative ways of financing from both the public and the private sectors, development partners and ensure effective and efficient ways for utilization.

আদ্যাক্ষর শব্দাবলী/Accronyme

ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Programme
AI	Artificial Intelligence
APA	Annual Performance Agreement
APAs	Annual Performance Agreements
a2i	Aspire to Innovate (Previous Name: Access to Information)
BASIS	Bangladesh Association of Software and Information Services
BACCO	BANGLADESH ASSOCIATION OF CALL CENTER & OUTSOURCING
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCC	Bangladesh Computer Council
BDCCL	Bangladesh Data Center Company Limited
BDF	Bangladesh Development Forum
BDT	Bangladesh Taka
BIDA	Bangladesh Investment Development Authority
BKMEA	Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association
BNDA	Bangladesh National Digital Architecture
BPO	Business Process Outsourcing
BGD e-GoV	CIRT Bangladesh Government's e-Government Computer Incident Response Team
CCOAB	Cyber Cafe Owners Association of Bangladesh
CII	Critical Information Infrastructure
CSID	Center for Services and Information on Disability
DSA	Digital Security Agency
EPZs	Export Processing Zones
ERD	Economic Relations Division
ERP	Enterprise Resource Planning
FBCCI	Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries
FY	Financial Year
FYP	Five Year Plan
GED	General Economic Division
GITC	Global IT Challenge
GoB	Government of Bangladesh
GPEDC	Global Partnership for Effective Development Cooperation
HIES	Household Income and Expenditure Survey
ICPC	International Collegiate Programming Competition.
ICT	Information and Communication Technologies
ICTD	Information and Communication Technologies Division
iDEA	Innovation Design and Entrepreneurship Academy
IMF	International Monetary Fund
IoT	Internet of Things
ITEE	IT Engineers Examination.

LEDP	Learning and Earning Development Project
LICT	Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance
MDG	Millennium Development Goal
M & E	Monitoring & Evaluation
MoFA	Ministry of Foreign Affairs
MoU	Memorandum of Understanding
NAP	National Action Plan
NCPC	National Collegiate Programming Competition
NDD	Neuro Developmental Disorder
NEET	Not in Education, Employment or Training
NGOs	Non-Government Organisations
NOC	Network Operation Center
NPA	National Plan of Action
NSSS	National Strategy for Social Protection
OCR	Optical Character Reader/Optical Character Recognition
ODA	Official Development Assistance
PMO	Prime Minister's Office
PPP	Public-Private Partnership
PPP	Purchasing Power Parity
PTD	Post and Telecommunication Division
R&D	Research and Development
RN	Regional Network
RTN	Research and Training Network
SASECIG	South Asia Sub-Regional Economic Cooperation Information Highway
SDG	Sustainable Development Goals
SIR	SDGs Implementation and Review
SME	Small and Medium-sized Enterprises
SSC	South-South Cooperation
SSNPs	Social Safety Net Programmes
TCV	Time Cost Visit
UISC	Union Information Service Center
UDC	Union Digital Center
UNDP	United Nations Development Programme
USD/US\$	US Dollar
UNOSSC	United Nations Office for South South Co-operation
VAT	Value Added Tax
VN	Village Network
VPN	Virtual Private Network
WB	World Bank
WIFI	Women IT Frontier Initiative
WCIT	The World Congress on Information Technology
WCED	The World Commission on Environment and Development

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্প

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ: চলমান প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প - ২য় সংশোধিত	জানুয়ারি ২০১৪- ডিসেম্বর ২০২১ ৩১৯.৭৭ কোটি টাকা
২.	মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প- ২য় সংশোধিত	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১ ২৮১.৮০ কোটি টাকা
৩.	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ ৫৬.৭৬২০ কোটি টাকা
৪.	এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩ ৪৮৫.৪৫ কোটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ: প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ন্যাক ফর নলেজেবল হিউম্যান এসেটস (দীক্ষা) প্রকল্প	এপ্রিল ২০২১-মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ২৭.৪৯৯৭ কোটি টাকা
২.	জাতীয় ডিজিটাল লাইব্রেরি, NDC এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প National Digital Library for National Defence College & Other Institutions (E- Library) Project	ফেব্রুয়ারি ২০২১-জুন ২০২২ ২৪.৭৬২৫ কোটি টাকা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর: চলমান প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩ ৯৩৮.৭৩৪৪ কোটি টাকা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর: প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	শি পাওয়ার: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (She Power: Sustainable Development for Women Through ICT Project (Phase-2)	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ ২৫৩.৫১৬৮ কোটি টাকা
২.	সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলায় এলইডি (LED) ডিসপ্লে স্থাপন প্রকল্প (Establishment of LED Display Board in 492 Upazilas Project)	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২২ ১৫০.৪৫ কোটি টাকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
৩.	ডিজিটাল অপরচুনিটি ফর ইয়ুথ প্রকল্প Digital Opportunity for Youth (DOY) Project	মার্চ ২০২১-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ৪৩.৯৩৫৪ কোটি টাকা
৪.	Establishing Digital Connectivity (EDC) Project	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪ ৫,৮৮৩.৭৩৮৭ কোটি টাকা
৫.	Digitalization of Islands, Beel and Haor Area (DIBH) Project	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩ ১,০০৮.০০ কোটি টাকা
৬.	ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪ ৩৬১.৮০৭৬ কোটি টাকা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল: চলমান প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১ ১৫৯৯.৫৫ কোটি টাকা
২.	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১ ৩৪.০৫ কোটি টাকা
৩.	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩ ২৭১.৬৫ কোটি টাকা
৪.	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৪ ১৫৮.৯৬৬৯ কোটি টাকা
৫.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো - সরকার ৩য় পর্যায়) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২২ ২,০৩৯.৪৮২৫ কোটি টাকা
৬.	তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ ২৪.৮৬ কোটি টাকা
৭.	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	আগস্ট ২০১৭-জানুয়ারি ২০২২ ৪৪.৭৫ কোটি টাকা
৮.	ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০২২ ৩০.২০ কোটি টাকা
৯.	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মার্চ ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১ ১১৬.৩১ কোটি টাকা
১০.	দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১ ৪৭৬.০৭ কোটি টাকা
১১.	BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪ ১৪৬.৭১ কোটি টাকা
১২.	লিভারিজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প	অক্টোবর ২০১৯-জুন ২০২১ ৩৫.৪৩ কোটি টাকা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল: প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	Enhancing Digital Government and Economy (EDGE)	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪ ২,৫৯০.৮২২৫ কোটি টাকা
২.	তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর এবং গ্রামের জীবন-যাত্রার আধুনিকীকরণ Modernization of Rural and Urban lives through ICT (MRU) Project	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪ ৪,৬৮৭.৬৮১৬ কোটি টাকা

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: চলমান প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২১ ৩৩৬.৪২ কোটি টাকা
২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১ ২৮৭.৭১ কোটি টাকা
৩.	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (৮টি) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১ ৫৩৩.৫৪ কোটি টাকা
৪.	জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্প (১২টি জেলায়)	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ ১,৭৯৬.৪০ কোটি টাকা
৫.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২ ১১৭.০৯ কোটি টাকা
৬.	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২ ৩৪৪.৯৩ কোটি টাকা
৭.	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন শীর্ষক (১১টি) প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫ ৭৯৮.৯১ কোটি টাকা
৮.	বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সেবা ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ (বিডিসেট) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ ৬১.০২৫৯ কোটি টাকা
৯.	ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫ ৩৫৩.০৬ কোটি টাকা

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	মহাখালী আইটি পার্কের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১-জুন ২০২৩ ৭৭.৩৯৫২ কোটি টাকা
২.	শেখ হাসিনা ইন্সটিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৭ ১,৪৯৪.০৬৮৭ কোটি টাকা

কন্ট্রোলার অফ সার্টিফায়িং অথরিটি: চলমান প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২২ ৫৬.৭৫৯২ কোটি টাকা

কন্ট্রোলার অফ সার্টিফায়িং অথরিটি: প্রস্তাবিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন ইনডেক্স ডেটাবেইজ ও সার্ভিস শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬ ১৫০.০০ কোটি টাকা	২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
২.	বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ ব্রাউজার এবং সার্চ ইঞ্জিন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬ ৮০০.০০ কোটি টাকা	
৩.	বাংলাদেশে ডিজিটাল লকার সিস্টেম স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩ ৮১.০০ কোটি টাকা	
৪.	সিসিএ কার্যালয় শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৩ ৪৮.৫০ কোটি টাকা	

এ বিভাগের অধীনে প্রণীত আইন, বিধিমালা ও নির্দেশিকার তালিকা:

আইন ও বিধি:

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১.	ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা- ২০২০	২০২০-০৩-০৮
২.	The Authentic English Text of the DIGITAL SECURITY ACT, 2018	২০১৯-১০-০৬
৩.	ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯	২০১৯-০৭-২২
৪.	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮	২০১৮-১০-১০
৫.	ওয়ান স্টপ সার্ভিস, ২০১৮	২০১৮-০২-১২
৬.	বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক ওয়ারহাউজিং স্টেশন (Warehousing Station) বিধিমালা, ২০১৫	২০১৮-০১-১১
৭.	বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫	২০১৫-১২-২৯
৮.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আইন ১৯৯০	২০১৫-১০-০৪
৯.	বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন- ২০১৪	২০১৫-১০-০৪
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫	২০১৫-০৮-১৮
১১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৫-০৮-০২
১২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯	২০১৪-১১-০৩
১৩.	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১২	২০১২-০৯-০৬
১৪.	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২	২০১২-০৬-১৮
১৫.	বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১	২০১১-০৬-০৯
১৬.	তথ্যপ্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০	২০১০-০৪-১৩
১৭.	বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০	২০১০-০৩-১৮
১৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬	২০০৬-১০-০৮

নীতিমালা

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১.	User's Policy for National Data Center, Bangladesh Computer Council	২০২০-১০-২৯
২.	জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮	২০১৯-০১-৩০
৩.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮	২০১৮-১২-১৫
৪.	সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮	২০১৮-০৫-২২
৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬	২০১৭-০৪-০৪

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
৬.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫	২০১৫-০৮-০৫
৭.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯	২০১৫-০৮-০৪
৮.	National ICT Policy 2009 (Revised)	২০১৪-০৯-১৪

নির্দেশিকা ও কৌশলপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১.	National Strategy for Robotics	২০২০-১০-১৩
২.	বাংলাদেশ হাই-টেক-পার্ক কর্তৃপক্ষ এর প্রাইভেট এসটিপি গাইডলাইন ২০১৫	২০২০-১০-১৩
৩.	National Internet of Things Strategy Bangladesh	২০২০-০৮-৩১
৪.	ডেটা সেন্টার নির্দেশিকা ২০২০	২০২০-০৭-২২
৫.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার নির্দেশিকা	২০২০-০৫-৩০
৬.	National Strategy for Artificial intelligence Bangladesh	২০২০-০৩-১৬
৭.	National Blockchain Strategy: Bangladesh	২০২০-০৩-১৬
৮.	Strategy to Promote Microprocessor Design Capacity in Bangladesh	২০২০-০৩-১৬
৯.	সরকারি ই-মেইল গাইডলাইন ২০১৯ (ই-মেইল একাউন্ট পরিচালনা, কার্যকরী ই-মেইল ব্যবহার এবং ই-মেইল একাউন্ট গঠনের নির্দেশিকা)	২০১৯-১১-০৪
১০.	ই-মেইল একাউন্ট পরিচালনা, কার্যকরী ই-মেইল ব্যবহার এবং ই-মেইল একাউন্ট গঠনের নির্দেশিকা	২০১৯-১১-০৩
১১.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা	২০১৯-০৭-১১
১২.	Digital Certificate Interoperability Guideline	২০১৮-০২-২২
১৩.	Time Stamping Services Guidelines for Certifying Authorities (CA)	২০১৬-০৮-০১
১৪.	Secure Coding Guidelines	২০১৫-০৮-০১
১৫.	তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন)	২০১৪-০৪-০৬
১৬.	সাইবার সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি	২০১৪-০৩-১১
১৭.	PKI Auditing Guidelines	২০১৩-১২-২৪
১৮.	আইসিটি ইন্টারশিপ নির্দেশিকা-২০০৯	২০০৯-০১-০১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারাদেশে কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং আইসিটি শিল্পের বিকাশ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ২৬০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটি প্রদান, ১০০০ পুলিশ অফিসে ভিপিএন সংযোগ প্রদান, সিলেট এবং কক্সবাজারে ২০০টি ফ্রি ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন, দুর্গম ৭৭২টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটি প্রদানের সাইট সার্ভে সম্পন্নকরণ, সৌদি আরবে ১৫টি ল্যাবসহ দেশের ৪১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন, ১০৫০০ জন নারীকে পৃথক প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপ প্রদানসহ ফ্রি-ল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং বিষয়ে লক্ষাধিক তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩৫০০০+ সরকারি কর্মকর্তাকে ই-সেবারিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ'-এ ৪.৫১+ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ২৭টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা, গবেষণা খাতে ১৬০ জনকে ফেলোশিপ ৩৩৪ জনকে অনুদান প্রদান, স্টার্টআপদের কো-ওয়ার্কিং স্পেস ও ট্রেনিং প্রদানে আইসিটি উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা, ০৫টি হাই-টেক-পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু ও বিভিন্ন পার্কে প্রায় ১৪,০০০ লোকের কর্মসংস্থান, জাতীয় ডেটা সেন্টার Tier-III-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং Tier-IV ডেটা সেন্টার চালু, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন, BNDA প্রস্তুত, ০৫টি বেসরকারি ও ০১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল স্বাক্ষরের সিএ লাইসেন্স প্রদান, NID-এর ডেটাবেজ ব্যবহার করে 'পরিচয়' সেবা চালু, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রায় ৪০০টি ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন, কল সেন্টার '৩৩৩' চালু, CAMS উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের ভাতা প্রদান, corona.gov.bd ওয়েবসাইট তৈরি, করোনা লাইভ টেস্ট প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত, করোনা ট্রেসার অ্যাপ প্রস্তুত এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮, ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা ২০১৯, ই-গভর্নেন্স মাস্টারপ্ল্যান ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০১৯, বিএনডিএ নির্দেশিকা ২০১৯, ন্যাশনাল ব্লকচেইন স্ট্র্যাটেজি:বাংলাদেশ ২০২০, স্ট্র্যাটেজি টু মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ক্যাপাসিটি প্রমোট ইন বাংলাদেশ ২০২০, ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশ ২০২০, ন্যাশনাল ইন্টারনেট অব থিংস স্ট্র্যাটেজি বাংলাদেশ ২০২০ ইত্যাদি প্রণয়ন সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম অর্জন। এছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে ডিজিটাল কালারড ভার্সন করার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো কর্তৃক সনদ প্রাপ্তিসহ WSIS, AICTA, DCD APAC অ্যাওয়ার্ড, অ্যাসোসিও ডিজিটাল গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জিত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটি প্রদানসহ সচল রাখা; দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপদ সাইবার স্পেস নিশ্চিতকরণ; ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণে জনগণের সম্পৃক্ততা; বৈশ্বিক দুর্যোগ কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

দুর্গম অঞ্চলে কানেক্টিভিটি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ মনিটরিং-এর আওতাভুক্তকরণ; ন্যাশনাল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার ও মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপন; শহরের আইসিটি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেয়া; প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং যেকোনো বৈশ্বিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয়ে রোডম্যাপ প্রণয়ন।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১৬০০ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার-এ ফাইবার অপটিক কানেক্টিভিটি প্রদান;
- ৫০৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উচ্চশিক্ষা/গবেষণার ক্ষেত্রে ১৫০টি ফেলোশিপ/অনুদান প্রদান;

- ৪৫০টি ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন সম্পন্নকরণ, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ৫৮% সরকারি দপ্তরে ই-নথি সম্প্রসারণ; এবং
- পোস্ট কোভিড-১৯ আইসিটি রোডম্যাপ খসড়া প্রণয়ন ও আইসিটি শিল্প/মেধা বিকাশে ৪টি ইভেন্ট/ প্রতিযোগিতা আয়োজন।

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

- সোনার বাংলা বিনির্মাণে জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইটি শিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
 ১. তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন
 ২. ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ
 ৩. তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি
 ৪. আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন
- ১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
 ১. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
 ২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
 ৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

- ১. জাতীয় অভীষ্ট ও পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিগত বিষয় বাস্তবায়ন;
- ২. ডিজিটাল বাংলাদেশ টাঙ্কফোর্স এবং আইসিটি সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ৩. আইসিটি বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ৪. আইসিটি সার্ভে, গবেষণা, ডিজাইন ও উন্নয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রদান;
- ৫. আইসিটি সেবাসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ ও জনগণের নিকট সহজপ্রাপ্যকরণের নিমিত্ত গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা;
- ৬. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ৭. এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিয়াজো এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি ও সমঝোতাসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপালন;
- ৮. আইসিটি বিভাগের জন্য আইন, নীতিমালা, কৌশল ইত্যাদি প্রণয়ন;
- ৯. আইসিটি প্রমোশন এবং জনগণের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌঁছানোর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ১০. ই-গভর্নেন্স, ই-ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ই-হেলথ, ই-কমার্স এবং অনুরূপ যে কোনো বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান; এবং
- ১১. ডিজিটাল বিভাজন হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।



খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল : cab_secy@cabinet.gov.bd

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৬.২২.০০১.২০.১০১

তারিখ: ০৭ পৌষ ১৪২৭
২২ ডিসেম্বর ২০২০

প্রিয় সহকর্মী,

আমার শুভেচ্ছা নিবেন। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই উন্নয়ন রূপকল্প অর্জনে সরকারি কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এই অর্জনে আপনাকে এবং আপনার সহকর্মীদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এপিএ-তে আপনার বিভাগের অর্জিত নম্বর ৯৪.৯৭। এপিএ'র মূল্যায়নে আপনার বিভাগ ৭৬টি কর্মসম্পাদন সূচকের মধ্যে ৬৫টিতে শতভাগ অর্জন করেছে এবং ০৩টি সূচকে কোনো অর্জন নেই। আমার বিশ্বাস আপনার বিভাগ আরেকটু আন্তরিক হলে এ তিনটি সূচকের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো। এপিএ'র বাস্তবায়নকে আরো বেগবান করার ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ আশা করছি।

এপিএ'র দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নে আপনার বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ে অফিসসমূহ ভবিষ্যতে আরও আন্তরিক ও যত্নশীল হবে-এই প্রত্যাশা করছি। এপিএ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সবসময় আপনার পাশে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার


(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

জনাব এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন অভ্যাস
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাঙসূত্র	সংশ্লিষ্ট এসডিজি অভ্যাস
						২০২১-২২	২০২২-২৩			
আইসিটিতে সর্জনীয় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	সংখ্যা (মিলিয়ন)	৮৭.৭৯০	৯৯.৯৮৪	১০৫	১০৭	১১০	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, সেতু বিভাগ	বিটিআরসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন	৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬
আইসিটি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি	সুবিধাজোগী	সংখ্যা (ক্রমপঞ্জীভূত)		১৪২৮৮২	১৯৩৮৮২	২১০০০০	২৩০০০০	আইসিটি বিভাগ	আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), সিআরআই এর বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন	৪.৪, ৪.৭, ৫.খ, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৬
ই-সার্ভিস এ সুবিধাজোগী সংখ্যা বৃদ্ধি	সুবিধাজোগী	সংখ্যা (কোটি)	৩.৯২	৯.৫	১২.৫	১৫	১৭	আইসিটি বিভাগ	এটুআই এর প্রতিবেদন	৯.গ, ১৭.৮
আইসিটি খাতে রঙানি আয় বৃদ্ধি	রঙানি আয়ের পরিমাণ	মিলিয়ন ডলার	৫৪৯.০৫	৬১৩	১০০০	২০০০	২৫০০	আইসিটি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	রঙানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান ভেট্টা	৯.খ, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৬, ৪.৪, ৯.২, ৯.৩, ৯.৫

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক			প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	সংশ্লিষ্ট এসাজিজ অডিট
				২০২০-২১	অসাধারণ	১০০%			
				৮০					
[১] তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন	[১.১] কানেক্টিভিটি এবং আইসিটি অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মনিটরিং	[১.১.১] অবকাঠামো পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৮০		১২০	১৩০	৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[১.২] জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	[১.২.১] পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	সংখ্যা	৮		৮	৮	৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[১.৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন ও উচ্চগতিসম্পন্ন ল্যান এর জন্য নোড স্থাপন	[১.৩.১] নোড স্থাপিত	সংখ্যা	৮০				৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[১.৪] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াই-ফাই ডিভাইস স্থাপন	[১.৪.১] ওয়াই-ফাই স্থাপিত	তারিখ	২৯-০৪-২০২১				৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[১.৫] ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান	[১.৫.১] ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সংযুক্ত	সংখ্যা	১৬০০				৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[১.৬] ইউনিয়ন পপ হতে প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রাহক সংযোগ প্রদান	[১.৬.১] সংযোগ প্রদানকৃত	সংখ্যা	৩০০০		৮০০০	৫০০০	৯.গ, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[১.৭] হাই-টেক পার্কে এমটিবি/এমপিবি ভবন নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[১.৭.১] স্পেস নির্মিত	বর্গফুট	১০০০০০		১০০০০০	১০০০০০	৯.খ, ৯.২, ৯.৩, ৯.৫, ১৭.৮	
	[১.৮] আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভবন নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[১.৮.১] স্পেস নির্মিত	বর্গফুট	১৮০০০০		৫০০০০	৫০০০০	৯.খ, ৯.২, ৯.৩, ৯.৫, ১৭.৮	
	[১.৯] হাই-টেক পার্কে স্পেস বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিতকরণ	[১.৯.১] স্পেস বরাদ্দকৃত	বর্গফুট	১০০০০০		১০০০০০	১০০০০০	৯.খ, ৯.২, ৯.৩, ৯.৫, ১৭.৮	
	[১.১০] বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন	[১.১০.১] ল্যাব স্থাপিত	সংখ্যা	৮				৯.৫, ১৭.৮	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক		প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	সংশ্লিষ্ট এসজিজি অভীষ্ট
				২০২০-২১	অসাধারণ			
				১০০%				
[২] ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ	[১.১১] ডিজিটাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিআইআই) পরিদর্শন	[১.১১.১] সিআইআই পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৪		৭	১৭.৮	
	[১.১২] দুর্গম এলাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের জন্য ডাউট পাইপ প্রয়	[১.১২.১] পাইপ প্রয়কৃত	কিলোমিটার	২০০০	৫০০০		৯.৭, ১৭.৮, ১৭.৬	
	[২.১] বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন	[২.১.১] সার্ভিস ডিজাইনকৃত	সংখ্যা	৪৫০	৫০০	৫৫০	৯.৭, ১৭.৮	
	[২.২] জেলা/ডিপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে ই-নথি কার্যক্রম সম্প্রসারণ	[২.২.১] দপ্তর সংযুক্ত	%	৫৮	৭৯	১০০	৯.৭, ১৭.৮	
	[২.৩] বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ২৮৫০টি সেবা সহজীকরণে কারিগরি সহায়তা প্রদান	[২.৩.১] সেবা সহজীকৃত	%	২১	৫৬	১০০	৯.৭, ১৭.৮	
	[২.৪] সফটওয়্যার/ অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	[২.৪.১] পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন	সংখ্যা	৪	৪	৪	৯.৭, ১৭.৮	
	[২.৫] পোস্ট কোডিড-১৯ আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন (খসড়া)	[২.৫.১] খসড়া প্রণীত	সংখ্যা	৩১-১২-২০২০			৯.৭, ১৭.৮, ১৭.৬, ১৭.৮	
	[২.৬] জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[২.৬.১] প্রাপ্ত ত্রে মাসিক প্রতিবেদন	সংখ্যা	২০	৩০	৪০	৯.৭, ১৭.৮, ১৭.৬, ১৭.৮	
	[২.৭] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কার্যক্রমকে অটোমেশনে রূপান্তরকরণে সফটওয়্যার উন্নয়ন	[২.৭.১] সফটওয়্যার মডিউল উন্নয়নকৃত	সংখ্যা	১২	১৫	২০	৯.৭, ১৭.৮, ১৭.৬, ১৭.৮	
	[২.৮] মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ	[২.৮.১] ল্যাপটপ বিতরণকৃত	সংখ্যা	১৩	৩৫০		৯.৭, ১৭.৮	
[২.৯] জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ এর আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটির সভা আয়োজন	[২.৯.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	তারিখ	৩১-০১-২০২১	২৬-১২-২০২১	২৯-১১-২০২১	১৭.৮		
[২.১০] রোবোটিক্স ইন বাংলাদেশ এর স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন	[২.১০.১] খসড়া স্ট্র্যাটেজি প্রণীত	তারিখ	০৫-০৫-২০২১			৯.৭, ৯.৫		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক		প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	সংশ্লিষ্ট এসডিজি অভীষ্ট
				২০২০-২১	অসাধারণ			
				১০০%				
[৩] তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি	[২.১১] ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত হেল্প-ডেস্ক চালু নিশ্চিতকরণ	[২.১১.১] হেল্প-ডেস্ক চালুকৃত	তারিখ	০১-১১-২০২০				৯.গ, ১৭.৮
	[২.১২] ডেটা প্রটেকশন এড প্রাইভেসি অ্যাক্টিভিটি/বিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন (খসড়া)	[২.১২.১] খসড়া আইন/বিধি/ গাইডলাইন প্রণীত	তারিখ	২৯-০৪-২০২১				৯.গ, ১৭.৮
	[২.১৩] গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর আইটি অডিট সম্পন্ন করা	[২.১৩.১] অডিট সম্পন্নকৃত	সংখ্যা	২	৫	৭		৯.গ, ১৭.৮
	[২.১৪] জাতীয় তথ্য ও সেবা কেন্দ্র-৩৩৩ এর নির্দেশিকা প্রণয়ন	[২.১৪.১] খসড়া নির্দেশিকা প্রণীত	তারিখ	২৮-০৪-২০২১				৯.গ, ১৭.৮ ১.৩, ১.৪
	[৩.১] তরুণ-তরুণীদের প্রাফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.১.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	১০০০০	১২০০০	৮০০০		৪.৪, ৪.৭, ৫.খ, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৬
	[৩.২] ক্রস প্ল্যাটফর্মে মোবাইল গেইম এবং অ্যাপ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	১০০০০				৪.৪, ৪.৭, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৬
	[৩.৩] সরকারি কর্মকর্তাদের ই-সেবাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.৩.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	১০০০০	১২০০০	১৩০০০		৯.গ, ১৭.৮
	[৩.৪] আইটি/আইটিএস প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.৪.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	৫০০০	৮০০০	১০০০০		৪.৪, ৪.৭, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, ৮.৬
	[৩.৫] আইসিটি খাতে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান	[৩.৫.১] সুবিধাভোগী	সংখ্যা	৫০	৫৫	৬০		১৭.৮
	[৩.৬] সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তাসহ সকল স্তরের জনগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৩.৬.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	৫০০০	৬০০০	৭০০০		৪.৪
[৩.৭] ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৩.৭.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	৭০০	৭৫০	৮০০		৪.৪	
[৩.৮] ডিজিটাল নিরাপত্তায় স্কুল/কলেজ পর্যায়ে ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৩.৮.১] প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	১০০০০	১২০০০	১৫০০০		৫.খ	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	ব্যয়ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক		প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	সংশ্লিষ্ট এসআইজি অডিট
				২০২০-২১	অসাধারণ			
				১০০%				
[৪] আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন	[৪.১] আইসিটি শিল্প/সেবা বিকাশে ইন্ডেক্স/প্রতিযোগিতা আয়োজন	[৪.১.১] ইন্ডেক্স/প্রতিযোগিতা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৪	৪	৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.২] ডিজিটাল বাংলাদেশে দিবস উদযাপন	[৪.২.১] দিবস উদযাপন	তারিখ	১২-১২-২০২০				৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.৩] আইসিটি ক্ষেত্রে গবেষণা/উদ্ভাবনীমূলক কাজে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অনুদান প্রদান	[৪.৩.১] সভা/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.৪] "মুজিব আমার পিতা" গ্রন্থের ইন্টারেক্টিভ মোবাইল অ্যাপ উন্নয়ন	[৪.৪.১] অনুদান প্রদানকৃত	সংখ্যা	১০০	১২০	১৩০	১৩০	৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.৫] বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে এনিমেটেড মুক্তি নির্মাণ	[৪.৫.১] অ্যাপ উন্নয়নকৃত	তারিখ	০১-০২-২০২১				৯.গ, ১৭.৮, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.৬] সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত মোবাইল অ্যাপস উন্নয়ন	[৪.৬.১] মুক্তি নির্মিত	তারিখ	৩১-০৫-২০২১				৯.খ
	[৪.৭] আইসিটি শিল্প বিকাশে মোবাইল গেম উন্নয়ন	[৪.৭.১] অ্যাপস উন্নয়নকৃত	সংখ্যা	২৫	৩৫	৪০	৪০	৯.গ, ৯.খ
	[৪.৮] উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমির আওতায় স্টার্টআপকে অনুদান এবং মেন্টরিং প্রদান	[৪.৮.১] গেম উন্নয়নকৃত	সংখ্যা	৬০	৮০	১০০	১০০	৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.৯] মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্বাচিত স্টার্টআপদের বিনামূল্যে স্পেস বরাদ্দ প্রদান	[৪.৯.১] সুবিধা গ্রহণকারী	সংখ্যা	১০০	১০০	১২০	১২০	৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
	[৪.১০] মুজিববর্ষ উপলক্ষে "বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট" এর আওতায় সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাকে অনুদান প্রদান	[৪.১০.১] সুবিধা গ্রহণকারী	সংখ্যা	২০				৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫
			সংখ্যা	১০০				৯.গ, ১৭.৮, ৪.৪, ৯.খ, ৯.৫

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা - আইসিটি বিভাগের ম্যাপিং

আইসিটি বিভাগের ভূমিকা	অভীষ্টসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক	মন্তব্য
লিড	<p>অভীষ্ট ৯: অভিযাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ</p> <p>অভীষ্ট ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা</p>	<p>৯.গ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ইন্টারনেটে সর্বজনীন ও মূল্য সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার প্রদানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া</p> <p>১৭.৮: ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো</p>	<p>৯.গ.১- মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত</p> <p>১৭.৮.১- ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা কো-লিড: পিটিডি</p>	কো-লিড: পিটিডি (PTD)
কো-লিড	<p>অভীষ্ট ৯: অভিযাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ</p>	<p>৯.খ: অপরাপর বিষয়সহ শিল্পপণ্যের বহুমুখিতা ও পণ্যমূল্য সংযোজনের জন্য অনুকূল নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা দান</p>	<p>৯.খ.১- মোট মূল্য সংযোজনে মধ্যম ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত</p>	লিড: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
এসোসিয়েট	<p>অভীষ্ট ১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান</p>	<p>১.৩- ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চিতকরণে সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।</p>	<p>১.৩.১- লিপ্সভেদে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাপ্রাপ্ত/সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর অনুপাত যেখানে শিশু, কর্মহীন জনগোষ্ঠী, প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীর পৃথক উল্লেখ রয়েছে।</p>	লিড: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কো-লিড: জিইডি
		<p>১.৪- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমআধিকার প্রতিষ্ঠা করা।</p>	<p>১.৪.১- মৌলিক সুবিধাভোগী খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত</p> <p>১.৪.২- লিঙ্গ ও ভোগ দখলের ধরন অনুযায়ী নিরাপদ দখলিষ্কৃতসহ বৈধ দলিলের অধিকারী এবং জমিতে যাদের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে বলে মনে করে (এমন উপলব্ধিসম্পন্ন) মোট বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত</p>	লিড: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কো-লিড: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
	<p>অভীষ্ট ৪: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাত্ত্বিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি</p>	<p>৪.৪- চাকরি ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো</p>	<p>৪.৪.১- দক্ষতার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের অনুপাত</p>	লিড: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কো-লিড: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আইসিটি বিভাগের ভূমিকা	অভীষ্টসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্প প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্য সূচক	মন্তব্য
	<p>অভীষ্ট ৫: জেতার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন</p> <p>অভীষ্ট ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিনীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন</p> <p>অভীষ্ট ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিনীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন</p>	<p>৪.১- অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবন ধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।</p> <p>৫.খ- নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো</p>	<p>৪.১.১- (ক) জাতীয় শিক্ষানীতি, (খ) পাঠক্রম, (গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও (ঘ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সকল পর্যায়ে প্রতিফলিত (১) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা এবং (২) জেতার সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরূপণ</p> <p>৫.খ.১- লিঙ্গভেদে মোবাইল ফোনের মালিকানা রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের অনুপাত</p>	<p>লিঙ্গ: মাতৃশিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ</p> <p>লিঙ্গ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়</p>
	<p>অভীষ্ট ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিনীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন</p>	<p>৮.১- জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন</p>	<p>৮.১.১- মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার</p>	<p>লিঙ্গ: অর্থ বিভাগ</p>
		<p>৮.২- উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও হ্রামঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উজবানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন</p>	<p>৮.২.১- প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার</p>	<p>লিঙ্গ: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কে-লিড: শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়</p>
		<p>৮.৩- আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, স্বজনশীলতা ও উজবানা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্তন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ত্রুটমোচনে উৎসাহিত করা</p>	<p>৮.৩.১- লিঙ্গভেদে অ-কৃষি কাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত</p>	<p>লিঙ্গ: জিইডি</p>
	<p>অভীষ্ট ৯: অতিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং উজবানার প্রসারণ</p>	<p>৮.৬- কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা</p> <p>৯.২- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্তন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা</p>	<p>৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪ বছর) অনুপাত</p> <p>৯.২.১- জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মূল্য সংযোজন</p> <p>৯.২.২- মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান</p>	



আইসিটি বিভাগের ভূমিকা	অভীষ্টসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্য সূচক	মন্তব্য
		<p>৯.৩- বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্প সুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্য শৃঙ্খল ও বাজারে এদের অঙ্গীভূত করা</p> <p>৯.৫- ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়নকর্মের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতি সাধন</p>	<p>৯.৩.১- মোট শিল্প মূল্য সংযোজনে ক্ষুদ্র শিল্পের অনুপাত</p> <p>৯.৫.১- জিডিপি'র অনুপাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়</p>	
<p>অভীষ্ট ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা</p>		<p>১৭.৬- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ে এবং এ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং (বিশেষত জাতিসংঘ পর্যায়ে) বিদ্যমান প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে উন্নত সময় ও একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত সমর্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে সমত শর্তে জ্ঞানের আদান প্রদান বাড়ানো</p> <p>১৭.১৬- সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানকল্পে বহু অংশীজনভিত্তিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ আহরণ ও বর্ধন সম্পূর্ণের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি</p> <p>১৭.১৮- আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামান্তিক (বিভাজিত) উন্নতমানের, সমন্বিতায়োগ্য ও নিউরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে ষ্টিপেন্ডার দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা</p>	<p>১৭.৬.১- সহযোগিতার ধরনভেদে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি ও কর্মসূচির সংখ্যা</p> <p>১৭.৬.২- গতিভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে স্থায়ী ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা</p> <p>১৭.১৬.১- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ সহায়তাদানকারী বহুপাক্ষিক উন্নয়নের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ কাঠামোর অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদনকারী দেশের সংখ্যা</p> <p>১৭.১৮.১- সরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মূলনীতি অনুযায়ী লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে পূর্ণ বিভাজনসহ জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন সূচক প্রস্তুতের অনুপাত</p> <p>১৭.১৮.২- সরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিসংখ্যান আইন রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা</p> <p>১৭.১৮.২- তহবিলের উৎস অনুযায়ী, সম্পূর্ণভাবে তহবিলের অর্ধমানে বাস্তবায়নশীল জাতীয় পরিকল্পনা বিদ্যমান এমন দেশের সংখ্যা</p>	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইভেন্ট বিষয়ক ক্যালেন্ডার
জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১

বছর	মাস	দেশীয়		আন্তর্জাতিক	
২০১৯	অক্টোবর	ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন ফেয়ার ২০১৯		WCIT 2019, Armenia	
	নভেম্বর			Web-Summit 2019, Lisbon	
	ডিসেম্বর	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯			
২০২০	জানুয়ারি	ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০২০	ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০২০		
	ফেব্রুয়ারি	বেসিস সফট এক্সপো ২০২০			
	মার্চ	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০			
	এপ্রিল	বিপিও সামিট ২০২০			
	মে		'মুজিববর্ষ ২০২০' উদযাপন	জাপান আইটি উইক স্প্রিং ২০২০	
	জুন			ICPC World Finals 2020, Russia	
	জুলাই			Customer Contact Week (CCW) 2020, USA	
	আগস্ট				
	সেপ্টেম্বর			WCIT 2020, Malaysia	
	অক্টোবর				
	নভেম্বর				
	ডিসেম্বর	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০			
২০২১	জানুয়ারি				
	ফেব্রুয়ারি				
	মার্চ				
	এপ্রিল			ICPC World Finals 2021, Bangladesh	
	মে			জাপান আইটি উইক স্প্রিং ২০২১	
	জুন				
	জুলাই				
	আগস্ট				
	সেপ্টেম্বর				
	অক্টোবর				
	নভেম্বর				
	ডিসেম্বর				
			ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১		WCIT 2021, Bangladesh



সরকারি
তথ্য ও সেবা
৩৩৩



দুদক
১০৬



জরুরি সেবা
৯৯৯



দূর্যোগের
আগাম বার্তা
১০৯০



নারী ও শিশু
নির্যাতন প্রতিরোধে
১০৯

Digitally Bangladesh
ICT

যদিও মানসিক
দূরত্ব
তবুও
আগামী
সমসংক্রান্ত

ডিজিটাল
বাংলাদেশ
দিকস ২০২০
১২ ডিসেম্বর

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা

অনলাইন
কুইজে
অংশগ্রহণ
করুন

অংশগ্রহণ করতে আজই নিবন্ধন করুন
নিবন্ধনের সময় ৭ ডিসেম্বর, ২০২০ রাত ৯২টা পর্যন্ত

বিভিবিভি জালতে ডিজিটি ককলন।
quiz.digitalbangladesh.gov.bd

www.digit.gov.bd | www.ict.gov.bd | www.facebook.com/digitbangladesh

ICT

তথ্যপঞ্জি/Bibliography

COVID-19 and the UN Sustainable Development Goals: Threat to Solidarity or an Opportunity?, May 2020, F.L. Walter; B.L. Luciana; S. L. Amanda; B.R. Lez; and P. Johannes; published by MDPI, Journal Sustainability, Vol 12, Issue 13, Basel, Switzerland.

covid19tracer.gov.bd

foodfornation.gov.bd

GED (2020), Eighth Five Year Plan FY2021–FY2025: Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness, General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2016), Seventh Five Year Plan FY2016–FY2020: Accelerating Growth, Empowering Citizens, General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2020), Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020, General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2018), Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs), General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2018), National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs, General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2016), Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20), General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2015), 7th Five Year Plan FY 2016- FY 2020, General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka

https://www.sdg.gov.bd/public/files/upload/5c5c19b151077_3_Special%20undertakens.pdf

<https://www.sdg.gov.bd/page/sdgtomanifesto/6#1>

<https://www.sdg.gov.bd/page/sdgtomanifesto/6#1>

<https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/>

ICTD (2019), e-Government Master Plan for Digital Bangladesh, Information and Communication Technology Division, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

MDPI (July, 2020), COVID-19 and the UN Sustainable Development Goals: Threat to Solidarity or an Opportunity?, F.L. Walter, B.L. Luciana, S.L. Amanda, B.R. Lez and P. Johannes, DOI: 10.3390/su12135343, MDPI, Switzerland.

Post Covid-19 National ICT Roadmap: Draft Version (2020), Information and Communication Technology Division, Dhaka, Bangladesh.

[SDG Tracker \(http://sdg.gov.bd/\)](http://sdg.gov.bd/)

Vulnerabilities to COVID-19 in Bangladesh and a Reconsideration of Sustainable Development Goals, June 2020, S. Maiko; B. Salma; A. Tofayel; published by The University of Tokyo, Chiba 2778563, Japan and JADE Bangladesh, Dhaka 1212, Bangladesh.

www.corona.gov.bd

www.shohojoddha.com

<http://bn.bssinfotainment.net/page/one-house-one-farm-information>

<http://www.btrc.gov.bd/content/internet-subscribers-bangladesh-november-2020>

<http://www.btrc.gov.bd/content/mobile-phone-subscribers-bangladesh-november-2020>

https://corona.gov.bd/?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fILBxEyV5KwFzu78EKL_rZi_3mtoDXSXkEI5gn-3vvGMsKvC3WPMjjlaArAXEALw_wcB

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIKoZPXULevsopfmGbOHh82-epr8pDTFA2KUjk-wgEwJdQl4kSxKJ5QaAuarEALw_wcB

